প্রমথতরঙ্গিণী ।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সংশোধিত

কলিকাতা

চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

ভূমিকা।

এতদ্দেশে অনেকেই বহুবিধ নূতনং গল্প সকল বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন আমিও তাঁহাদের দৃষ্টান্তোনুযায়িক হইয়া এই সামান্য ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমার স্বল্প বুদ্ধ্যানুসারে রচনা করিলাম, ইহা কোন গ্রন্থের কিম্বা অন্য কোন পুস্তকের সাহায্য না লইয়া আমার মনোগত সামান্য প্রস্তাবটী অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলন করিয়া পাঠকবর্গ মহাশয়দিগের সমীপে প্রকাশ করিতেছি, পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানী পাঠ করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে যেহেতু আমার পুস্তক রচনা বিষয়ে এই প্রথম উদ্যম, অতএব [illegible] পাঠক মহাশয়দিগের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই সামান্য পুস্তক খানির আদ্য অন্ত পাঠ করিয়া যদি কোন দোষ দেখেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

এই ভ্রমণতরঙ্গিণী পুস্তক যাহা আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক মুদ্রিত করাইয়া রেজিষ্টরী করিলাম এই পুস্তক আমি ব্যতীত অন্য কেহ মুদ্রিত করাইতে পারিবেন না যদ্যপি [illegible] কেহ মুদ্রিত করেন তবে তিনি আমার দাবী অনুযায়ী সরকারে দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীপ্রে[illegible]দ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রমথ তরঙ্গিণী।

গণেশ বন্দনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

নমো ব্রহ্ম গণপতি, সর্ব্ব অগ্রে তব নতি,
তুমি জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার।
তুমি বিধি পুরন্দর, তুমি হরি তুমি হর,
সকলের তুমি মূলাধার॥
অগতির তুমি গতি, প্রলয়ের অধিপতি,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি নিরঞ্জন।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সকলের মূল,
অগ্রভাগে তোমার পূজন॥
তুমি সত্ত্ব রজঃ তম, কেহ নাই তব সম,
তুমি ক্ষিতি তেজ জলাকাশ।
না জানি তোমার তত্ত্ব, অনিত্যকে ভাবে [illegible],
কিছু [illegible] পায় না [illegible]॥

পাদতল নিরমল, জিনি জবা রক্তোৎপল,
নখরে লজ্জিত পূর্ণশশী।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর, স্তুতি করে নিরন্তর,
ধ্যানস্থ হইয়া যোগে বসি॥
খর্ব্ব স্থূল দন্ত এক, তোমা ভিন্ন নাহি এক
মূষিক উপর সুশোভিত।
শঙ্খ চক্র চারি করে, গদা পদ্ম শোভা করে,
গলে গজমতি বিরাজিত॥
গজস্কন্ধ গজানন, সিন্দূরমূর্ত্তি ত্রিনয়ন,
মস্তকেতে মুকুট শোভন॥
নিন্দি রবি শশধরে, দশদিক্ আলো করে,
অকারণ কি কাষ [illegible]ণ॥
করযোড়ে স্তুতি করি, মম মন মত্তকরী,
নিবর্ত্ত না হয় কদাচন।
মজিয়া সামান্য রসে, এক না আমার বশে,
নাহি মানে বারণ বারণ॥
জ্ঞানাঙ্কুশ করি করে, ফিরাও সে করিবরে,
তবে ভবে পাইব নিস্তার।
ভাবি যদি মনে এক, ষড়রিপু হরে এক,
একেরে করিয়া ফেলে আর॥
দিয়া পাদপদ্মছায়া, ঘুচাও অনিত্যমায়া,
দীনহীনে ফেল না বিপাকে।

কৃপাদৃষ্টি কর দীনে, কে তারিবে তোমা বিনে,
তাই প্রভু ডাকি হে তোমাকে ॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

পয়ার।

প্রণমামি ভৃগুসুতা ব্রহ্মার জননী।
বৈকুণ্ঠে কমলা তুমি বিষ্ণুর ঘরণী ॥
পাদপদ্ম করপদ্ম স্থিতি পদ্মোপরে।
নাভিপদ্ম মুখপদ্ম পদ্ম দুই করে ॥
সম্পদ বিভব সব তব দয়া হলে।
নীচজাতি উপাসনা লক্ষ্মীবান্ বলে ॥
বর্ণিতে কে পারে মাগো বর্ণনা তোমার।
কৃপাদৃষ্টি হলে কষ্টে তখনি উদ্ধার ॥
দয়া ত্যজি যার প্রতি তুমি হও বাম।
রুষ্ট তারে এসংসারে লক্ষ্মীছাড়া নাম ॥
তৃণকে পর্ব্বত কর দিয়া পদছায়া।
চরাচর অগোচর কমলার মায়া ॥
কটাক্ষে করিলে দৃষ্টি হয় নরবর।
তোমারে ধরিয়া গর্ব্বে নাম রত্নাকর ॥
আপনি বিমুখ হলে নাহিক নিস্তার।
জীবন অপেক্ষা তার মরণ সুসার ॥

দয়া কর দয়াময়ী দয়া করি দীনে।
কে করিবে দুঃখে ত্রাণ দুঃখহরা বিনে॥
নাহি জানি স্তুতি নতি অভাজন অতি
সদয় হইয়া মাতা ঘুচাও দুর্গতি॥

সরস্বতী বন্দনা।

পয়ার।

বন্দি মাতা সরস্বতী তুমি গো শারদা।
শ্বেতপদ্মে আবির্ভাব শ্বেতাঙ্গী বরদা॥
পদতল নবরবি দেখিতে সুন্দর।
দশনখে প্রকাশিত দশ শশধর॥
পদাম্বুজে মধুকর ভ্রমিতেছে কত।
সুমধুর গান করে মধুপানে রত॥
রামরম্ভা জিনি উরু শোভা করে অতি।
কটিদেশ ক্ষীণ যেন জিনি মৃগপতি॥
হৃদিস্থিত বিকশিত পদ্ম বিরাজিত।
পীনোন্নত পয়োধর অতি সুশোভিত॥
অঙ্গুলি হেরিলে চম্পাকলী জ্ঞান হয়।
মৃণাল লজ্জিতপ্রায় হেরি ভুজদ্বয়॥
বিধু জিনি বিধুমুখ অতি মনোহর।
পক্কবিম্ব জিনি যেন হেন ওষ্ঠাধর॥

তিলফুল জিনি নাসা গজপতি প্রায়।
জিনিয়া কুন্দের পাঁতি দন্ত শোভা পায়॥
ভুজঙ্গম বিহঙ্গম ভয়ে পলাইয়া।
বাণীর বেণীর ছলে আছে লুকাইয়া॥
শুভ্রবস্ত্র পরিধানা বিষ্ণুর ভাবিনী।
বাকবাণী বীণাপাণি বিশ্বের বন্দিনী॥
যে ভাবে যে ভাবে তোমা হয়ে এক মন
সে ভাব তাহার লাভ হয় ততক্ষণ॥
তব দয়া বিনা বাক্যস্ফূর্ত্তি নাহি হয়।
অনুকূলা হলে বোবা জনে কথা কয়॥
সুমতি কুমতি তুমি দয়াশীলা অতি।
প্রবঞ্চনাকালে হও তুষ্ট সরস্বতী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কৃতার্থ করিয়া।
কাতরে করুণা কর কটাক্ষে হেরিয়া॥
করিয়াছি মনে যাহা করিতে বাসনা।
সিদ্ধ কর মনস্কাম পূরায়ে কামনা॥

পয়ার।

সর্ব্ব অগ্রে করিলাম শ্রীগুরু স্মরণ।
পারাবারতরী ভবে যাঁর শ্রীচরণ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণতি স্তুতি সর্ব্বদেব পায়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে স্থিতি যে যথায়॥

আদিত্যাদি নবগ্রহ দশ দিক্‌পাল।
বিরিঞ্চি ধূর্জ্জটি আর শ্রীনন্দ গোপাল॥
বন্দিলাম আদ্যা শক্তি শম্ভুর সহিতা।
স্বয়ম্ভুভাবিনী সতী প্রকৃতি দুহিতা॥
দ্বিজগণে করিলাম চরণ বন্দন।
উদ্দেশেতে নমস্কার যত ঋষিগণ॥
গুণিজন সন্নিধানে এই নিবেদন।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করেন গ্রহণ॥

আত্ম পরিচয়।

পয়ার।

ইতিপূর্ব্বে বলুহাটি গ্রামে বাসস্থান।
সে স্থান সামান্য নয় বৈকুণ্ঠ সমান॥
পার্শ্ববর্ত্তি সরস্বতী আছেন আপনি।
সভ্য ভব্য ভদ্রলোক বিখ্যাত অবনী॥
পরেতে সেখান হতে ত্যজিয়া আবাস।
এই ক্ষণ করি গ্রাম সরিসায় বাস॥
পুণ্যশীল রাজারাম রায় মহাশয়।
পিতার মাতুল তিনি এই পরিচয়॥
রায়বংশ দিব্যবংশ শুদ্ধ শ্রোত্রি হন।
সর্ব্বগুণে গুণনীর বিখ্যাত ভুবন॥

কুলীনব্যতীত কন্যা নহে সম্প্রদান।
ভরণ পোষণজন্য সঙ্গে ভূমিদান॥
সুধার্ম্মিক সকলেতে অতি বিচক্ষণ।
দেব দ্বিজে ভিন্ন মন নহে কদাচন॥
নির্ব্বিবাদে বসতি তথা সকলেতে সাধে।
আরো বৃদ্ধি হয় মান তাঁহাদের মাঝে॥
নন্দ্যঘটী বিশ্বনাথ অতি মহোদয়।
সর্ব্বক্ষণ থাকা মম তাঁহার আলয়॥
কলিকাতা মধ্যস্থিত নাথের বাগান।
সকলেরি সুবিদিত তাঁর বাসস্থান॥
বিশ্বনাথ গুণ যত অসাধ্য কথন।
তবে যদি বিশ্বনাথ আপনি তা কন॥
যশঃ কীর্ত্তি যে প্রকার হইয়াছে তাঁর।
এখন তেমন আর খুঁজে পাওয়া ভার॥
সমভাবে সর্ব্বকর্ম্ম করি সমাপন।
দুই পুত্র রাখি স্বর্গে করেন গমন॥
ভগবানচন্দ্র যিনি জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বগুণময়॥
ভগবান ভগবানে অবিরত রত।
নিত্যকর্ম্মে স্বীয় ধর্ম্মে দেব ঋষি মত॥
এখন এমন আর দেখিতে দুষ্কর।
বহু স্থান দেখিয়াছি দেশদেশান্তর॥

কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র দয়াশীল অতি।
তাঁর দয়া সমভাব সকলের প্রতি॥
সরল স্বভাব সদা সহাস্য বদন।
অপরাধ শত হলে তথাপি মার্জ্জন॥
অতিশয় বিচক্ষণ সাধু বিবেচক।
দৃষ্টিমাত্র অনুভব যে যেমন লোক॥
অতঃপর ক্রমে ক্রমে এই নিবেদন।
মহারাজ চক্রপাণি কথোপকথন॥

উদ্বন্ত রাজার সহিত চক্রপাণি গোস্বামির কথোপকথন।

পয়ার।

এক দিন মহারাজ উদ্বন্ত রাজন।
অবন্তিরাজ্যের পতি ব্যক্ত ত্রিভুবন॥
বার দিয়া বসেছেন সিংহাসনোপরে।
হেনকালে উপনীত এক দ্বিজবরে॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর নাম চক্রপাণি।
উপাধি গোস্বামি দ্বিজবর মহাজ্ঞানী॥
তাঁহারে হেরিয়া হয়ে হরষিত মন।
প্রণাম করিয়া বিপ্রে কহেন রাজন॥
সন্তান বিহনে দুঃখ সহে নিবারণ।
স্থল দেখি কোন যজ্ঞ করি আরম্ভণ॥

পুরাণেতে শুনিয়াছি মুনির বচন।
যজ্ঞ করে নৃপবরে পেয়েছে নন্দন॥
অতএব যজ্ঞ করি একান্ত মনন।
চক্রপাণি কন যজ্ঞে নাহি প্রয়োজন॥
পুরাণেতে মুনিবাক্য শুনিয়াছ সার।
কত মুনি মহারাজ রাজ্যেতে তোমার॥
আপনার রাজ্য মধ্যে যেই তপোবন।
জনক নামেতে তথা আছে তপোধন॥
এমত সাধনা তাঁর অসাধ্য কথন।
যখন যা যারে কন বাক্য অলঙ্ঘন॥
নির্ব্বাহ দেশাধিপতি ছিল নিঃসন্তান।
জনক কৃপায় তিনি হন পুত্রবান॥
তাহা শুনি কন তবে উদ্দন্ত রাজন।
তপোবনে নির্ব্বাহের কবে আগমন॥
গোস্বামি কহেন তিনি আপনিত নন।
তাঁহার দুহিতা এসেছিল তপোবন॥
মহারাজ কন দ্বিজ কহ বিবরণ।
রাজকন্যা তপোবনে এলো কি কারণ॥
দ্বিজবর কন সে যে অপূর্ব্ব কথন।
শুনিতে হইল বাঞ্ছা মহারাজ কন॥
অতঃপর দ্বিজবর কহেন তখন।
উদ্দন্ত একান্ত চিত্তে করেন শ্রবণ॥

গ্রন্থ সূচনা।

পয়ার।

নির্ব্বাহ দেশাধিপতি নির্ব্বাহ রাজন।
দুষ্টের দমনকারী শিষ্টের পালন ॥
সবেমাত্র এক রাণী নাম চন্দ্রকলা।
গুণের নাহিক সীমা রূপেতে চপলা ॥
কন্যা পুত্র বিহনেতে দুঃখে দহে মন।
সর্ব্বদা অসুখী রাজা রাণী দুই জন ॥
কাতর দেখিয়া দয়া উপজিল মনে।
দয়া করি দয়াময়ী কহেন স্বপনে ॥
অনুমতি রাণী প্রতি হল অভয়ার।
একান্ত চিত্তেতে পূজা কর কালিকার ॥
তুষিলে বাসনা সিদ্ধি করিলাম সার।
কন্যা এক উদরেতে জন্মিবে তোমার ॥
বর দিয়া মহামায়া স্বস্থানে গমন।
ভক্তিভাবে করে রাণী কালিকা অর্চ্চন ॥
রূপবতী রাণী অতি নাম চন্দ্রকলা।
প্রসবিলা কন্যা যেন পূর্ণ ষোল কলা ॥

কন্যা প্রতি নরপতি করি দৃষ্টিপাত।
যুগল নয়নে ধারা বহে অকস্মাত॥
জয় কালী কাত্যায়নী কাল বিনাশিনী।
কন্যারে কুশলে রাখ কুলকুণ্ডলিনী॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা তোমার সদনে।
বিবাহ না দিব কন্যা সামান্য রাজনে॥
ধনে মানে রূপে গুণে হইবে নিখুঁত।
মনোমত না হইবে যদি থাকে খুঁত॥
সদাচার স্বভাব সব হবে অতি।
তবেত বরণে কন্যা হলে ধরাপতি॥
তরঙ্গিণী নাম তার রাখেন ভূপতি।
দেখিতে রূপসী যেন অতি গুণবতী॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা কলানিধি প্রায়।
বিবাহ না হয় তার প্রতিজ্ঞার দায়॥
ষোড়শ বয়সী বালা সদাই উন্মনা।
পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু যৌবনে যাতনা॥
এইমত দিন গত প্রতিজ্ঞার দায়।
কত শত রাজসুত আসি ফিরে যায়॥
সুরঙ্গ রাজ্যের রাজা বিক্রমকেশরী।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত বিক্রমে কেশরী॥
তাঁহার তনয় হয় নামেতে প্রমথ।
যাঁহার তুলনা দিতে অযোগ্য মন্মথ॥

সঙ্গোপনে তাঁর সনে হয় সঙ্ঘটন ।
সঞ্চার হইলে গর্ব্ভ শুন বিবরণ ।।
তথা হতে উভয়েতে ধরি ছদ্ম বেশ ।
অবন্তী রাজার রাজ্যে করেন প্রবেশ ।
অরণ্য ভিতর যান মৃগয়া কারণ ।
সেই খানে দুই জনে হয় অদর্শন ।।
তরঙ্গিণী রহিলেন ঋষির আলয় ।
তপোবনে তাঁর এক হইল তনয় ।।
নীলাচলে কিছু দিন অন্তে আগমন ।
সেই স্থানে দুই জনে হইল মিলন ।।
নিকাংক্ষের পতি স্তুতি ঋষিবরে করে ;
সন্তান হইল তাঁর ঋষিবর বরে ।।
ভূপতি কহেন প্রভু করি নিবেদন ।
বিবরিয়া বল দেখি সব বিবরণ ।।
গোস্বামি কহেন রাজা এই ইতিহাস ।
শ্রবণে ধনের বৃদ্ধি পাপের বিনাশ ।।

কুলাচার্য্য ভট্টাচার্য্য আছে যত কবি।
যখন নিঃসরে মুখে সকলিত কবি॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত অন্ত কেহ কেহ করে।
কাব্যরস আদিরস কার মুখে সরে।
অষ্টাদশ পুরাণাদি সকলের মুখে।
প্রতিদিন পাঠ হয় ভূপাল সম্মুখে॥
মিহির সদৃশগণে গ্রহবিপ্রগণে।
সঙ্কোচ পরাজয় তাদের গণনে॥
অতঃপর নির্ব্বাণের নগর বর্ণন।
সংক্ষেপে বর্ণিব তাহা করুন শ্রবণ॥

নির্ব্বাণ নগর বর্ণন।

নগরের চতুর্দ্দিকে, নানাবিধ অট্টালিকে,
বসতি সুন্দর পরিপাটী।
কল্পময় পুরী সব, দেখিবারে অসম্ভব,
কাহার প্রস্তর ঘর বাটী॥
সদাগর আছে যারা, শঠতা জানে না তারা,
সর্ব্ব দ্রব্য সকলের ঘরে।
কেহ ধারে করে ক্রয়, কেহ মোত্তি বাদে লয়,
কেহ কেহ সিপমেণ্ট করে॥

হীরা চুনি মতি পান্না সংখ্যা করা ভার।
স্থানে স্থানে রহিয়াছে পর্ব্বত আকার॥
স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা আনি দুই জানি।
রাশীকৃত পড়ে আছে কিসের বাখানি॥
জামেয়ার রুমালাদি শাল গাটি গাটি।
পোচে বোসে গেল কত হয়ে শীত মাটি।
কত শত দেবালয় আছে রাজধানী।
স্থানে স্থানে শত শত কত শূলপাণি॥
দেবার্চ্চনা হোম পূজা হয় অনিবার।
যাগ যজ্ঞ চণ্ডীপাঠ পূজার প্রচার॥
সদাব্রত নানাস্থানে আছয়ে রাজার।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় যাহা ইচ্ছা যার॥
যে যাহা বাসনা করে দেন তাহা তারে।
সাধ্য কার করিবারে বৈমুখ্য কাহারে॥
নৃত্য করে নৃত্যকারা কেহ গায় গান।
নিষ্কণ্টক রাজ্য যেন ইন্দ্রের সমান॥
সুবিচার সদালাপ হয় অনুক্ষণ।
নির্দ্দয় কাহার প্রতি না দেখি কখন॥
সভা অতি পরিপাটি কি কহিব আর।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা অশেষ প্রকার॥
ন্যায় শাস্ত্রে নিপুণতা তর্কশিরোমণি
ন্যায়রত্ন বিদ্যারত্ন কবি চূড়ামণি॥

সদাগরি ভাগ্যে হয়, যার ভাগ্যে ভাগ্যোদয়,
ভাগ্যবন্ত সবে বলে তায় ।
কহি সকলের আগে, কদাচ না যেও ভাগে,
ভাগের মা গঙ্গা নাহি পায় ।।

পয়ার ।

রাজপথে তুঙ্গ ভিতে বেশ্যা অগণন ।
সর্ব্ব সুখে সবে কাল করয়ে যাপন ।।
সহজে অবলা জাতি সরল ব্যাভার ।
মনে মনে ভাবে এক হয়ে পড়ে আর ।।
নারী জাতি যদবধি গৃহ মধ্যে থাকে ।
শত দোষে দোষী হলে তার দোষ ঢাকে ।
কুলটার ব্যবহার অতি সুকঠিন ।
কুরোগ ঘোচে না কভু হইলে প্রবীণ ।।
গৃহে থাকি যে নারী কুপথগামি হয় ।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন পরিচয় ।।
নিশ্চয় জানিহ মনে কভু মিথ্যা নয় ।
পাপকর্ম্ম কদাচিত ছাপা নাহি রয় ।।
অবশ্যই কৃত পাপ ভোগাবে তাহারে ।
কার সাধ্য পাপ কারে ফাকি দিতে পারে ।।
গুপ্তভাবে গুপ্তস্থানে খেলে লুকোচুরি ।
গুপ্ত রয় কিছু দিন সে সব চাতুরী ।।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া ছাপা কভু থাকে।
বিনা বন্ধে বন্দী হয় বিধির বিপাকে ॥
যে ভাবে গোপনে কর্ম্ম কেহ নাহি দেখে।
লোকে পাপ পাপে মৃত্যু পুরাণেতে লেখে ॥
মাসী পিসী আসি যদি কোন কথা কয়।
অধোমুখে কালামুখী মৌনা হয়ে রয় ॥
ঘরে পরে সবে তারে বুঝায় যতনে।
শ্রবণে শ্রবণ মাত্র নাহি থাকে মনে ॥
চোরের চরিত্র মত হওয়া বড় দায়।
দুর্জ্জনের কদাচার শুনেছ কোথায় ॥
অসত্য না হয় সত্য দুলাইলে রীত।
কখন ভুলিতে নারে আপন চরিত ॥
হৃদয়ে দংশেছে যার পিরিতি ভুজঙ্গ।
স্বীয় বশ নহে তার আপনার অঙ্গ ॥
পুরুষ প্রকৃতি হয় উভয়ে সমান।
পিরিতে নিমগ্ন হলে নাহি থাকে জ্ঞান ॥
জ্ঞান শূন্য হলে তার কি দোষ গ্রহণ।
নতুবা কে গ্রহণেতে করিত গ্রহণ ॥
অসতী হইয়া তিনি সতীত্ব জানান।
কথায় কথায় কান্না সদা অভিমান ॥
কুল এই নিষ্কলঙ্কে কলঙ্ক যে দিবে।
ঈশ্বর আছেন তার বিচার করিবে ॥

পরিবারে নিত্য তারে করে তিরস্কার।
ক্রমে ক্রমে সহ্য হয় কলঙ্কের ভার॥
কলঙ্কভুষণ ক্রমে করিয়া ধারণ।
নাক তুলে বলে (ছিল কপালে লিখন)॥
একেবারে লজ্জা ভয় ত্যজি সমুদয়।
তখন নিশ্চয় করে গৃহে থাকা নয়॥
যৌবনের অনুরাগে হয়ে উনমত্ত।
মনে ভাবে চিরদিন থাকিব সোমত্ত॥
পর্ব্বতকে তৃণ দেখে যৌবনের ভরে।
ভাবেনাকো মত্ত হয়ে কি হইবে পরে॥
জানে না যৌবন ধন হইলে বিমুখ।
যাচক হইলে কেহ নাহি দেখে মুখ॥
সুখেতে অসুখী হয় গৃহ মধ্যে থেকে।
শেষে মরে পায় ধরে বাবু ডেকে ডেকে॥
আভরণ অট্টালিকা হয় ভাগ্য গুণে।
কেহ মরে খাবাভরে পৌদ বসে শুনে॥
এইমত শত শত কত কুলবতী।
কুলটা হইয়া তারা করিছে বসতি॥
ধরাপতি সুখা অতি নাহি দুঃখ লেশ।
ভূপতির মনে কিন্তু সর্ব্বদাই ক্লেশ॥
কন্যা পুত্র বিহনেতে সদা মনে দুখ।
এত সুখে রাজা রাণী নাহি পায় সুখ॥

মনেতে ভাবেন রাজা দৈবে বিড়ম্বন।
বিনা দৈব নাহি কয় দুঃখ নিবারণ ॥
ধরাপরে কত নরে ছিল নিঃসন্তান।
যাগ যজ্ঞ করি তাঁরা হন পুত্রবান ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা অন্তঃপুরে যান।
ভূপে হেরি রাজ্যেশ্বরী হন আগুয়ান ॥
রাজা কন মহারাণী শুন সমাচার।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করি বাসনা আমার ॥
রাণী কন মহারাজ করি নিবেদন।
যাগ যজ্ঞ করা বিধি বেদের বচন ॥
রজনীতে যাহা আমি দেখেছি স্বপন।
সে সব বৃত্তান্ত ভূপ করি নিবেদন ॥
পশ্চাৎ করিহ যজ্ঞ শুনহ অগ্রেতে।
যজ্ঞেশ্বরী দেখা দিলে কি কায যজ্ঞেতে ॥
স্বপ্ন কথা শুনিবারে রাজার মনন।
মহারাণী কন তবে স্বপ্ন উপাখ্যান ॥

রাণী চন্দ্রকলার স্বপ্নদর্শন কথন।

ত্রিপদী।

চন্দ্রকলা কন, করি নিবেদন,
হেরিয়াছি রজনীতে।

কহিতে স্বপন, না সরে বচন,
কলেবর রোমাঞ্চিতে ॥
একই রমণী, তিমির বরণী,
উত্তীর্ণ হইলা ঘরে।
কব কি তাহার, রূপ চমৎকার
দশ দিক্ আলো করে ॥
পদাম্বুজ তল, রক্ত শতদল,
দশ চন্দ্র দশ নখে।
হেরি সে বরণ, স্থির নহে মন,
জল নাহি ধরে চক্ষে ॥
চরণ যুগল, ভাতি নিরমল,
তুলনা নাহি যার সীমা।
বেদে কর মর্ম্ম, বিধির অগম্য,
কে বুঝিবে সে মহিমা ॥
রামরম্ভা তরু, জিনি যেন উরু,
নিতম্ব অত্যন্ত ভারি।
অসাধ্য আমার, সে রূপ তাহার,
বর্ণিবারে নাহি পারি ॥
কটি ক্ষীণ হেন, করি অরি যেন,
করশ্রেণী তাহে সাজে।
একি অপরূপ, নাভি যেন কূপ,
ত্রিবলী তাহার মাঝে ॥

চারি করোপরে, বরাভয় করে,
তীক্ষ্ণ অসি মুণ্ড ধরে :
হৃদয় উপরে, শোভে পয়োধরে,
বিকশিত শতদলে।
প্রশস্ত হৃদয়, উপমা কি হয়,
নর শির দোলে গলে ॥
বিস্তার বদনা, বিকট দশনা,
অট্টহাসি চন্দ্রাননে :
স্থির সৌদামিনী, কেমন কামিনী,
অগ্নিকণা ত্রিনয়নে ॥
কাহার অঙ্গনা, পীযুষে গঠনা,
লজ্জা ভয় নাহি করে।
একি চমৎকার, কর্ণেতে তাহার,
স্তুতি করে শিশুবর ॥
অঙ্গের উপরে, অম্বর না ধরে,
রক্তধারা বহে গায়।
সুধা ক্ষরে রাশি, যদি কয় হাসি,
পশ্চাতে যোগিনী ধায় ॥
ভ্রূভঙ্গি হেন, কামধনু যেন,
পাগলিনী প্রায় বেশ।
ভালে শশিকলা, করেছে উজ্জ্বলা,
এলায়ে পড়েছে কেশ ॥

একি অসম্ভব,   সঙ্গে শিবা শব,

দেখিবারে ভয়ঙ্কর।

কব কিবা আর,   পদতলে তাঁর,

শব হয়ে দিগম্বর।।

রাণী চন্দ্রকলার স্বপ্নপ্রাপ্ত ও রাজা রাণীর কথোপকথন।

পয়ার।

কৃপা করি কৃপাময়ী কৃতার্থ করিয়া।
কহিলেন স্নেহভাবে শিয়রে বসিয়া।।
কন্যা পুত্র বিনা তোর মনে নাহি সুখ।
সে দুঃখে দুঃখিত হয়ে পাইলাম দুখ।।
শুন রাণী চন্দ্রকলা আমার বচন।
ঝটিতি হইবে বাছা দুঃখ বিমোচন।।
এক মনে কালিকার করহ পূজন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বসন ভূষণ।।
নানাজাতি পুষ্প আর নানা উপচার।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি যেবা যা বাজার।।
এই মত কালীপূজা সমাপ্ত করিবে।
হইলে পূজার অন্ত এয়োজাত দিবে।।
একান্ত চিত্তেতে চণ্ডী করিবে শ্রবণ।
যথাশক্তি করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন।।

তব ভাগ্যে কন্যা এক হইবে রূপসী।
অপরূপ হবে রূপ শরদের শশী ॥
এপ্রকার পূজা আর যে করিবে যবে।
কাকবন্ধ্যা বন্ধ্যাগণ পুত্রবতী হবে ॥
সেই ক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ হইল অমনি।
অন্তরে অন্তর হলো অসতিবরণী ॥
রজনীতে নিদ্রাযোগে দেখেছি স্বপন।
তদবধি চিত্ত মম আছে উচাটন ॥
শুনিয়া স্বপনকথা দুহিতা রাজার।
লোমাঞ্চ শরীর চক্ষে ধারা অনিবার ॥
চিত্রের পুত্তলীসম স্পন্দনরহিত।
ভূপতি কহেন বাণী রাণীর সহিত ॥
যাগ যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
স্বপ্নমতে পূজা রাণী কর কালিকার ॥
দেব দ্বিজ প্রতি ভক্তি তোমার অচলা।
সেই পুণ্যফলে শুন রাণী চন্দ্রকলা ॥
আদ্যাশক্তি মহাকাল জায়া অম্বালিকা।
অতীতা অনাদি প্রিয়া অভয়া অম্বিকা ॥
অনুকূলা হয়ে মাতা দিয়া দরশন।
স্বপ্নযোগে সকরুণে কহিলা বচন ॥
পতিব্রতা সতী তুমি সাধ্বী সুলোচনা।
পরদুখে দুখী নাহি জান প্রতারণা ॥

সাধ্বী সতী পতিব্রতা যে রমণী হয় ।
থাকুক মনুষ্য তারে যমে করে ভয় ॥
সাবিত্রী কথায় আছে তাহার প্রমাণ ।
পতিব্রতা রাণী তুমি সাবিত্রী সমান ॥
ক্ষমাশীলা ধর্ম্মশীলা তুমি সর্ব্ব গুণে ।
বাঁধা আমি তব গুণে আছি সেই গুণে ॥
আত্ম পর ভিন্ন নাই সকলি সমান ।
শত দোষে দোষী হলে তবু রাখ মান ॥
পূর্ব্বাপর জানা আছে স্ত্রীর ভাগ্যে ধন ।
পুরুষের ধনসাধ্য রমণীরতন ।
সদাচার সুব্যভার নারী যদি হন ।
সামান্য ধনেতে কেন হবে প্রয়োজন ॥
অচলা কমলা হন নারীর আচারে ।
অলক্ষ্মীর আগমন স্ত্রীর অনাচারে ॥
রাজার বচন শুনি রাজরাণী কন ।
মহারাজ দাসী কিছু করে নিবেদন ॥
সাবিত্রীর দাসীযোগ্য এ অধিনী নয় ।
পদনখে চন্দ্রমাতে উপমা কি হয় ॥
স্বামি প্রতি সাবিত্রীর দৃঢ়ভক্তি ছিল ।
সেই পুণ্যফলে সেই সঙ্কটে তরিল ॥
পতি বিনা রমণীর নাহিক উপায় ।
রমণী সেবিলে পতি চতুর্ব্বর্গ পায় ॥

সুখ দুঃখ দাতা পতি রমণীর পক্ষ।
বিমুখ হইলে পতি সকলে বিপক্ষ॥
সকলি অনিত্য নিত্য পতি রত্নধন।
সে ধন নিধন হলে বৃথাই বাঁচন॥
শুনিয়াছি পতিব্রতা সতীর লক্ষণ।
পতি ভিন্ন আর তার নাহি অন্য মন॥
পতি মান পতি প্রাণ পতি গুরুজন।
পতির প্রাণান্তে নারী জীবিতে মরণ॥
বালিকা সময় নয় জ্ঞানের উদয়।
শিবপূজা করে ভাল পতির আশায়॥
পূজা পরে করযোড়ে চাহে এই বর।
মনোমত পতি যেন পাই দিগম্বর॥
যৌবনে যুবতী ভাল বেশে থাকে বাসে।
মনে মনে বাঞ্ছা যেন পতি ভালবাসে॥
বেশ ভূষা আভরণ করিয়া ধারণ।
দিবা অবসানে করে কবরী বন্ধন॥
আর কিছু নহে এই তাহার কারণ।
কেবল পতির মন করিতে রঞ্জন॥
বৃদ্ধ হলে পাকাচুলে বাহার খোঁপায়।
অরুচি ঘুচাতে রুচি বেলফুল তায়॥
পড়িলে কসের দন্ত প্রকাশ না করে।
হাসিতে মুখেতে কর আচ্ছাদন করে॥

মরে ছুড়ি পাকা বুড়ি কবে যাবে ঘাট।
ভুলাতে পতির মন করে কত ঠাট॥
সকলে প্রশংসে পতি সোহাগিনী হলে।
ঔষধি বাটিতে নয় বিবাহের স্থলে॥
মনে মনে উপজয় মানের গুমান।
সহস্র রমণী মধ্যে বাড়ে তার মান॥
মরিলে রাখিয়ে পতি তবু লোকে ভাসে।
সবে বলে এওরাণী গেল স্বর্গবাসে॥
সুযশ শুনিলে হয় মনেতে উল্লাস।
পতির কুযশে যেন হয় সর্ব্বনাশ॥
পতিনিন্দা সতী নারী করিলে শ্রবণ।
তখনি ত্যজিবে বপু এইত লক্ষণ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ আছে দীপ্তময়।
শরীর ত্যজিলা সতী পিতার আলয়॥
শিবনিন্দা শুনি কর্ণে শিবসীমন্তিনী।
প্রাণান্ত করেন দুঃখে দক্ষের নন্দিনী॥
কালে কালে কিন্তু কলি হইল প্রবল।
অঘাট হইল ঘাট ঘুচিল সকল॥
পতিব্রতা আপনার পতিনিন্দা করে।
ক্রোধান্বিত সতী হলে অগ্রে ঘাড়ে ধরে॥
পতি প্রতি স্বগত্নীর নাহি হয় মন।
সতী ছাড়ি পতি যান অসতী ভবন॥

কালভ্রষ্ট ধর্ম্মনষ্ট এই সেকারণ ।
অমৃত ত্যজিয়া বিষ করেন ভক্ষণ ॥
সে জন্য তৎপর ফলে নাহিক সংশয় ।
বিনা ধর্ম্ম কোথা ধর্ম্ম হয়েছে সঞ্চয় ॥
অধর্ম্মেতে কোন কর্ম্ম কখন না হয় ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় ভারতে নিশ্চয় ।
পতির দোষেতে সতী হয় পরাধীন ।
ব্যাপক রমণী হয় পুরুষেতে ক্ষীণ ॥
পরনিন্দা পরদ্বেষী পরধনে আশ ।
পরস্পর পরামর্শ এই অভিলাষ ॥
পরদারা হরণেতে রত অতিশয় ।
পঞ্চম পাপের পাপী [illegible] শুনে হয় ॥
আত্মছিদ্র না জানিয়া পরছিদ্র ভাষে ।
জানে না কৃতান্ত আছে শিয়রের পাশে ॥
অর্থ প্রতি অনেকের এমন মনন ।
কে জানে আপন পর পেলে হয় ধন ॥
সামান্য ধনেতে কিবা করে প্রয়োজন ।
সতীর সর্ব্বস্বধন পতির চরণ ॥
নারী যদি ভক্তিভাবে পতি সেবা করে ।
ইহ কালে হয় সুখ পরকালে তরে ॥
ব্রত জপ দানে যদি কল্পতরু হয় ।
পতি সেবা তুল্য স্ত্রীর কিছুমাত্র নয় ॥

সুখ দুঃখ আপনার কর্ম্ম ফলাফল।
ধর্ম্মের সূচনা কভু না হয় বিফল॥
ভবানী ভাবনা বাণী করে সর্ব্বক্ষণ।
ভবের যাতনা যার নামে বিমোচন॥

কালিকা পূজাবয়।

পয়ার।

নির্ব্বাহ দেশাধিপতি বলেন গৃহিণী।
বিজয়ে কি ক্রমে পূজ হবের মোহিনী॥
স্বপনেতে সেই রূপ হয় দরশন।
মৃণ্ময়ী সেই মূর্ত্তি করেন গঠন॥
অন্তরেতে বিচারিয়া করি যুক্তি তার।
অবগত হইলেন দেখি তন্ত্রসার॥
পুরোহিত করে কবি ধরেন পুস্তক।
রাজগুরু হইলেন আপনি পূজক॥
পরিচার্য্য রহিলেন সহস্র ব্রাহ্মণ।
পূজেন একান্ত চিত্তে অভয়াচরণ॥
তান্ত্রিকেতে তন্ত্রমতে আছে যেই ক্রম।
শতদল স্বর্ণচাঁপা স্বয়ম্ভু কুসুম॥
রক্তজবা রক্তোৎপল লোহিতচন্দন।
রক্তবস্ত্র শোভা করে রত্ন আভরণ॥

গঙ্গাজল বিল্বদল অগোর চন্দন।
অপর্ণার পাদপদ্মে করেন অর্পণ ॥
পূজার সকল দ্রব্য আহরণ করি।
দেবীর সম্মুখে আনি রাখে পাত্র ধরি ॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গশুদ্ধি ন্যাস আদি মত।
করেন সকল কর্ম্ম যাহা বিধিমত ॥
ভক্তিভাবে হেমঘট করিয়া স্থাপন।
শুদ্ধাচারে করিলেন পূজা আরম্ভণ ॥
যথাবিধি বেদোক্ত বিধিমত বলি।
বিবিধ প্রকার যাহা দিতে হয় বলি ॥
হোম আদি সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপন করে।
চিন্তাময়ী পাদপদ্মে চিন্তিত অন্তরে ॥
রাজা রাণী দুই জনে করি কৃতাঞ্জলি।
কালী বলে কালীপদে দিলেন অঞ্জলি ॥
সেই মত করিলেন পূজা অবশেষ।
যে প্রকার পেয়েছেন স্বপ্ন উপদেশ ॥
ক্রমাগত দিবা সপ্ত পূজার ব্যাভার।
পূজা অন্তে এক চিত্তে স্তুতি কালিকার ॥

―――

কালিকা স্তব ।

পয়ার ।

করালবদনা কালী মহাকালজায়া ।
বগলা বরদা উমা ধূমা যোগমায়া ॥
কমলাক্ষী কুণ্ডলিনী কালী কাত্যায়নী ।
দুঃখহরা দয়াশীলা দানবদলনী ॥
বৈষ্ণবী ব্রহ্মা বামা বিশ্বপ্রসবিনী ।
বিশালাক্ষী বিশ্বজয়া বিষ্ণুপ্রদায়িনী ॥
নিশুম্ভ ঘাতিনী শ্যামা স্বয়ম্ভুভাবিনী ।
সাবিত্রী সারদা সতী শিবশৈবলিনী ॥
শতস্কন্ধে বিনাশিলা অসীতা হইয়া ।
দশস্কন্ধ মরে তোমা হরিয়া লইয়া ॥
কটাক্ষেতে বিধি বিষ্ণু সৃষ্টি স্থিতি হয় ।
কটাক্ষে কেবল বারি সমুদয় লয় ॥
উৎপত্তি করিয়া তিন জনে তিন গুণে ।
করিয়াছ ভারার্পণ আপনার গুণে ॥
চতুর্ম্মুখ রজোগুণে করেন সৃজন ।
পালন করেন সত্ত্বগুণে নারায়ণ ॥
তমোগুণে মহাকাল বিনাশ কারণ ।
তোমার অগম্য মর্ম্ম জানে কোন জন ॥

অকূল অথচ তুমি অকূলের কূল।
প্রকৃতি পুরুষ আদ্যা অনাদ্যার মূল॥
অচিন্ত্য অপার মায়া অনন্তরূপিণী।
শ্রীমন্তে ছলিলে হয়ে কমলে কামিনী॥
কৈলাসে শঙ্করী তুমি বৈকুণ্ঠে কমলা।
দ্বারকায় মহামায়া উৎকলে বিমলা॥
বিশ্বমাতা বিশ্বজয়ী বিশ্বের বন্দিনী।
নন্দ গোপসুতা তুমি যশোদানন্দিনী॥
নিরাকার সাকার মা তুমি গো আপনি।
ব্রহ্মার আরাধ্যা আদ্যা পতিতপাবনী॥
দশ মহাবিদ্যা তুমি দশ অবতার।
বেদাগমে নাহি জানে মহিমা তোমার॥
কালী বলে অন্তকালে হইলে প্রাণান্ত।
বৈকুণ্ঠ চলিয়া যায় কি করে কৃতান্ত॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর বরুণ পবন।
বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ তোমার চরণ॥
দিবা রাত্রি অবিরত ধ্যানে নাহি পায়।
কেন মন করে তাই পাবার আশায়॥
ভরসা কেবল কালী কপালমালিকে।
অকূলে কুলান কূল কুলকুণ্ডলিকে॥
ষট্চক্রে চক্রী তুমি পরম প্রকৃতি।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে যন্ত্র মধ্যে স্থিতি॥

ভ্রূমধ্যে আপনি হও দ্বিদলেতে মন।
যে গতিকে গতায়াত গমন তেমন॥
কণ্ঠেতে ষোড়শ দলে তুমিগো ঈশানী।
আবির্ভাব সর্ব্বজীবে হয়ে বীণাপাণি॥
হৃদি মধ্যে ঊর্দ্ধচক্রে দোয়াদশ দলে।
বিরাজ মা দশদলে কভু নাভিস্থলে॥
লিঙ্গমূলে অধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণুপ্রদায়িনী।
ষড়্দলে অগ্নিবর্ণ রাখহ রঙ্গিণী॥
চতুর্দ্দল সরসিজ গুহ্য করি সার।
তাহাতে বিরাজ সার্দ্ধ ত্রিবলী আকার॥
ঈড়াদি পিঙ্গলা তিন হইয়া জড়িৎ।
মৃণাল তন্তুনুসারে গমন তড়িৎ॥
মধ্যে মধ্যে মণিপুরে হয় আগমন।
ভবের ভাবিনী ভববন্ধন মোচন॥
স্তব করে উচ্চৈঃস্বরে রাজগুরু কয়।
রাণী প্রতি আদ্যা শক্তি হও মা সদয়॥
প্রসন্না হইয়া কালী মহাকালরাণী।
রাণী প্রতি দয়া করি কন দৈববাণী॥
হবে তব বাঞ্ছাপূর্ণ কহিলাম সার।
কন্যা এক জন্মাইবে উদরে তোমার॥
দৈববাণী শুনি রাণী রাজা দুই জন।
হরষিত হয়ে গৃহে করেন গমন॥

দেব দ্বিজ প্রতি মতি অত্যন্ত রাজার।
দেবীর কৃপায় রাজ্যে সকল সুসার॥
সুবৃষ্টি সফল বৃক্ষ সবে মহাসুখী।
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা কেহ নহে দুঃখী॥
প্রাণের অধিক রাজা রাণী ভাল বাসে।
যে কর্ম্ম করিবে তাহা অগ্রেতে জিজ্ঞাসে॥
মনোনীত সাধ্যা পত্নী ভাগ্যে যদি হয়।
অরণ্যে বসতি হলে তবু সুখোদয়॥
দুঃখে দুঃখ নাহি হয় থেকে অনশন।
সে মুখ দেখিলে দুঃখ তখনি মোচন॥
বনিতা হইলে খল নাহিক নিস্তার।
পদনত রয় তবু নহে পারাবার॥
কথায় কথায় সদা উঠে ঊর্দ্ধে নাক।
মুখখানি দৃশ্য যেন ভীমরুল চাক॥
তিলার্দ্ধ নাহিক হয় সুখ সম্ভাবনা।
দিবানিশি পায় দোঁহে অন্তরে যাতনা॥
মনেতে উদয় কথা মনে নিবারণ।
সর্ব্বদা অসুখী মন্দ করে আন্দোলন॥
উভয়ে সরল যদি পরস্পর হয়।
পরেশ পাইলে তবে নহে সুখোদয়॥
রাজা রাণী দুজনার সরল স্বভাব।
ভাবের অবধি নাই ক্রমে বৃদ্ধি ভাব॥

পুরবাসী কত দাসী করিছে সেবন।
অন্তঃপুরে রাজা রাণী রন দুই জন॥
উল্লাসিত হয়ে দোঁহে যামিনী পোহান।
এইমত কত দিন সুখেতে কাটান॥

রাণী চন্দ্রকলার গর্ব্ভ অনুষ্ঠান।

পয়ার।

দুজনার মনোমত হয়েছে দুজন।
সুজনে দুজনে প্রেম বিচ্ছেদ বর্জ্জন॥
গতমাস কলাবাস কুসুম মুদিত।
গর্ব্ভের সূচনা রাণী জানিয়া নিশ্চিত॥
দুই তিন মাস যত্নে গোপন রাখিলা।
চতুর্থ মাসেতে গর্ব্ভ নিশ্চয় জানিলা॥
রাণী কন মহারাজ কি কহিব আর।
অনুমান করি বুঝি গর্ব্ভের সঞ্চার॥
শুনি রাজা হরষিত হইয়া তখন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দেন বহু রত্ন ধন॥
দেখিতে দেখিতে পঞ্চমাস উপনীত।
পঞ্চামৃত আছে শাস্ত্রে যেমন বিহিত॥
বেদবিধি মত পূজা দেন কালিকার।
অভয়া চরণে মন নিতান্ত রাজার॥

সেইমত ক্রমাগত ষষ্ঠমাস ক্ষয়।
সপ্তম মাসের আসি হইল উদয়॥
সীমন্তোন্নয়ন দেন শাস্ত্র অনুসার।
আর যাহা পূর্ব্বাপর আছে স্ত্রী বাভার॥
আটমাসে আটভাজা দেন ঘরে পরে।
রাণীর সম্মুখে আনি রাখি পরে পরে॥
মসুর কলাই মুগ তিল তিলে গজা।
ওলো ভাজা কলাই যাহা খাইবার মজা॥
চিনের বাদাম আর মাথের জলপান।
বাবু ভেয়ে যাহা চেয়ে সখ করে খান॥
চেনাচুর গরভাজা বাঁপি খাজা লুচি।
কণামাত্র খেলে হয় অরুচির রুচি॥
বিলাতি কুমড়া দিতি পঙ্কাম বানায়।
পেলে যারে গুলিখোরে চাট করে খায়॥
পানিতোয়া ক্ষামাভাজা অতি পরিপাটি।
সম্মুখে রাখেন পুরে সোঁপাগলা বাটি॥
ভাজা ভুজা ভক্ষদ্রব্য যা যেখানে ছিল।
সকলি আনিয়া রাজ মহিষিরে দিল॥
অন্তঃসত্ত্বা নরমাসে দিতে হয় সাধ।
মনোসাধ পূর্ণ হলো ঘুচিল বিষাদ॥
দিলেন রাণীরে সাধ যত ছিল সাধ।
ঘরে পরে সাধ করে দেয় সবে সাধ॥

চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ ফল।
নানা জাতি ফল দেয় দেখিয়া সন্তোষ ॥
কত শত তরকারি করেন রন্ধন।
শাক সুক্তা আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
দম্পোক্ত কাবাব আর পেস্তাও কালিয়ে।
দমেতে রসই করে গিন্নি বান্নি গিয়ে ॥
করেন রকম কত অম্বল রন্ধন।
অম্বলেতে পরিমিত সরিষা ফোড়ন ॥
বোম ঝোল মাখো মাখো চড়চড়ি টক।
অন্তঃসত্ত্বা রমণীর টকে বড় সক ॥
কামরাঙ্গা জলপাই নেবু কদম্বিয়া।
করঞ্জা আমড়া তাতে তাঁব আদা দিয়া ॥
আকুলা আমড়া বোল আর আনারস।
আনার আচার আলুবখরার রস ॥
মিষ্ট রস তিক্ত কটু রান্ধেন সকল।
সকলে অরুচি রুচি কেবল অম্বল ॥
দধি দুগ্ধ নটখির দেন অবশেষ।
কটরা পূরিয়া পরে সুজির পায়েস ॥
জিলাপী মিঠাতি গজা খাজা মনোহরা।
কচুরি বাদামতক্তি জনায়ে রঙ্করা ॥
রসগোল্লা রসবড়া রসে রসে নড়ে।
থাকুক ভক্ষণ যাহা দেখে লাল পড়ে ॥

ক্ষীরপুলি মনোহরা বর্দ্ধমেনে ওলা।
যার নাম উত্থাপনে নেচে ওঠে নোলা॥
দিল্লি হৈতে দিল্লিলাড়ু আনিলেন যত।
বৃত্তান্ত তাহার বলা নহে মনোগত॥
কখন গ্রহণ নাহি করি আস্বাদন।
সকলের মুখে মাত্র করেছি শ্রবণ॥
উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনে নানা সফরিয়া।
দিলেন কতক গুলি মেয়া কাবেলিয়া॥
বাদাম বেদানা পেস্তা আক্রোট মক্কা।
ছোয়ারা আঙ্গুর পেস্তা খোবানি মনেক্কা॥
পর্ব্বত কন্দর পথ কত দেশ ভ্রমে।
আনেন বিবিধ ফল বহু পরিশ্রমে॥
পেয়ারা দাড়িম্ব আতা সসা নারিকেল।
খর্জ্জুর গোলাপজাম লেবু কুল বেল॥
তরমুজ খরমুজ নোনা পেঁপে তাল।
বাতাবি গোলাপজাম কাঁকুড় কাঁঠাল॥
কত দ্রব্য আনে তাহা নাহি যায় বলা।
কাঁটালী কানাইবাঁশী কাবেলিয়া কলা॥
চাঁপাকলা পাকা আম সুমধুর রস।
আমলকী হরিতকী ফুটি আনারস॥
অলঙ্কার তার আর কব কি কথন।
জহরত যুক্ত স্বর্ণ জড়াও গঠন॥

বানারসী বম্বাশাড়ী পরনে বসন।
ঢাকাই বিলাতী সাড়ি যার যেই মন॥
চুঞ্চুরি টের্‌চি ডেম রেলওয়ে ডুরে।
অদৃশ্য থাকেনা কিছু গঞ্জো শান্তিপুরে॥
গোলেলা গোধড় গৌন পিন্দুগুল্‌বাহার।
জরদ সবুজ নীল বাহার বাহার॥
আহ্লাদে আম্মানতারা আনে নিদামান।
পরিধান যাহামাত্র শক্ত ফিরে চান॥
রেশমি পশমি বস্ত্র ভাল ছিল যত।
কোথা হতে কেবা আনে কহিব তা কত॥
মনোসাধে দেন সাধ ভূপতি তখন।
পাত্র মিত্র আদি করি যত প্রজাগণ॥
যে যেমন সে তেমন যোগান সম্মান।
যে দিন সে দিন ন্যান পাথখোলা প্রাণ॥
প্রবীণা গৃহিণী আসি আশীর্বাদ করি।
বলে মা পেটের বাছা বালাই নে মরি॥
যেমি মন তেমি ধন পুত্রবতী হবে।
তোমার ফলিলে ফল আনন্দিত সবে॥
বিদায় হইয়া তারা বলেন সবাই।
ভাল থাক ভেবনাকো যাইগো মা যাই॥

তরঙ্গিণীর জন্ম ।

পয়ার ।

কথায় কথায় নয় মাসগত হয় ।
দশম মাসের দশ দিন পূর্ণ হয় ॥
মহারাণী চন্দ্রকলা হইলা প্রসব ।
ভূমিষ্ঠ হইল কন্যা সভা মহোৎসব ॥
অপরূপ হেন রূপ উপমা না হয় ।
প্রভায় করিল দীপ্তি দশদিক ময় ॥
উজ্জ্বল সূতিকাঘর রূপের আভায় ।
ভূমেতে হইল যেন চন্দ্রমা উদয় ॥
ধাইয়া ধরিল ধাত্রী ধরাপতি ধন ।
সন্তর্পণ করি করে নাড়ির ছেদন ॥
প্রসূতা হইয়া রাণী কুমারী নিরক্ষে ।
অনিমিষে মনসুখে দেখে দুই চক্ষে ॥
সংবাদ লইয়া দূত ত্বরিত আসিয়া ।
সমস্ত বৃত্তান্ত ভূপে কহে বিবরিয়া ॥
প্রণমিয়া করপুটে করে নিবেদন ।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ শুনহ রাজন ॥
প্রসবিলা কন্যা এক রাণী চন্দ্রকলা ।
কি কব রূপের কথা দ্বিতীয় চপলা ॥

সুসংবাদ শুনি রাজা হরষিত মন।
দূতেরে শিরপা দেন বহু রত্ন ধন॥
অন্তঃপুরে চলিলেন হয়ে উল্লাসিত।
সূতিকা ঘরের দ্বারে হন উপনীত॥
কন্যা হেরে নরেশ্বরে হরষিত মন।
নিরবধি নিরখেন বালিকা বদন॥
ভূপতি সন্তুষ্ট অতি তনয়া পাইয়া।
ভাসেন সুখের নীরে প্রফুল্ল হইয়া॥
উথলিল স্নেহসিন্ধু নয়ন যুগলে।
বদন ভাসিয়া যায় অশ্রুধারা জলে॥
মহারাণী পুজেছিলা কালিকা চরণ।
সেই পুণ্যফলে এই কন্যারত্ন ধন।
এক্ষণে আমার এই হইতেছে মনে।
কন্যার বিবাহ দিব প্রতিজ্ঞা পূরণে॥

মহারাজা নির্ব্বাহের প্রতিজ্ঞা।

পয়ার।

নির্ব্বাহ ভূপতি অতি উল্লাসিত মনে।
সাক্ষী করি চন্দ্র সূর্য্য দিক্‌পালগণে॥
কহেন পূর্ব্বেতে আমি করেছি শ্রবণ।
যেখানে সুরূপা কন্যা সেইখানে পণ॥

পণেতে এমত রীতি আছে পূর্ব্বাপর।
জাতিভেদ নাহি থাকে কাহার উপর॥
আমার তেমন পণে নাহি প্রয়োজন।
সমুদয় স্থির রয় এই নিরূপণ॥
মনের মানস এই কহিলাম সার।
ধনবান কুলশীল সত্ত ব্যবহার॥
আচার বিচার রূপ গুণ অতিশয়।
সত্যধর্ম্ম পরায়ণ ধরাপতি হয়॥
ধনেশ হইতে ধনে হইবেক অতি।
মানেতে বিখ্যাত হবে যেন কুরুপতি॥
কলঙ্ক বর্জ্জিত কুল সত্য আচরণ।
রূপের তুলনা তুল্য দ্বিতীয় মদন॥
বয়ঃক্রম অল্প হবে রাজার কুমার।
তবে তারে দিব কন্যা প্রতিজ্ঞা আমার॥
এই মত অঙ্গীকার করি নরবর।
বাহিরে আসিয়া বার দিলেন তৎপর॥
বাল বৃদ্ধ আদি করি যত প্রজাগণ।
দেখিতে রাজার কন্যা সকলে গমন॥
বাদ্যকর বাদ্য করে যত্ন করি করে।
নৃত্যকিরা চারিদিগ বেড়ি নৃত্য করে॥
মৃদঙ্গ মোচঙ্গ ঢাক ঢোল বীণা কাঁশী।
শেতার তম্বুরা তাসা সপ্তসরা বাঁশী॥

জগঝম্প আর ডম্প খোল করতাল।
বেহালা সারঙ্গ বাজে মধুর রসাল॥
তুরি ভেরি জোড়াঘাই বাজে রামকাড়া।
নূপুর ঝাঝর আর মাদল নাগাড়া॥
পায়েতে ঘুঙ্গুর কেহ বস্ত্র বাঁধি ভালে;
ফিরিয়া ঘুরিয়া সব নাচে তালে তালে॥
রামাত বৈষ্ণব কত বৃন্দাবন বাসী।
অবধূত এল যত মাখি ভস্মরাশি॥
দণ্ডেদণ্ড কমণ্ডল লয়ে স্বীয় করে।
আসিয়াছে ভাট কত সংখ্যা কেবা করে॥
হিজিড়া আসিয়া নাচে করতালি দিয়া।
খুখির মা কোথা বলে বেড়ায় ঘুরিয়া॥
কাঁনা খোড়া কুজো খাদা অতুব বধির;
গোদা বোবা গলগণ্ডে কুকুণ্ডে ফকির॥
ধাড়িঙ্গাড়ি চিত্তাবাড়ি লয়ে এলো উড়ে।
শুয়ারের পাল যেন চলে পথ জুড়ে॥
অদৈন্য করিয়া ধন দেন সুধাকারে।
সোনা চুনি হিরে পায়া যাহা ইচ্ছা যারে॥
বসন ভূষণ রত্ন রথ হাতি ঘোড়া।
কাসমারি জামেয়ার সাল যোড়া যোড়া।
সকলে লইয়া ধন যান কুতূহলে।
উচ্চৈঃস্বরে বলে কন্যা থাকুক কুশলে॥

দরিদ্রের মনো আশা বৈতরণী নদী।
অর্দ্ধপথে গিয়া ভাবে ফিরে যাই যদি ॥
আবার আনিব ধন নাহিক সংশয়।
কিন্তু যাহা আনিয়াছি রক্ষক কে রয় ॥
প্রধান দরিদ্র বলে তাই বটে ভাই।
আমি এর সদযুক্তি মনে ঠাওরাই ॥
এই মত বলি সবে যান নিজালয়।
ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা শুন পরিচয় ॥

তরঙ্গিণীর ষষ্ঠীপূজা।

পয়ার।

ছদিনে বেটেরাপূজা আছে পূর্ব্বাপর।
অর্চ্চনা করিতে হয় ষষ্ঠী মাকে ওর ॥
রাজ্যবাসী সকলের আনন্দ অপার।
করিলেন পূর্ব্বাপর আছে যে ব্যভার ॥
পূজা কৈল পুরোহিত ষোড়শোপচারে।
বসন ভূষণ আদি নানা উপহারে ॥
নিদ্রা ত্যজে গৃহমাঝে জাগ্রত থাকেন।
পত্র আর মস্যাধার লেখনী রাখেন ॥
আছে যে বিধান বিধি এই বেদে শ্রুত।
আবির্ভূত হন বিধি এই বিধানত ॥

লেখেন ললাটে যাহা সূতিকাবাসরে।
সাধ্য তাঁর নহে তার বিভিন্নতা করে॥
ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা হয় সমাপন।
সপ্তম দিবস অন্তে শুন বিবরণ।

তরঙ্গিণীর আটকৌড়ে।

পয়ার।

অষ্টাহেতে রীতিমতে আছে যে সবার।
আটদিনে আটভাজা করেন ব্যভার॥
চাল বুট তিল মুগ বরবটি ভাজা।
মনোহরা মণ্ডা মুণ্ডি বাপি গজা খাজা॥
কাহন কাহন কৌড়ি কতেক আনিল।
কোঁচড় পুরিয়া সব বালকেরে দিল॥
ছুটাছুটি জড়াজড়ি করে যত ছেলে।
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কালীচন্দ্র কেলে॥
সিদ্ধে ষষ্ঠে পঞ্চা গৌরে হারা তারা লালা।
কার্ত্তিকে ঈশ্বরে যেদো ভাগবৎ কালা॥
সীতারাম তারারাম অভিরাম শ্যাম।
হরেকৃষ্ণ তারাকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ রাম॥
পাকাচুলে এক ছেলে আসি তৎকালে।
সিং ভেঙ্গে ঢুকলো বুড়ো বাছুরের পালে॥

ছেলেরা আনন্দ করে নাচে এঁকে বেঁকে।
আঁতুড় হইতে রাণী উঁকি দিয়া দেখে॥
নয়দিনে বালিকারে করাইল স্নান।
বিংশতি নবম দিন ক্রমে অবসান॥
সম্পূর্ণ হইল এক মাস উপনীত।
করেন ষষ্ঠীর পূজা যেমন বিহিত॥
মৃণ্ময় বেদির পরে ঘটের স্থাপন;
বটশাখা তদুপরি করি আচ্ছাদন॥
চারিদিকে আলিপনা দিলেন অমনি।
মঙ্গল আচার করে যতেক রমণী॥
ষোড়শোপচারে পূজা অন্তেতে পূজক।
করেন ষষ্ঠীর স্তুতি বিনয় পুর্ব্বক।
নির্ব্বিঘ্নে সকল কর্ম্ম করি সমাপন।
সহস্র সহস্র পরে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
বারদিয়া বসিলেন রাজা রাজ্যেশ্বর।
নহবৎ বাজে বালাখানার উপর॥
আগমন বিভাবরী দিবা অবসান।
এমন সময় সভা হতেছে নির্ম্মাণ॥
স্থানে স্থানে চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি।
জ্ঞান হয় রজনীতে দীপ্ত দিনমণি॥
কবিতা কীর্ত্তন গান শত শত ঠাঁই।
খ্যামটা পাঁচালী চপ হাপ্ আকড়াই॥

জ্ঞাতি বন্ধু আদি যত অমাত্য রাজার।
গুণিজন করে সব গুণের বিচার॥
দরিদ্রে বিলান ধন যেবা যত চান।
এইরূপে হয় সম্মান অবসান॥

তরঙ্গিণীর অন্নপ্রাশন।

পয়ার।

অষ্টম মাসেতে দেন ওদন প্রাশন।
আছে যে প্রকার বিধি বেদের বচন॥
মনোনীত করি নারী সাজাইল বালা।
সর্ব্ব অঙ্গে আভরণ করে স্বর্ণ মালা॥
অলকা তিলকা দেন নয়নে অঞ্জন।
পরিধান মনোমত অপূর্ব্ব বসন॥
জন্মপত্রিকা দৈবজ্ঞ গ্রহবিপ্র আসি।
রাশিচক্রে গণনায় হয় তুলারাশি॥
দেবগণ বিপ্রবর্ণ জন্ম শুক্রবারে।
তরঙ্গিণী হৈল নাম লগ্ন অনুসারে॥
ওদন বদনে দেন করি মন্ত্রপূতা।
রূপেতে করিল আলো ভূপতির সুতা॥
বাল্যকালে বাল্যখেলা বালিকার সনে।
আধ আধ কথা কন শ্রীচন্দ্র বদনে॥

অমৃত সদৃশ ভাষা সরে চন্দ্রাননে।
হাসা টানে রাজা রাণী সন্তুষ্ট দুজনে॥
বয়ঃক্রম অতিক্রম ক্রমে ক্রমে হয়।
হৃদয়ে কমলকলা হইল উদয়॥
ত্রয়োদশবর্ষ প্রায় তরঙ্গিণী হন।
রাণীপ্রতি নরপতি সম্ভাষণে কন॥
যুবতী হইল কন্যা দেখি লজ্জা হয়।
এক স্থানে থাকা আর উপযুক্ত নয়॥
সে বৃহন্দ পূর্ব্ব অংশে যে মহল ছিল।
তরঙ্গিণী লয়ে সেই মহলে রাখিল॥
অন্তঃপুর অন্তর্গত ছিল যে আবাস।
সেই বাসে তরঙ্গিণী করিলেন বাস॥
সহচরী দেন চারি সমান বয়েস।
তাহাদের রূপ গুণ কি কব বিশেষ॥
ষোড়শ বয়সী সব প্রথম যৌবনী।
কমলিনী চন্দ্রমুখী সুধাংশুবদনী॥
চতুরা নয়নতারা চতুর্থ সঙ্গিনী।
দেখিতে রূপসী যেন কামের কামিনী॥
নৃত্য গানে সুনিপুণা তুল্য চারিজন।
কমী বেশী নহে যেন নিক্তির ওজন॥
বীণাযন্ত্রে বেণু স্বরে যদি করে গান।
ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ মূর্ত্তিমান॥

সখীগণে নৃত্য গানে নবীনে প্রবীণ।
দৈবে সেই স্থানে রাণী যান এক দিন॥
রাণীকে দেখিয়া সবে হরষিত মন।
প্রণাম করিয়া দেন বসিতে আসন॥
তরঙ্গিণী হেরি রাণী হইলা বিস্ময়।
জামাতা ব্যতীত আর শোভা নাহি হয়॥
যৌবনে যুবতী যদি পতি নাহি পায়।
জীবন সংশয় তার মদন জ্বালায়॥
সে জ্বালা বিষম জ্বালা না হয় নির্বাণ।
যেমন ভীষ্মের বাণ অব্যর্থ সন্ধান॥
এ সব ভাবনা কত ভাবি মনে মনে।
বারম্বার নিরখেন কন্যা চন্দ্রাননে॥
ক্ষণেক বিলম্বে রাণী করিয়া গমন।
রাজার নিকটে আসি কন বিবরণ।

রাজারপ্রতি মহারাণীর তরঙ্গিণীর বিবাহের কথা প্রস্তাব

পয়ার।

কন্যার মহল হতে আসি রাণী কন।
মহারাজ স্থির হয়ে করুন শ্রবণ॥
যুবতী হয়েছে কন্যা প্রতিজ্ঞার দায়।
তরঙ্গিণী মুখপানে চাওয়া নাহি যায়।

পূর্ব্বাপর শুনা আছে দেবতা কি নর।
বিবাহে প্রতিজ্ঞা কিম্বা হয় স্বয়ম্বর॥
সেই স্থলে অত্রযোগ নাহিক সংশয়।
তোমার পণেতে রাজা না জানি কি হয়॥
আইবড় যুবা কন্যা যার ঘরে থাকে।
তাহার সংপূর্ণ ভোগ ভোগয়ে তাহাকে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব আছে দীপ্যমান।
অবশেষে রক্ষা হওয়া সুকঠিন মান॥
বাণরাজ কন্যা উষা আইবড় ছিল।
তাহার কারণে কত প্রমাদ ঘটিল॥
অনিরুদ্ধ আসি উষা করিল হরণ।
ক্রোধে বাণ তার জান বধিতে জীবন॥
দূতমুখে সেই সব শুনি বিবরণ।
নির্ব্বাণ করণ মন দেব নারায়ণ॥
চক্র ধরি চক্রধারী ক্রোধে হুতাশন।
অবিলম্বে উপনীত বাণের ভবন॥
পড়িয়া সঙ্কটে বাণ ডাকেন শঙ্করে।
পরিত্রাণ পান বাণ শঙ্করের তরে॥
আর এক নিবেদন করি সন্নিধানে।
শ্রবণ করুন ভূপ অতি সাবধানে॥
মহামান্য মহারাজ কুরু অধিপতি।
দুহিতার জন্য তাঁর হলো কি দুর্গতি॥

আইবড় কালে হলো যৌবন উদয়।
কুরুকন্যা লক্ষ্মণার ব্যাপ্ত বিস্ময় ॥
বাল্যকালে বিভা নাহি দিল দুর্য্যোধন।
সভামধ্যে শাম্ব তারে করিল হরণ ॥
জাম্ববতী প্রতি বিধি হয়েছিল বাম।
তবে যে পাইল প্রাণ ভাগ্যে ছিল রাম ॥
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পুরাণের সার।
আছয়ে প্রত্যক্ষ তাহে প্রমাণ ইহার ॥
দমঘোষ পুত্র শিশুপাল মহাশয়।
জাতে জাতে গেছেছিল বিবাহ আশয় ॥
তার গর্ব্ব হলো খর্ব্ব জানে সর্ব্বজন।
রুক্মিণী হরেন হরি জ্ঞাত ত্রিভুবন ॥
শিশুর মতন শিশু জান কেঁদে কেঁদে।
হরিষে বিষাদ হলো হাতে সুতা বেঁধে ॥
আপনি ওজন কভু ভাবেনাকো মনে।
সের হয়ে হতে চায় সমতুল্য মনে ॥
বামন হইয়া চাঁদ করে আকর্ষণ।
সমুদ্র সাঁতারে পার দরিদ্রের মন ॥
তার ভাগ্যে যাহা ছিল হয়ে গেল শেষ।
দুঃখিত হইয়া পরে চলিলেন দেশ ॥
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী যে বৈকুণ্ঠে কমলা।
যে দুর্গতি তাঁর হলো নাহি যায় বলা ॥

আইবড় বড়কন্যা ভয়ানক অতি।
পশ্চাৎ ভুগিতে হয় কলঙ্ক সংহতি॥
মহারাজ পুনঃ এক করি নিবেদন।
সুভদ্রার বিবাহের অপূর্ব্ব কথন॥
এক সতী দুই পতি একি অলক্ষণ।
দুর্য্যোধনে সম্প্রদানে বলায়ের মন॥
অর্জ্জুনে প্রদানে ইচ্ছা দেব নারায়ণ।
শাঁখের করাত হৈল ভদ্রার যেমন॥
দুই ভায়ে দুই পতি করিলেন স্থির।
ভেবে ভেবে অঙ্গ কালি হইল ভগ্নীর॥
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা যাহা অন্যথা কে করে।
আপনি যাচক ভদ্র অর্জ্জুন উপরে॥
কৃষ্ণের কিরীটী প্রতি মন ছিল অতি।
নৈলে কি অর্জ্জুন রথে সুভদ্রা সারথী॥
যুবতী যৌবনকালে উনমত্ত প্রায়।
বিনা কান্ত নহে শান্ত আইবড় তায়॥
বাল্যকালে বিয়ে হলে কুচিন্ত সকলি।
তা হলে কি ভদ্রা লয়ে হতো দলাদলি॥
আইবড় যুবা মেয়ে থাকে যদি ঘরে।
থাকুক মনুষ্য দূরে দেবে ইচ্ছা করে॥

পুনর্ব্বার চন্দ্রকলা কহেন বচন।
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা শুনহ রাজন॥
হংসমুখে দময়ন্তী নল বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত আগে করেছে শ্রবণ॥
দেখায়েছে নিদ্রারূপী দুতে পরস্পর।
সংস্থাপনে নয়নের করি অগোচর॥
তখনি যৌবন মন সঁপিয়াছি নলে।
লোকাচার জন্য যাওয়া স্বয়ম্বরস্থলে॥
মানসে যাহারে পতি করে সম্বোধন।
সে জন হইল পতি বেদের বচন॥
দময়ন্তী অন্তরেতে পায়ে অতি ভয়।
ভাবে হরি দয়াময় কোথা এ সময়॥
স্থানভ্রষ্ট মনে কষ্ট ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
কেমনে সভায় যাব নাহি দেখে নয়॥
যদুপতি ভাবি সতী চিন্তা করি মনে।
স্বয়ম্বর স্থানে যান বিষণ্ণবদনে॥
সভা মধ্যে রাজবালা করি মালা করে।
নলরাজে চারিদিকে অন্বেষণ করে॥
সহস্রলোচন শশী বরুণ শমন।
হয়েছেন নলরূপ এই চারি জন॥
তাহার নিকটে বসি চিন্তাযুক্ত নল।
আশাতরু দহ্যানলে বিচ্ছেদ প্রবল॥

অবশেষ রাজকন্যা করে নিরীক্ষণ।
এক স্থানে পাঁচ নল হয় দরশন॥
দময়ন্তী মালা দেন নল গলদেশে।
অভিমানে দেবগণে চলিলেন দেশে॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে মন ভাগ্যে যেই ছিল।
সেই পুণ্যফলে তার সতীত্ব রহিল॥
সতীধর্ম্ম নষ্ট করে ইচ্ছা দেবতার।
সুরূপা রমণী প্রতি মনন সবার॥
সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি তায়।
অবশ্য ভাবিতে হয় কন্যাভার দায়॥
কন্যা হলে দিবা নিশি আভার ভাবনা।
কেবল করিতে হয় পরি উপাসনা॥
অবশেষ বাকী আর কিছু নাহি রয়।
কন্যাজনা জামাতার পায়ে ধরে হয়।
যাহা হয় মহাশয় ভাবহ নিশ্চয়।
আইবড় মেয়ে যার সদা তার ভয়॥
ভোজন শয়ন ত্যজি হন ম্রিয়মান।
উত্তম মধ্যমাধম সকলে সমান॥
করুন কন্যার অগ্রে বিবাহ উদ্যোগ।
বিলম্ব হইলে পরে হবে অনুযোগ॥
তোমার পণেতে রাজা মনে ভয় হয়।
স্বয়ম্বরা প্রতিজ্ঞায় বিষম সংশয়॥

প্রতিজ্ঞা পণেতে কোথা কার সুখোদয়।
কন্যা লয়ে পণ যথা সেই খানে জয়॥

মহারাজ নির্ব্বাহের রাণীর প্রতি উক্তি।

পয়ার।

রাজা কন মহারাণী শুন সাবধানে।
প্রতিজ্ঞা পণেতে হিত যার সেই খানে॥
পণেতে ব্যাপিত অতি হয় মহীতলে।
ভারতের নরবর আইসে সকলে॥
যুগে যুগে বিবাহের দেখ নিদর্শন।
ত্রেতাযুগে মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ পণ॥
পণেতে পবিত্র হলো জনক ভবন।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র করেন গমন॥
আপনে আপনি নাহি জানেন জনক।
জগত জননী যিনি তাঁহার জনক॥
পতিত পাবন পূর্ণ কৈলা মনস্কাম।
কমলা হইলা কন্যা জামাতা শ্রীরাম॥
দ্বাপরে দ্রৌপদী যিনি দ্রুপদের সুতা।
যজ্ঞেতে উৎপত্তি সতী লক্ষ্মী অংশযুতা॥
লক্ষ্যভেদী পণ রাজা করেন আপনি।
লক্ষ করি সেই লক্ষ বিন্ধেন ফাল্গুনি॥

যার যুদ্ধে পরাভব হন মৃত্যুঞ্জয়।
অবনী বিখ্যাত সর্ব্বসাচি ধনঞ্জয়॥
কিন্তু সব সে কেশব কৃপা ভিন্ন নয়।
নতুবা ভীষ্মের নাশে হতে হতো লয়॥
পাণ্ডব গমন তথা পণের কারণ।
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব ছাড়া নহে কদাচন॥
ভাগ্যে পণ করেছিল দ্রুপদ রাজন।
ভাগ্য পুণ্যফলে পেলে শ্রীমধুসূদন॥
পণে প্রাপ্য পূর্ণব্রহ্ম পরকালে ত্রাণ।
অহিকেতে কত সুখ বৃদ্ধি হয় মান॥
রাণী কন রাজা সেতো কলিকালে নয়।
কালের গতিকে এ যে দেখে ভয় হয়॥
রাজা কন কেন প্রিয়ে মনে ভাব মন্দ।
জনম মরণ বিভা ধাতার নির্ব্বন্ধ॥
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা বেদাগমে কয়।
গর্ব্বের সঞ্চার হলে স্থলে দুঃখ হয়॥
ভূমিষ্ঠ না হতে আগে সৃষ্ট আহার।
যার কর্ম্ম সেই করে আর সাধ্য কার॥
প্রজাপতি করেছেন বিবাহের স্থির।
তোমার আমার ভাবা সকলি অস্থির॥
অতএব মহারাণী থাকহ নিশ্চিন্তে।
চিত্তস্থির করি কর চিন্তামণি চিন্তে॥

যাহারে করিলে চিন্তা চিন্তা যায় দূর।
নির্ব্বিঘ্নে করেন বাস চিন্তামণিপুর॥
প্রবোধ বাক্যেতে কত বুঝান রাণীরে।
ভূপতি মগনা অতি চিন্তা সিন্ধুনীরে॥
মহারাণী অন্তঃপুরে করেন গমন।
মহারাজ উৎকণ্ঠিত স্থির নহে মন॥

মহারাজের তরঙ্গিণীর বিবাহের পত্রলেখনে
অনুমতি

লঘু-ত্রিপদী।

হইলা বাহির, নৃপতি সুধীর,
নির্ব্বাহ দেশাধিপতি।
পাত্র মিত্রগণে, সভাসদ জনে,
সকলেতে করে নতি॥
ভূপতি তখন, কহেন বচন,
দৃষ্টি করি করিবরে।
দিয়া নিবেদন, এই বিবরণ,
সবিশেষ সর্ব্বত্তরে॥
লেখহ পত্রিকা, আমার পুত্রিকা,
তরঙ্গিণী গুণবতী।

কহিব কি আর, উপমা তাহার,
দৃশ্যতে দ্বিতীয় রতি ॥
তাহার বিবাহ, নৃপতি নির্ব্বাহ,
করিবেন সমাপন।
হইয়া সদয়, হইবে উদয়,
নির্ব্বাণের নিকেতন ॥
ধরণী উপর, যতেক ভূধর,
অবস্থিতি যে যেখানে।
সবার সদন, করহ প্রেরণ,
লিখি লিপি সেই স্থানে ॥
পুরোহিত উক্তি, সিদ্ধি এই যুক্তি,
প্রজাপতিরে স্মরিয়া।
বিলম্ব না কর, হইয়া তৎপর,
লেখ সব বিবরিয়া ॥
রূপ গুণলেশ, সকল বিশেষ,
আমার পণের কথা।
বয়ঃক্রম যত, নিরূপণ মত,
হয় যেন সব যথা ॥
সম্মত হইয়া, স্বস্থানে যাইয়া,
লিখিতে বসেন পাঁতি।
বিলম্ব না করে, যত কবিবরে,
অবিশ্রাম দিবা রাতি ॥

তরঙ্গিণীর বিবাহের প্রতিজ্ঞা পত্র।

পয়ার।

ক্ষত্রিকুলে উৎপত্তি নির্ব্বাহ রাজন।
চরাচর অগোচর নহে ত্রিভুবন॥
তাঁর এক কন্যা আছে নামে তরঙ্গিণী।
রূপের উপমা দিতে ছিল সৌদামিনী॥
স্থির নাই একঠাঁই সদা ফিরে ঘনে।
তুলনায় তুল্য নয় ইহার কারণে॥
ষোড়শবয়সী সেই ভূপতির কন্যা।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা রূপে গুণে ধন্যা॥
রাজকন্যা আছে সেই রাজার ভবনে।
বরিবে তাহারে যেই প্রতিজ্ঞা পূরণে॥
রূপ গুণ কুল শীল সর্ব্বোপরি হবে।
হলে ধর্ম্মপরায়ণ যোগ্য হবে তবে॥

তরঙ্গিণীর বিবাহের পত্র লইয়া ভাটের দেশ বিদেশ গমন

পয়ার।

পত্র লিখি ভট্টাচার্য্য শুনান রাজায়।
মনোনীত হৈল বলি দেন রাজা সায়॥

মন্ত্রিকে ডাকিয়ে রাজা কহেন সত্বর।
পাঠাইয়া দেও দূত দেশ দেশান্তর॥
বিলম্ব না কর কোন মতে কদাচিত।
ত্বরায় করহ সব পত্রিকা প্রেরিত॥
রাজ আজ্ঞা পায়ে তবে হইয়া তৎপর।
ভাটেরে আনিতে দূতে কন মন্ত্রিবর॥
দূতের মুখেতে বার্ত্তা পায়ে কালুভাট।
বেগেতে অমনি ধায় নাহি দেখে বাট॥
এক পায় আর চায় কালুভাট নাম।
উপনীত হন আসি রাজার মোকাম॥
মহারাজ জয় হোক্ ঘনস্বন বলে।
গগণের চন্দ্র যেন পান [illegible]তলে॥
একে ভাট তাহে পায় বিবাহের গন্ধ।
আম্রফল দৃষ্টে যেন হনুর আনন্দ॥
ভাটেরে ডাকিয়া মন্ত্রী কন সবিশেষ।
পত্রিকা লইয়া শীঘ্র যাহ সর্ব্বদেশ॥
দ্রাবিড় কলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ উতকল।
মগদ কিরীটা কোনা কাশ্মীর সিংহল॥
অবন্তি প্রয়াগ কাশী কাঞ্চী করনাট।
বছরা কালামবালি লেহার ছিলাট॥
ইন্দ্রপ্রস্থ হিঙ্গুলাট মেড়ে বৃন্দাবন।
কানড় কামিখ্যা কুম্পী সিন্ধু শ্রীপাটন॥

ত্রেজাপুর জয়পুর গয়া কৃষ্ণবাড় ।
নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ রাঢ় ॥
হস্তিনা দ্বারকা জম্বু জলেশ্বর ভ্রম ।
শ্রীহট্ট সন্দীপ কাম্পি বদরিকাশ্রম ॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ নন্দি মিথিলা আগরা ।
মণিকর্ণ ক্ষীরগ্রাম কটক নগরা ॥
যত যত রাজা ছিল ধরণী উপরে ।
লিপিদ্বারে সবাকারে আবাহন করে ॥
ভাটেরে বিদায় দেন নানা ধন দিয়া ।
অপর বৃত্তান্ত যত যতনে কহিয়া ॥
বারম্বার কন মন্ত্রী শুন অতঃপর ।
বিলম্ব না কর কালু হও তৎপর ॥
রাজকর্ম্মে যদিস্যাৎ দেরি কর তবে ।
অবশ্য আমার ঠাঞি দণ্ডনীয় হবে ॥
মন্ত্রিকে কহেন কালু তুলি দুই হাত ।
চলে বলে অঙ্গ দেখ হয়েগেছে পাত ॥
মুখ বুক দৌড় ধাপ সেই ভাটকর্ম্মা ।
ধীরে চলে মৃদু বলে ভাটের অকর্ম্মা ॥
কালু যায় বেগে তায় দুই হাত নড়ে ।
শঙ্খচীল মহাতেজে যায় যেন ঝড়ে ॥

তরঙ্গিণীর মনের উৎকণ্ঠা ও সখীগণের ভ্রম।

পয়ার।

রাজার নন্দিনী চারি সহচরী সনে।
নৃত্য গানে নিত্য মগ্ন আপন ভবনে॥
বালিকা সময় বালা যেই ভাবে রয়।
সময় হইলে তার অন্য মন হয়॥
এক দিন তরঙ্গিণী বিরলে বসিয়া।
বিরসে আছেন মুখ বসনে ঢাকিয়া॥
হেনকালে কমলিনী হয়ে উপনীত।
চিন্তিত দেখিয়া মনে হইলা চিন্তিত॥
মৃদুস্বরে বলে তারে করিয়া যতন।
বিরস বদনে বসে আছ কি কারণ॥
নীরবে রহিল ধনী না কহিল ভাষা।
কমলিনী ভাবে হলো বৃথাই জিজ্ঞাসা॥
তথা হতে আসি দ্রুত সঙ্গিনীরে কয়।
শুনিয়া সে কথা সবে হইলা বিস্ময়॥
কমলিনী বলে ওলো চন্দ্রমুখী সখী।
সবাকার মধ্যে প্রিয় তোমায় নিরখি॥
তুমি গেলে তরঙ্গিণী কহিবে বচন।
জিজ্ঞাসিবে কি কারণে উচাটন মন॥

যবা হতে তোমারে সে বড় ভাল বাসে।
মনের মানস তুমি বুঝিবে আভাসে॥
কমলিনী কথা শুনি সখি চন্দ্রমুখী।
চলিলেন যেই স্থানে আছে চন্দ্রমুখী॥
তরঙ্গিণী সন্নিধানে প্রিয়সখি গিয়া।
মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসেন সম্মুখে বসিয়া॥
কি কারণে বিধুমুখী বিষণ্ণ বদন।
তোমার এ ভাব দেখি দুঃখে দহে মন॥
তারে দেখে মনদুখে কথা নাহি কয়।
অধোমুখে বিধুমুখী মৌনা হয়ে রয়॥
রাজকন্যা যেই জন্যা হারা বাহ্যজ্ঞান।
আপনা আপনি সবে কর অনুমান॥
সুহৃদ পরম বন্ধু যদি কার থাকে।
সে যদি বিপদে পড়ে বিধির বিপাকে॥
তারে হেরে তার মন দহে দুঃখানলে।
নিবারণ দূরে যেন আহুতি আনলে॥
সখি সনে রাজকন্যে না কহে কথন।
এক স্থানে বসে কিন্তু আছে দুই জন॥
সেইস্থলে উপনীতা সে নয়নতারা।
তারে দেখে মনোদুঃখে বহে অশ্রুধারা॥
একবার তার পানে ফিরায়ে নয়ন।
নখেতে মৃত্তিকা মাত্র করিল খনন॥

বিধুমুখী নম্রমুখ মুখ নাহি তোলে ।
সহচরী যত্ন করি তুলে নিজ কোলে ॥
প্রিয়ভাবে প্রিয়সখী যত কথা কয় ।
রসবতী আঁখি মুদি হেঁট মুখে রয় ॥
তথা হৈতে সহচরিগণে আসি ফিরে ।
প্রধানা সঙ্গিনী কাছে কহিলেন ধীরে ॥
সঙ্গিনীর প্রধানা যে সুধাংশুবদনী ।
তারে করে সুগোচর সকল তখনি ॥
বুঝিতে না পারি কিছু কোন অভিপ্রায় ।
প্রাণ সখী বল দেখি কি করি উপায় ॥
কোনমতে না কহিল কথা বিনোদিনী ।
মৌনাকারে আছে যেন ভুজঙ্গ মানিনী ॥
শুনিয়া সে কথা সেই সুধাংশুবদনী ।
উপনীতা হন যথা কুরঙ্গনয়নী ॥
ভয়ানক অকস্মাৎ হয় দরশন ।
অবাক হইয়া বলে কোরে একেমন ॥
হইয়াছে ভ্রম বুঝি জানিয়া অন্তরে ।
করিবারে নিরীক্ষণ যান নিরন্তরে ॥
মনোদুঃখে দুঃখী হয়ে আছে রসবতী ।
ফুকারে কাঁদিতে নারে খেদান্বিতা অতি ॥
নয়ন সলিল ভরে অঞ্জনে মিলিয়া ।
বহিয়া পড়েছে ধারা হৃদয় ভাসিয়া ॥

পুনঃ এক কথা আমি বলি সবাকারে।
পুষ্পোদ্যানে লয়ে চল কৌশলে উহারে॥
না থাকিবে চতুরতা ভেঙ্গে যাবে ভুর।
জিতেন্দ্রিয় গেলে তথা হয় দর্প চুর॥
এই মত সখী যত পরামর্শ করি।
রাজসুতা রহে যথা জান ত্বরাতরি॥
তরঙ্গিণী প্রতি কন চন্দ্রমুখী সখী।
পুষ্পোদ্যান মধ্যে কিবা আশ্চর্য্য নিরখি॥
এসেছে ময়ূর এক অতি মনোহর।
পুচ্ছেতে ঢাকিতে পারে প্রচণ্ড শিখর॥
রঙ্গে ভঙ্গে বিহঙ্গম কত নৃত্য করে।
দেখিলে সন্তোষ বড় হবে [illegible]হরে॥
তরঙ্গিণী শুনি কন সহচরী গণে।
যাইতে বাসনা হৈল কুসুম কাননে॥
সকলে একত্র হয়ে বিহঙ্গে ধরিব।
আপন মন্দিরে আনি যতনে রাখিব॥
অন্তঃপুর অন্তভাগে যেই পুষ্পবন।
সখি সহ রাজকন্যা করেন গমন॥

—:::—

তরঙ্গিণীর পুষ্পোদ্যানে যাত্রা।

পয়ার।

কুসুম কানন কিবা কব সবিশেষ।
সুরপুর মধ্যে যেন অমরের দেশ॥
নানাজাতি বৃক্ষে ফল ফলেছে প্রচুর।
শ্রীফল কমলা নিচু গুবাক খর্জ্জুর॥
আম্র তাল আমলকী আতা জামরুল।
গুস্তুক গোলাপজাম পাটনায়ে কুল॥
আনার আঙ্গুর কলা কামরাঙ্গা কুল।
কাঁঠাল পেয়ারা শেউ নকট বকুল॥
পুষ্প আছে কত জাতি কার সাধ্য কয়।
পারিজাত ফুটিয়াছে যেন ইন্দ্রালয়॥
সেঁউতি মল্লিকা জবা কিংশুক চম্পক।
শেফালিকা তরুলতা জুঁই কুন্দ বক॥
কামিনী কাঞ্চন কৃষ্ণকেলী নাগেশ্বর।
মালতী গোলাপ ঝাটি টগর উপর॥
ভুমিচাঁপা গন্ধরাজ যাতি যূথী বেল।
বিরহিণী পক্ষে বক্ষে যেন শক্তিশেল॥
সরোবরে বিকশিত কত শতদল।
নানাবিধ কোকনদ রক্ত উৎপল॥

মকরন্দ মধুপানে সদা মত্ত আছে।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায় ॥
ভ্রমর গুঞ্জরে কত হইয়া আকুল।
মধুপানে ঢলঢল যত অলিকুল ॥
পুষ্পবনে ঢাকিয়াছে রবির কিরণ।
সরে সব সমীরণ ভ্রমিছে পবন ॥
তেঁতুল পিয়াল শাল নারিকেল বাঁশ।
কত শত পশু পক্ষ তাহে করে বাস ॥
পাপিয়া পায়রা যত উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বৌকথাক পাখি কত ডালে বসে ডাকে ॥
পঞ্চস্বরে পিকবরে করে কুহুধ্বনি।
সে ধ্বনি শুনিলে ধৈর্য্য ধরে কোন্ ধনী ? ॥
হেন মনে সেই স্থানে প্রত্যক্ষ অনঙ্গ।
কৌপীন কসেন যোগী করি যোগভঙ্গ ॥
মন্দ মন্দ সদগন্ধ করে চলাচল।
চলাচলে তরঙ্গিণী হলেন অচল ॥
গমনে অশক্ত অঙ্গ হইলা অবশ।
আপনারে রহে ধনী আপনার বশ ॥
দাঁড়ায়ে রহেন যেন চিত্রের পুত্তলি।
সুধা আশে উড়ে বসে মুখপদ্মে অলি ॥
পঞ্চস্বর একেবারে হানে পঞ্চ শর।
তূণশূন্য হেরি শূন্য মদন কাঁফর ॥

সে শব্দে কে সরে সরে অন্তঃপুরে অতি।
কামানলে অঙ্গ জ্বলে ব্যাকুলা যুবতী ॥
হতেছে অসুখ মুখ দেখে জানা যায়।
লোমাঞ্চিত কলেবর অধর শুকায় ॥
আকুল হইয়া পড়ে মদনজ্বালায়।
বিলম্ব না সহে রতি রতির আশায় ॥
সখিরা সে ভাব ভঙ্গী বুঝিয়া সকলে।
রসবতী প্রতি কিছু জিজ্ঞাসে কৌশলে।
গমনে অশক্ত কেন হলে কি কারণে।
কণ্টক ফুটেছে ধনী কহেন চরণে ॥
সখী কয় সে কণ্টক ফুটিয়াছে পায়।
কণ্টকে কণ্টক ভিন্ন নিষ্কণ্টক দায় ॥
রমণীর মন পাওয়া অতি সুকঠিন।
অগাধসলিলে যেন মগ্ন থাকে মীন ॥
সজ্ঞাথ চতুরা তায় চাতুরি খেলিল।
কণ্টক ফুটেছে বলে সখীরে কহিল ॥
অতি বুদ্ধি সিদ্ধি নয় কয় নয়নতারা।
ধরিতে হইবে পায় যদি রন তারা ॥
মধ্যস্থ ব্যতীত দেখ কোন্ কর্ম্ম হয়।
মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে শেষ রক্ষা নয় ॥
বিবাহের মধ্যে দেখ মধ্যস্থ ঘটক।
পুরাণের স্থলে থাকে মধ্যস্থ ধারক ॥

ব্যাচা কেনা যেই খানে দালাল মধ্যস্থ।
উপসর্গ উপস্থিতে সে করে নিরস্ত॥
বিবাদের মধ্যে তত্র সালিশী প্রমাণ।
পিরীতি ঘটনা স্থলে কুটনী প্রধান॥
মধ্যবর্ত্তি হস্তে কর্ম্ম না হয় আটক।
যেন তেন প্রকারেতে করয়ে যোটক॥
মধ্যস্থ ছাড়িয়া যেই কর্ম্ম কর্ত্তে চায়।
তাহার আপদ কিছু ঘটে পায় পায়॥
তরঙ্গিণী কোন কথা নাহি আনে মুখে।
পড়িয়া লজ্জায় হস্তে মরে মনোদুঃখে॥
কমলিনী কন কথা চন্দ্রমুখী চেয়ে।
পলো কথা বুঝেনাকো কোন সে মেয়ে?॥
হেসে হেসে চন্দ্রমুখী কহিতেছে তারে।
সাপে হাঁচে বেদে ভিন্ন চিনিতে কে পারে॥
নারী হয়ে নারী জাতি নিন্দা করা নয়।
অযথার্থ কহি যদি তবেইতো ভয়॥
পুরুষের মন নারী অগ্রে করি চুরি।
গলায় বসান পরে পিছরির ছুরী॥
আপনার মন কভু নাহি দেন কারে।
নির্ব্বোধ পুরুষ মরে রমণীর তরে॥
নারীর অসাধ্য কিছু নাহি দেখি আর।
সাধ্যের অধিক আশা একি চমৎকার॥

যে যেমন তার মনে তেমনি বাজার।
কে বলে সরল নারী অন্ত পাওয়া ভার॥
সুমেরুর সমতুল্য জ্ঞান হয় তার।
প্রাণান্ত হইলে কথা না হয় প্রচার॥
অপবাদমাত্র আছে রমণীর পরে।
গুপ্তকথা যুধিষ্ঠির শাপে ব্যক্ত করে॥
সে সব কথার কথা শ্রুতযোগ্য নয়।
রমণীকে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিহীনে কয়॥
অন্যায়ের কথা সব কন অনায়াসে।
ভেবে দেখ গুপ্তকথা কে কোথা প্রকাশে॥
সহসা পুরিয়া সখী না কহে বচন।
অন্তঃপুর মধ্যে সবে করিলা গমন॥

তরঙ্গিণীর বিবাহের স্থান নির্ম্মাণ।

লঘু-ত্রিপদী।

ওখানেতে নরেশ্বর, ডাকি নিজ মন্ত্রীবর,
আজ্ঞা দেন কহিয়া সম্মত।
লিপি লয়ে গেছে দূত, আনিতে ভূপতিসুত,
সঙ্গে সঙ্গী আসিবেক কত॥
লক্ষ লক্ষ রাজাগণ, লয়ে সৈন্য অগণন,
রথ রথী সারথি অনেক।

সত্বরে সত্বর হও, জগণন লোক লও,
শিবিরাদি বানাও কতেক ॥
মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ যত, সাজাবে অপূর্ব্বমত,
কাঞ্চনে নির্ম্মিত কর ঘর।
স্থানে স্থানে মণি দিবে, যেই খানে যা সাজিবে,
হীরা চুণি অমূল্য প্রস্তর।
যদি কেহ দেখি দোষে, পড়িবে আমার রোষে,
কদাচিত না হবে মার্জ্জন ॥
কিছু হলে অঙ্গহীন, সবে হবে অঙ্গহীন,
পাঠাইব শমন ভবন ॥
রাজ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র, তখনি ধাইল পাত্র,
ত্বরান্বিত হইল অধিক।
পরিত্যাগ নিদ্রাহার, দিবা রাত্র অনিবার,
অবিশ্রাম কর্ম্মকে কর্ম্মিক ॥
অপূর্ব্ব আবাস সব, দেখিবারে অসম্ভব,
কত করে গণিতে দুষ্কর।
কত মণি কত স্থানে, আছে৷ কহর স্থানে স্থানে,
লজ্জা পান দেখিয়া ভাস্কর ॥
দৃষ্টিমাত্র হয় জ্ঞান, দেবের দুর্লভ স্থান,
বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মে পরাভব।
দ্বাপরযুগেতে যেন, রাজসূয় যজ্ঞে হেন,
যেই রূপ নির্ম্মাণে দানব ॥

প্রাচীর প্রস্তুত করে, প্রবাল মুকুতা পরে,
চন্দ্রকান্ত মণিতে রচিত।
কেমন সভার ভাব, কর দেখি অনুভাব,
সমভাব যেমন তড়িত॥
মধ্যে মধ্যে জলাশয়, চতুর্দিক জল ময়,
স্ফটিকে করেন আচ্ছাদন।
দৃষ্ট হয় অনুভব, সরোবর যেন সব,
নৈলে ভিন্ন অসাধ্য গমন॥
পুরী করি সুগঠন, মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ,
উপজিল মনে এক সন্ধ।
রাজার প্রতিজ্ঞা আছে, কিজানি যদ্যপি পাছে,
বিবাহেতে যদি হয় দ্বন্দ্ব॥
চৌদিগে বেষ্টন করি, করিলে গমন করি,
লঙ্ঘিবার সাধ্য নহে কার।
আচ্ছাদিত করে শর, দেখিবার ভয়ঙ্কর,
পবন প্রবিষ্ট করা ভার॥
মনে মনে চিন্তি চক্র, করিল এমন চক্র,
বিষ্ণুচক্র যেমত আকার।
চক্রী যদি হয়ে বক্র, স্বহস্তে ধরেন চক্র,
তথাচ অশক্ত যেতে দ্বার॥
সৃজিল এমন সন্ধি, না জানিলে রহে বন্দি,
ঐরিভাবে গেলে কোন জন।

জীবন সংশয় হয়, প্রাণে মাত্র বেঁচে রয়,
করে করে নিগূঢ়বন্ধন ॥

দেশদেশান্তরের রাজপুত্রদিগের আগমন।

পয়ার।

ভাট গিয়া সর্ব্বস্থানে দিল সমাচার।
শুনেমাত্র বাঞ্ছাচিত্ত রাজার কুমার॥
অশ্বপৃষ্ঠে গজোপরে কেহ শিবিকায়।
ক্রমাগত উপনীত রাজার সভায়॥
রথের উপর কেহ করে আরোহণ।
হৃদয়ে উল্লাস চিত্ত প্রসন্ন বদন॥
শিরপেঁচ কলকা শিরে শোভে মনোহর।
হীরার অঙ্গুরী করে দেখিতে সুন্দর॥
কর্ণেতে কুণ্ডল গলে মণিময় হার।
অরুণ কিরণ প্রভা অতি চমৎকার॥
কাহার পোষাক আঁটা কাবা পেণ্টুলন।
কোন জন পরিধান রেসমি বসন॥
মোড়া পড়া বাঙ্কা পাগ কাহার মাথায়।
কাহার পীরান পেঁদা ইষ্টকিন পায়॥
লেসের চাদর কার শোভিতেছে গায়।
কণ্ঠদেশে কণ্ঠহার গজমতি তায়॥

কেহবা মাথার চুল করেছে পেঞ্চুট।
কাহার লপেটা পায় কার পায়ে বুট ॥
কেহ বা এসেছে বেঁধে পঞ্চহাতিয়ার।
কনকাই টাটু পরে হইয়া সোয়ার ॥
ক্ষুদ্র চক্ষু গালখাদা এলো এক জন।
মাণিকের মালা গলে করিয়া ভূষণ ॥
এক চক্ষু অন্ধ তার এক মোসাহেব ॥
পরম মেজাজ যেন কেপ্টেন সাহেব।
কেবল গায়ের বল লম্ফঝাম্প অঙ্গ।
মনসায় ধুতা যেন পেয়ে ধুনা গন্ধ ॥
কানা খোঁড়া মন্দ নহে বলে মিথ্যা নয়।
যেমি রাজা তেমি মন্ত্রী মিলেছে উভয় ॥
সকলে দেখিয়া রাজা করেন আদর।
আবাহন করি লন সভার ভিতর ॥
অপরূপ শোভা সভা হইয়া বিস্ময়।
সবে কয় ইন্দ্রালয় এর তুল্য নয় ॥
পশ্চিমাংশে পূর্ব্বমুখে বসেছে ব্রাহ্মণ।
উত্তর দিগেতে বসে যত রাজাগণ ॥
পূর্ব্বদিগে পাত্রমিত্র সব কর্ম্মচারী।
দক্ষিণ অংশেতে প্রজা বৈসে সারি সারি ॥
বসেছেন নৃপবর অমাত্য সহিত।
হেনকালে রামরুদ্র রাজপুরোহিত ॥

ধর্ম্মশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র নাহি যার মূল।
তর্কে তর্কে করে তর্ক যেমন বাতুল॥
ন্যায় মতে ন্যায় কথা নহে নিরারণ॥
পুরোহিতে ডাক দিয়া কহেন রাজন॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা জানহ আপনে।
পরিচয় লহ সব রাজপুত্রগণে॥
পুরোহিত পরে পরে পরিচয় লন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাহি পান এক জন॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যদি কেহ হয়।
ধর্ম্মেতে বর্জ্জিত সেই অধার্ম্মিক নয়॥
খুঁজে নিলে ধর্ম্মশীলে যদি পাওয়া যায়।
ডুবুরি নামালে পেটে কটা মেলা দায়॥
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত মেলা সুকঠিন।
অনায়াসে পাওয়া যায় অগুণে প্রবীণ॥
পরিচয় লয়ে ক্রমে ভ্রমিয়া বেড়ান।
গন্না খাঁদা যেই দিগে সে দিগে না যান॥
পুরোহিত প্রতিজ্ঞার জ্ঞাত সমাধান।
খাঁদার নিকটে যাওয়া না যাওয়া সমান।
অনুমানে গন্নাখাঁদা বুঝি সে আসয়।
বলে কেন এ দিগে না এলে মহাশয়॥
গুণগ্রাহী গুণী আমি দৃষ্টেতে মদন।
আমার নিকটে নাহি হলো আগমন॥

পুরোহিত কন তুমি বড় রূপে গুণে।
অধিক সন্তুষ্ট বাপু খোনা কথা শুনে॥
এ কথায় খোনা রাজা মানহীন হয়।
বিষশূন্য সর্প যেন গর্জ্জে অতিশয়॥
তিলেক সে স্থানে আর কভু নাহি রন।
অবিলম্বে তথা হতে করেন গমন॥
রাজপুত্র যাতায়াত করিতেছে যত।
সনস্থ না হন নৃপ মনোনীত মত॥
এ প্রকার যোগাযোগে কত দিন হত।
রাজকন্যা বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ গত॥
সুরঙ্গ রাজ্যেরি রাজা বিক্রম কেশরী।
সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই বিক্রমে কেশরী॥
ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠ।
তার কাছে নাহি আছে এ ভারতে শ্রেষ্ঠ॥
এক পুত্র ভূপতির নামেতে প্রমথ।
উপমার যোগ্য যার না হয় মন্মথ॥
গুণিজনে তাঁরে গণে গুণে অগ্রগণ্য।
শঠতা বর্জ্জিত সত্ত সবে বলে ধন্য॥
কুসুম কাননে যান দিবা অবসানে।
হেনকালে উপনীত ভাট সেই স্থানে॥
পত্র দিয়া ভট্টরাজ কহিল বৃত্তান্ত।
শুনিয়া বাসনা তার দেখিতে নিতান্ত॥

বিরলে ভাটেরে লয়ে জিজ্ঞাসি তখন।
তরঙ্গিণী রূপ গুণ করিল শ্রবণ॥
শ্রুতমাত্র তার মন উদাস্য হইল।
পিতা মাতা কাহাকেও নাহি জানাইল॥
গজশালা গমনেতে হয়ে তৎপর।
বাছিয়া লইল এক শ্বেত করিবর॥
তার পৃষ্ঠে আরোহণ হইয়া সত্বর।
একেলা চলিলমাত্র নির্ভয় অন্তর॥
শ্বেতাঙ্গ শরীর মনোহর গজপতি।
ভগদত্ত হস্তী মত গমনেতে গতি॥
যেমতি যোজন অন্তে পদ এঁর পড়ে।
গমনে গজেন্দ্রবর ত্রিভুবন নড়ে॥
চারি ক্রোশ অন্তে পদ নিক্ষেপ যাহার।
দিবা রাত্রে কত পথ গমন তাহার॥
সেই মত অনবরত সপ্তাহ চলিল।
কেবল একেলা সঙ্গে কাহাকে না নিল॥
গজেন্দ্রগমনে স্থির নহে বসুমতী।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন যান শচীপতি॥
নির্ব্বাহ রাজার রাজ্যে উত্তরিয়া পরে।
দেখে কত রাজপুত্র ফিরে যায় ঘরে॥
তাহা হেরি রাজপুত্র হইয়া নৈরাশ।
বিবাহ হয়েছে ভাবি ছাড়িল নিশ্বাস॥

মনোদুখে দুঃখী হয়ে বিলাপিয়া কয়।
ভুসার নাহিক হলো নৈরাশ আশয়॥
সর্ব্বক্ষণ হয় মন অতি উৎকণ্ঠিত।
হেনকালে সেই খোঁনা আসি উপনীত॥
বিনয়েতে জিজ্ঞাসেন প্রমথ তাহায়।
কোথা হতে আগমন গমন কোথায়॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয়।
বিস্তারিয়া বিবরিয়া কহ মহাশয়॥
খোঁনা কহে মহাশয় শুন পরিচয়।
মণিপুরে মনোহর রাজা যারে কয়॥
সর্ব্বত্র বিজয়ী আমি তাঁহার নন্দন।
মনোহর নাম ধরি বিখ্যাত ভুবন॥
গমন হইয়াছিল নির্ব্বাহ আলয়।
তরঙ্গিণী কন্যা তার বিবাহ আশয়॥
যাতায়াত শ্রম মাত্র ভাবে বোঝা যায়।
বিবাহ না হবে তার প্রতিজ্ঞার দায়॥
খোঁনার অন্তরে আছে পূর্ব্বকার রাগ।
মনে ভাবে এর কাছে করিব বিরাগ॥
খোঁনা কন ভূপতির একান্ত মনন।
আমারে আপন কন্যা করে সমর্পণ॥
কিন্তু কুলাচার্য্য মুখে শুনি তার কুল।
অবাক্ হয়েছি তায় ভাবিয়া আকুল॥

মনোরমা কন্যা জন্য হব জীবান্তর ।
এই জন্য ফিরে যাই আপনার ঘর ।।
প্রমথ কহেন কোথা পেলে উপদেশ ।
বুদ্ধিমান হয়ে কর রমণীর দ্বেষ ।।
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি সাধুর কথন ।
রমণী পরেশ তুল্য অবিধি বর্জ্জন ।।
যদ্যপি পরম রত্ন মন্দ স্থানে রয় ।
সে রত্ন গ্রহণ বিধি বিধানেতে কয় ।।
পঙ্কেতে উৎপত্তি পদ্ম বাঞ্ছে ত্রিভুবন ।
প্রশংসায় প্রশংসিত যতনের ধন ।।
রসিক রমণী যদি মিলে ভাগ্য গুণে ।
কুল শীল ত্যজে বাঁধা থাকি তার গুণে ।
অত্যজ্য রমণী রত্ন ত্যজ্য কভু নয় ।
তা হলে কি যদুপতি কুব্জাপতি হয় ।।
আইবড় আছে কন্যা পাইয়া সন্ধান ।
প্রমথের হলো যেন মুস্কিলে আসান ।।
বিনয় বাক্যেতে তায় করিয়া বিদায় ।
নজর বলিয়া সেই হস্তী দেন তায় ।।
ফকিরে বিদায় করি দিবা অবশেষে ।
অভয়া ভাবিয়া হৃদে নগরে প্রবেশে ।।

অথ প্রমথের নির্ব্বাহ নগরে প্রবেশ ও গোলাপীর বাটীতে অবস্থান ।

পয়ার ।

চৌদিগে ভ্রমণ করি দেখেন কৌতুক ।
সকলে সর্ব্বদা সুখী কার নাই দুখ ॥
দয়া ধর্ম্ম সবাকার উত্তম সুরীতি ।
না করে গ্রহণ জল না পেলে অতিথি ॥
কার প্রতি কদাচিত কার নাহি দ্বেষ ।
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হেরে নির্ব্বাহের দেশ ॥
সকলি আশ্চর্য্য মনে ধন্য ধন্য মানে ।
বাসা করি রন খিলিওয়ালী দোকানে ॥
যে রমণী রাজপুত্রে করিয়া যতন ।
প্রয়োজন মত দিনা করে আয়োজন ॥
গোলাপী তাহার নাম পরমা সুন্দরী ।
নিরুপমা রূপ হেরে লজ্জিতা অপ্সরী ॥
সংক্ষেপে তাহার রূপ কহিব কিঞ্চিত ।
শ্রবণে তাপিত মন হবে উল্লাসিত ॥

অথ গোলাপীর রূপ বর্ণন।

পয়ার।

বাঁকা সিতি দন্ত পাঁতি অতি চমৎকার।
মুখশশী হেরি শশী নিন্দে আপনার॥
নয়ন খঞ্জন তার সতত চঞ্চল।
কিঞ্চিৎ তাহার নিম্নে দিয়াছে কজ্জল॥
নীলজলে নিলাম্বুজ যেমত প্রকার।
দেখিতে সুদৃশ্য নাহি উপমা যাহার॥
বিষাক্ত শাণিত শর কটাক্ষে তাহার।
কটাক্ষে কটাক্ষ হলে রক্ষা পাওয়া ভার॥
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ রসিকপ্রবীণ।
নিতম্ব অত্যন্ত ভারি মধ্য খান ক্ষীণ॥
সাতনর চন্দ্রহার শোভিছে তাহায়।
ডাইমনকাটা মল চারিগাছ পায়॥
গুরুতর পয়োধর শ্রীফল আকার।
ঈষৎ হয়েছে নম্র একটী তাহার॥
কাঁচলি কসিয়া ঢাকে দেখিতে সুন্দর।
যে দেখেছে সেই ভিন্ন অন্যে অগোচর॥
বয়স অধিক নয় কহি সারোদ্ধার।
তবে যে কাঁচলি কসে দেশের ব্যভার॥
এমনি নিম্বকেশর অসিদ্ধ কথন।
শ্রবণে শ্রবণ মাত্র জুড়ায় শ্রবণ॥

গোলাপী গোলাপ মুখে গোলাপের গন্ধ।
নিরানন্দ নাহি জানে সদাই আনন্দ॥
সহাস্য বদনে কত কথা কয় ছলে।
ধন মন কেড়ে লয় কলে বা কৌশলে॥
পথেতে পুরুষ গেলে মুখ পানে চায়।
হাত তুলে গা ভাঙ্গেন কথায় কথায়॥
দোকান খোকার টাটি কারয়াছে ফন।
সেই ফনে মুগ্ধ হন সহাজন জন॥
কথা গুলি কহে যেন মিছরির ছুরি।
চতুরে চাতুরি করে করিয়া চাতুরি॥
যদি এসে কাছে বসে কথা কয় হেসে।
অবস হইয়া অঙ্গ বস্ত্র যায় ভেসে॥
সঠতায় সম্পূর্ণতা প্রশংসা সহিত।
সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণতা সততা বর্জ্জিত॥
বাটার ভিতরে তার তিনটি কুঠারি।
প্রমথে থাকিতে দেন একটি তাহারি॥
তার এক জ্যেষ্ঠা কন্যা নাম স্বর্ণলতা।
বার বর্ষ বয়ঃক্রম রূপে স্বর্ণলতা॥
কুরঙ্গ নয়নী অতি বালিকা সে নয়।
ঈষৎ কমল কলি হৃদয়ে উদয়॥
প্রমথ নিকটে সেই সর্ব্বদাই থাকে।
আবশ্যক যখন যা বলেন তাহাকে॥

এই মত দিন কত অনর্থক যায়।
রাজপুত্রে চিন্তে চিন্তে কি করি উপায়॥
এক দিন ভোজনান্তে নিদ্রা ভঙ্গ পরে।
স্বর্ণলতা বসে আছে সম্মুখের ঘরে॥
প্রমথ তাহাকে কন শুন স্বর্ণলতা।
আইস আমার কাছে আছে কিছু কথা॥
স্বর্ণলতা আসি তার নিকটে বসেন।
রাজপুত্র পুর্ব্ব তার প্রশংসা করেন॥
পরে কন স্বর্ণলতা যথার্থ জিজ্ঞাসি।
গোলাপী তোমার হন কি প্রকার মাসী॥
পিতা মাতা কোন স্থানে তাদের কি নাম।
বাসস্থান এই কিম্বা স্থানান্তরে ধাম॥
স্বর্ণলতা কহিতেছে কেন মহাশয়।
আমাদের পরিচয়ে কিবা ফলোদয়॥
তবে যদি জিজ্ঞাসিলে দেই পরিচয়।
এ পক্ষের পক্ষে হন বিধাতা নিদয়॥
বাল্যকালে পিতা মাতা মরিয়া গিয়াছে।
ছিলাম দুইটি ভগ্নী মাসীমার কাছে॥
কনিষ্ঠা হইনু আমি জ্যেষ্ঠা কমলিনী।
রাজবাটী মধ্যে রন সর্ব্বক্ষণ তিনি॥
রাজার কুমারী যিনি নামে তরঙ্গিণী।
তাহার নিকটে আছে হইয়া সঙ্গিনী॥

ভালবাসে তারে বড় সঙ্গিণীর মধ্যে।
অদৃশ্য না হন দোঁহে কভু তিল অর্দ্ধে॥
শুনিয়া প্রমথ অগ্নি নীরব হইল।
আকাশ ভাবিয়া হস্তে আকাশ পাইল॥
মনে মনে রাজপুত্র ভাবেন ভাবনা।
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ হইবে সাধনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পাই সন্ধান।
দুর্গা বিনা এ দুর্গমে কে করিবে ত্রাণ॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে উপজিল হাসি।
যেখানে গোপনে কর্ম্ম সেই খানে মাসী।
স্বকার্য্য সাধন জন্য নম্র হওয়া শ্রেয়।
অহঙ্কারে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন না হয়॥
তখনি রাজার পুত্র করিল বিচার।
মাসী বলা গোলাপীরে কর্ত্তব্য আমার॥
মাসী বলে এরে আগে করি সম্বোধন।
আর বা কি আছে পরে কপালে লিখন।
অতঃপর মাসী মাসী বলি যত ডাকে।
শুনেও না শুনে বেটী কেবা ডাকে কাকে।
কপটে কপট করি গোলাপী তখন।
কে কারে ডাকিছে যেন থাকে অন্য মন।
রাজপুত্র ভাবে মাসী কত জানে ঠাট।
শ্রবণ কুহরে এঁটে দিয়েছে কপাট॥

নাম ধরি মাসী বলি শেষে বা কি বলে।
কিন্তু মাসী সিংহরাশি ধরে পাছে বলে ॥
শুনগো গোলাপী মাসী রাজপুত্র কয়।
গোলাপী কহিছে কথা শ্রুত যোগ্য নয় ॥
এমনি শঠতা সতী যোগ ধর্ম্ম মন।
কস্য মাতা কস্য পিতা পড়েন বচন ॥
প্রমথের মুখে আর নাহি ধরে হাসি।
গোলাপী কহিছে তোর মাসীর হৈ দাসী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে ক্ষান্ত হয়ে আশা।
কহিতেছে অকারণ দেওয়া গেছে বাসা ॥
করাঙ্গুলী নাকে দিয়া অধিক্ষেপ করে।
বিধি কি নিদয় হলি অভাগিনী পরে ॥
ঈশ্বরের কিবা লীলা মহিমা অপার।
গ্রহপীড়া হলে কার নাহিক নিস্তার ॥
গ্রহপীড়া জন্য রাম গেলেন অরণ্যে।
গণেশের মুণ্ড দেখ উড়ে গেল শূন্যে ॥
পণ্ডকিতে কত কষ্ট পান নারায়ণ।
আপনি অথচ গ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
গ্রহ জন্য নল রাজা হন বনবাসী।
অন্যের থাকুক কায মহেশ সন্ন্যাসী ॥
কেমন আমার গ্রহ হইল উদয়।
গ্রহ আসি অঞ্চলের নিধি হরে লয় ॥

বঁড়শীর গাঁথা মাছ কেবা ছেড়ে দিল।
পিঞ্জরেতে পক্ষি ছিল কি রূপে উড়িল॥
পলাইয়া গেল কোথা হাতের শীকার।
কার জন্য আয়োজন পেট ভরে কার॥
রন্ধ্রগত শনি তাহে পঞ্চম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ ফলিল বুঝি সেই ফলাফল॥
বাসা দিয়ে আশা করে এত দিন থাকি।
সে আজি বলিয়া মাসী দিল দেখ ফাঁকি॥
ছিছি কি লাজের কথা কৈতে পায় হাসি।
কি করে কোলেতে শোব সে যে বলে মাসী॥
কিন্তু বেটা মাসী বলে পেলে অব্যাহতি।
তথাচ না জানি পোড়া মনের কি গতি॥
একবার যাই দেখি বনিপোর কাছে।
কিসেতে হলেম মাসী পরিচয় পাছে॥
উপনীত হন যথা রাজার কুমার।
রাজপুত্র কন মাসী করি নমস্কার॥
বাসা করে আছি আমি আশ্রমে তোমার।
তত্ত্ব বার্ত্তা নাহি লও মাসী গো আমার॥
গোলাপী নিতান্ত মনে হয়ে নিরাশয়।
তখন বনিপো ভাবে স্নেহে কথা কয়॥
শুন ওরে যাদুমণি কব আর কত।
আমি তোরে ভাবি যেন পেটেছেলে মত॥

জেনেছি তোমারে আমি ওরে বাছাধন।
কলির ছেলের মত নহরে তেমন॥
তোর মুখ দেখি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি থাকে।
যে স্থান নিরখি আঁখি সেই স্থানে থাকে।
যত দিন হেথা রবে এই খানে রবে।
যদি কিছু মনে থাকে তাও পূর্ণ হবে॥
রসিকা রমণী ধনী কত জানে দাঁও।
মাসী হয়ে বপা ক্রয় তথাচ পেঁচাও॥
গোলাপী বলেন বাছা আছ করি বাসা।
বাসস্থল কোন স্থানে কি কারণে আসা॥
কিসেতে হলেম মাসী ওরে যাদুমণি।
পরিচয় দেও সত্য কেবট আপনি॥
প্রমথ কহেন মাসী দিব পরিচয়।
যে কার্য্যে এ রাজ্যে আসা তোমা ছাড়া
কহিগো গোলাপী মাসী শুন পরিচয়।
অপ্রকাশ্য রেখ দেখ প্রকাশ না হয়॥
বিক্রম কেশরী রাজা পিতা মহাশয়।
প্রমথ আমার নাম তাঁহার তনয়॥
পশ্চিম সুরঙ্গ রাজ্য রাজত্ব তাঁহার।
চরাচর অগোচর নাহিক কাহার॥
এই খানে তরঙ্গিণী আশা মাত্র আসা।
তুমি যদি পূর্ণ কর সে আমার আশা॥

প্রমথ দিলেন যদি নিজ পরিচয়।
গোলাপী শুনিয়া সব স্তব্ধ হয়ে রয়॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি বলে সিহরিল অঙ্গ।
আর না করিও বাপু ও কথা প্রসঙ্গ॥
সে আশার আসা বৃথা হবে না সুসার।
এ কথায় কথা কয় দুটা মাতা কার॥
সুগ্রীব একটা আছে কোটালের ছেলে।
বিনা দোষে মাতা কাটে ছুতানতা পেলে॥
প্রহরী পাইক পথে ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
গর্ভিনীর গর্ভপাত হয় যদি ডাকে॥
এ বড় কঠিন ঠাঁই শুন বাছাধন।
বিদেশে বিপাকে কেন হারাবে জীবন॥
অসাধ্য সাধন বাপু তোর এই আশা।
বাঘের ঘরে কি কভু ঘোগে করে বাসা॥
রাজবংশে উৎপত্তি রাজার তনয়।
রাজ সন্নিধানে গিয়া দেহ পরিচয়॥
ধনবান কুলশীল তোমা হতে অতি।
আর নাই ভূমণ্ডলে যতেক ভূপতি॥
সন্তুষ্ট হবেন রাজা তোমা ধনে পেয়ে।
যোগ্যপাত্র বট তুমি তরঙ্গিণী মেয়ে॥
অখিলীর উপাসনা অকারণ হয়।
ছাগলের সাধ্য বাছা যব গাড়া নয়॥

তোমার দাসীর যোগ্য নহে কদাচন।
স্বকার্য্য সাধিতে মাসী বল বাপধন॥
অন্তরে ভাবেন বাসা দেওয়া হলো দায়।
কি করি কি হবে বাবা ভেবে প্রাণ যায়॥
কখন কুলোক আসি দিবে কুমন্ত্রণা।
কাটার উপরে নুন বিষম যন্ত্রণা॥
এহার কারণে শেষে নাহি রবে মান।
এখনি উঠিয়া গেলে পাই পরিত্রাণ॥
অভিপ্রায় বুঝি তাঁর রাজার নন্দন।
বিতর্ক করিয়া মনে স্থির কৈল মন॥
পাইয়াছে ভয় মাসী নাহিক সংশয়।
নির্ভয় না হলে কথা কেবা কারে কয়॥
অগ্রেতে ইহারে বাধ্য করা বিধি হয়।
বাস্তবিক বাধ্য করা অর্থ বিনা নয়॥
ইহা হতে হইবেক কার্য্যের উদ্ধার।
আমার কর্ত্তব্য এর করা উপকার॥
পয়সা বিহনে দেখ কেহ নহে বস।
পয়সা না দিলে ঘরে বনিতা অবস॥
পয়সা পাইলে নারী কুলে নাহি রয়।
পয়সা জন্যেতে কুলীনের কুল ক্ষয়॥
পয়সা কারণে লোক মরে চিন্তাজ্বরে।
পয়সা আশয়ে নীচ উপাসনা করে॥

পয়সা থাকিলে থাকে শত গুণ জোর।
পয়সা বিহনে যত গুলিখোর চোর॥
পয়সা যে হস্তে নাই বিধি তারে বাম।
পয়সা বিহীন হলে ভেবা গঙ্গারাম॥
পয়সা না দিলে এরে বাধ্য করা দায়।
অর্থ ভিন্ন কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ কোথায়॥
এত ভাবি রাজপুত্র গিনি দেন দশ।
গিনি পেয়ে গোলাপীর হতে হলো বশ॥
আশে পাশে চায় আর আঁচলেতে বাঁধে।
এক চক্ষে হাসে মাসী আর চক্ষে কাঁদে॥
বলে আমি সচেষ্টিত হইব এখনি।
নিশ্চিন্ততে থাক তুমি ওরে যাদুমণি॥
চেষ্টার অসাধ্য কিবা আছে বাপধন।
চেষ্টায় সাধিতে পারি অসাধ্য সাধন॥
আপনাকে পর করি মিথ্যা কথা কয়ে।
সাপ হয়ে কামড়াই ঝাড়ি রোঝা হয়ে॥
সুবোধে নির্ব্বোধ করি কুমন্ত্রণা দিয়ে।
মানুষে বানাই ভেড়া চক্ষু পালটিয়ে॥
অস্থির হয়োনা ধন স্থির কর মন।
স্থির জলে বিন্ধে মীনে এইত লক্ষণ॥
এই মত সত্য মিথ্যা যতেক কহিল।
রাজপুত্র বোকা নয় সকলি বুঝিল॥

গোলাপী ভাবেন এর কি করি উপায়।
মুখ তুলে চাবেন কি বিধাতা আমায়॥
এ ঘটনা যদিস্যাৎ হয় সঙ্ঘটন।
তবেত লইব আমি এক ঘড়া ধন॥
চাহিতে অপেক্ষা নাই টাকা দিলে শত।
না জানি ইহার কাছে আছে আর কত॥
হাসিয়া কহেন বাছা এইক্ষণে আসি।
রাজপুত্রে কন যেন মনে থাকে মাসী॥
চলিলেন মায়া মাসী আপনার বাসে।
কপট বানিগো মুখে মৃদু মৃদু হাসে॥

অথ গোলাপীর নিকট স্বর্ণলতার গমন।

পয়ার।

গোলাপী দোকানে আসি কন স্বর্ণলতা।
এখানে আসিয়ে মাতা শুন এক কথা॥
স্বর্ণলতা বলে মাসি ডাক কি কারণ।
গোলাপী বলেন যাও রাজার ভবন॥
আন গিয়া কমলিনী করি সমিভ্যার।
অসুখ হয়েছে যাদু শরীরে আমার॥
স্থির নয় হয় মন কিসের কারণ।
কাহার কি দ্রব্য যেন করেছি হরণ॥

আর কোন কথা নাহি কহিও তাহায়।
কেবল বলিবে মাসি ডেকেছে তোমায়॥
স্বর্ণলতা চলিলেন রাজার ভবনে।
কমলিনী আছে যথা তরঙ্গিণী সনে॥
তারে হেরে কমলিনী প্রিয়ভাষে কয়।
আছ ভাল মাসি ভাল ভাল সমুদয়॥
সবে ভাল স্বর্ণলতা কহেন তাহায়।
যাইতে বলেছে দিদি মাসি-মা তোমায়॥
অবিলম্বে চল তাঁর হয়েছে অসুখ।
বিলম্ব করিলে মনে করিবেন দুখ॥
কমলিনী বলে আসি হইয়া বিদায়।
রাজকন্যা না বলিলে যাওয়া হবে দায়॥
অনুমতি হলে তাঁর যাওয়া হবে তবে।
নতুবা তোমারে স্বর্ণ ফিরে যেতে হবে॥
কত কষ্টে কমলিনী তরঙ্গিণী পাশে।
বিদায় হইয়া যান গোলাপীর বাসে॥
প্রিয়সখী সেই সখী সকলের চায়ে।
বিদায় হইয়া রণ এক দৃষ্টে চেয়ে॥

গোলাপীর সহিত কমলিনীর কথোপকথন।

পয়ার।

উপনীতা কমলিনী গোলাপী নিকটে।
গোলাপী পড়েছে বড় বিষম সঙ্কটে ।।
দূতিকর্ম্ম অদ্য ক্ষয় হয়েছে বরণ।
সীতার হরণে হয় মারীচ যেমন ।।
শ্রীরাম বধেন গেলে না গেলে রাবণ।
দুই পক্ষে তার [illegible] যেমন শমন ।।
নির্দ্ধনীর ধন আশা অসম্পূর্ণ হলে।
তাহার এমন মন প্রবেশে অনলে ।।
প্রমথের কাছে আছে ধন অভিলাষ।
রাজগৃহে অবিশ্বাসী হলে সর্ব্বনাশ ।।
মনে জানে এ সূচনা নিকট মরণ।
তথাচ কেমন মন নহে নিবারণ ।।
গোলাপীর সেই কথা সতত অন্তরে।
কমলিনী লয়ে কিছু কহিছে অন্তরে ।।
আসিয়াছে রাজপুত্র পরম সুন্দর।
তুলনায় তুল্য নয় পূর্ণ শশধর ।।
সঙ্গে আর কেহ নাই আসি একেশ্বরে।
বাসা করে আছে বাছা আমার ঐ ঘরে ।।
তরঙ্গিণী পাইবার আশার আসায়।
কেবল রয়েছে বেঁচে তোর ভরসায় ।।

আমার নিকট সব শুনি বিবরণ।
তার সঙ্গে দেখা করে বড় আকিঞ্চন॥
তুমি যদি পার কিছু করিতে উপায়।
তাহা হলে হয় যাদু অধিক উপায়॥
তোমায় আনার কথা করিয়া সূচন।
অগ্রেতে শতেক মুদ্রা করেছি গ্রহণ॥
করিলে বাসনা পূর্ণ মনোনীত লব।
অসম্পূর্ণ হলে কর্ম্ম নিরাশ্বাসী হব॥
অনুমান করি বাছা গুরু একাদশে।
অথবা তৃতীয় শনি শশিসুত দশে॥
কমলিনী বলে মাসী করিয়াছে মন।
লঙ্কায় যাইয়া লবে সোণা শতমন॥
সাগর সিঞ্চন করে মাণিক আশায়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া বেটী রাণী হতে চায়॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে যায়।
অগ্র পশ্চাৎ ভাবেনাকো এত বড় দায়॥
পাখাহীন পাখী চায় উড়িবার তরে।
কালনিমে হয়ে মাসী লঙ্কা ভাগ করে॥
কিছুমাত্র এক তিল ভয় নাহি পায়।
কি করে ঘুমন্তবাঘ চেয়াইতে চায়॥
সর্পের ফণায় হস্ত দিতে করে মন।
জানেনা যে যেতে হবে শমনভবন॥

পরের দেখিলে ধন নিতে ইচ্ছা করে।
ভাবেনাকো পরকাল কি হইবে পরে॥
কুবুদ্ধি ঘটিলে লোক জেনে শুনে মরে।
কে তারে রাখিবে যেই ইচ্ছামৃত্যু করে॥
গোলাপী কহেন আমি বড়ই অকর্ম্মা।
তুমি বাছা হইয়াছ বেয়াদ্দিশাকর্ম্মা॥
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড় এই জন্য কয়।
অলো ছুঁড়ী পাকাবুড়ী যোগ্যকথা হয়॥
কমলিনী বলে মাসী সে জন কেমন।
গোলাপী বলিছে আর আছে কি তেমন॥
মাসী বলে তাইবলে পায় পারাবার।
নতুবা আমার হস্তে পাইত নিস্তার॥
তারে আমি যত রত লেতো তত নয়।
তা হলে কি কিছু বাকী এত দিন রয়॥
তাহারে দেখিলে পরে পতিব্রতা কত।
ছাড়িয়া আপন পতি হয় পদানত॥
কামের কামিনী যদি দৃষ্টিপাত করে।
ত্যজি কাম বাড়ে কাম মরে কাম জ্বরে॥
যদ্যপি তোমারে আমি দেখাই তাহায়।
তোমারে ফিরাবে আনা হইবেক দায়॥
কমলিনী কন মাসী গেল একেবারে।
দেখিব কেমন সেই রাজার কুমারে॥

এই বলি গবাক্ষেতে দেখিয়া তাহাকে।
একেবারে পড়িলেন বিষম বিপাকে॥
মাসির নিকট আসি আস্তে আস্তে বলে।
কেমনে স্বর্গের চাঁদ আইল ভূতলে॥
কখন মানব নয় রাজার নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যেন হেন লয় মন॥
নয়ন ভুলিল ওর হেরিয়া নয়ন।
আশার কাননে এবে হারালেম মন॥
মহেশের কোপানলে মদন নিধন।
পুনরায় কেবা তায় করিল সৃজন॥
তরঙ্গিণী কাছে যেতে বলনা আমায়।
দাসী হয়ে মাসী আমি সেবিব উহায়॥
পায়ে ধরি মাসী শীঘ্র চল একবার।
উহার নিকটে যেতে বাসনা আমার॥
পূর্ব্বেতে যেমন মন ছিল ওগো মাসী।
কি অসুখে কেন মন হইল উদাসী॥
গোলাপী বলিছে বেটি কেনলো অসুখ।
আলোচাল দেখে বুঝি ভেড়া চুকে মুখ॥
চল তবে যেতে হবে তোমার কারণ।
নতুবা আমার কোন নাহি প্রয়োজন॥

কমলিনী সমিভ্যার প্রমথের নিকট গোলাপীর গমন।

পয়ার।

কমলিনী সমিভ্যারে গোলাপী তখন।
উপনীতা হৈলা যথা রাজার নন্দন॥
রাজপুত্রে গোলাপী কহেন হেসে হেসে।
যার কথা শুনিয়াছ পশ্চাতে সে এসে॥
সকল ইহারে মন সব এই জানে।
আমি বাছা কেনা বেচা করিগে দোকানে॥
বিদায় হইয়া যায় গোলাপী তখন।
রাজপুত্রে কমলিনী কথোপকথন॥

প্রমথের সহিত কমলিনীর কথোপকথন।

পয়ার।

প্রমথ কহেন প্রিয়সখীর গোচর।
তরঙ্গিণী কথা কিছু করাও গোচর॥
শ্রুতমাত্র তার নাম সংকল্পিত হয়ে।
হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী যোগধর্ম্ম লয়ে॥
অত্যজ্য করিয়া ত্যজ্য এ রাজ্যে এসেছি।
স্বকার্য্য নির্ব্বার্য্য বিনে অধৈর্য্য হয়েছি॥

আর কি ত্যজিব বল বাকি কিবা আছে।
এবে মাত্র বাকি প্রাণ তাও তার কাছে॥
প্রাণহীন শূন্য দেহে থাকা অকারণ।
কেবল আশায় মাত্র রয়েছে জীবন॥
আশাতরু বৃক্ষমূলে করিয়াছি বাসা।
ফলিবে বৃক্ষের ফল পূর্ণ হবে আশা॥
নিশি দিন ভেবে ভেবে স্পন্দন রহিত।
এমত নাহিক কেহ করে কোন হিত॥
বারিশূন্য সরোবর জলশূন্য মীন।
যেমনবনির্ধন জন বৃক্ষফল হীন॥
তদ্রূপ আছি যে আমি তাহার কারণ।
শরশয্যাগত যেন ভীষ্মের শয়ন॥
এত দিন আছে প্রাণ এই সে কারণ।
কেবল পতন বাকি হতে উত্তরায়ণ॥
সেই এই উত্তরায়ণ নাহিক বিশেষ।
দাহন অগ্রেতে নহে তনু অবশেষ॥
তোমার আশয়ে প্রাণ রয়েছে আমার।
অদ্যই সুসার কিম্বা হইব সংহার॥
তুমি যার প্রিয়সখী সেজন কেমন।
রূপ গুণ তার কিছু করাও শ্রবণ॥
কমলিনী বলে শুন রাজার কুমার।
রূপ গুণ বলা তার অসাধ্য আমার॥

কিঞ্চিত কহিব রূপ গুণ যাহা জানি।
গুণের নাহিক সীমা উপমায় বাণী॥
রূপের বর্ণনা তার বর্ণিবারে নারি।
তবে যে বর্ণিব যত পারি বা না পারি॥

তরঙ্গিণীর রূপবর্ণন।

পয়ার।

কুন্তল কুটিল তার নাহি যায় ধরা।
অভিপ্রায় করা যায় ধরা পায়ধরা॥
বিনাইয়া বেণী যদি তাহাতে বানায়।
ভূতলে ভুজঙ্গ যেন ভয়েতে পলায়॥
হেরি তার ভুরুভঙ্গী হেন অনুমান।
গুণ দেওয়া অবয়ব কাম ধনুর্ব্বাণ॥
নয়ন যুগল আছে কটাক্ষ সন্ধান।
কটাক্ষে বধিতে পারে করিলে সন্ধান॥
হিল্লোল তাহায় কত নাহি হয় লেখা।
আছয়ে তাহার কাছে সুকুমার রেখা॥
কটাক্ষের কোণা তার অতি বিষময়।
বিশল্যকরণী হলে চেতনা না হয়॥
আর কার করা ভার তার প্রতিকার।
তাহার ঔষধি মাত্র নিকটে তাহার॥

ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব দেখি লজ্জা পায়।
শুকচঞ্চু জিনি নাসাগজমতি তায়॥
হেরিয়া তাহার মুখ অধোমুখে বসি।
অভিমানে হইলেন রাহুগ্রস্ত শশী॥
হৃদয় সলিলে ভাসে বিকচ কমল।
গুরুতর পয়োধর শোভিছে যুগল॥
শ্রীফল দাড়িম্ব দর্প খর্ব্ব তারা করে।
দম্ভভাবে আছে বসে কাঁচলী ভিতরে॥
কিছু মাত্র খুঁত নাই প্রশংসা সকলি।
অঙ্গুলী গড়িল দিয়ে চম্পকের কলি॥
পদ্মের মৃণাল যেন হেন ভুজদ্বয়।
নিষ্কলঙ্ক নিশাপতি নখেতে উদয়॥
কটিদেশ ক্ষীণ অতি জিনি মৃগপতি।
নাভিমূল স্থলে আছে কামের বসতি॥
ত্রিবলী বিরাজে সাজে তার কটিদেশে।
নাভিকূপ যেতে কাম সে পথে প্রবেশে॥
নিতম্ব অত্যন্ত ভারি যেন বসুন্ধরা।
যত্ন করে ধরিলেও নাহি যায় ধরা॥
জঘন কখন যদি দেখে মত্ত হাতী।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ হয়ে আত্মঘাতী॥
করিকর জিনি যেন তাহার জঘন।
তুলনায় তুল্য নাই সর্ব্ব সুলক্ষণ॥

অন্তরেতে নিরন্তর কত ভাবে ভয় ।
লিপিখানি তরঙ্গিণী হস্তে দেওয়া নয় ॥
মনে ছুঁড়ি দিয়েছেন স্পষ্ট নাহি কয় ।
ছিঁড়েচেঁড়া পেতে পাছে বিপরীত হয় ॥
যতনে পত্রিকা লয়ে যান সাবধানে ।
একেশ্বর পুরুষ হতে নাহি ভাল জানে ॥
পালঙ্ক উপরে রাখে বালিশের পাশে ।
শয়ন সময়ে যেন পান অনায়াসে ॥
দিনে দিনে প্রেমসখী যান বরাবরি ।
সেই স্থানে রাজপুত্রী সহ সহচরী ॥
কুমারীর সনে কথা হইল বিস্ময় ।
উন্মাদিনী তরঙ্গিণী দেখি জ্ঞান হয় ॥
কমলিনী হেরি কন এ কি অলক্ষণ ।
কি ভাবে ভূপতিকন্যা অকালে শয়ন ॥
সখী সহ যেন সব বিষাদিত মন ।
অন্তরে থাকিল কথা বুঝে কোন জন ॥
তরঙ্গিণী প্রতি সখী কমলিনী কয় ।
কি দুঃখেতে দুঃখী মনে দুঃখের উদয় ।
বিধুমুখী অতি দুখী মৃদু মৃদু কন ।
যে দুখেতে দুখী আমি কে করে শ্রবণ ।
নিশি শেষে নিদ্রাবশে দেখেছি স্বপন ।
তদবধি চিত্ত অতি আছে উচাটন ॥

তোঁদের নিকটে সখী বলে বলা যায়।
প্রতিবাদী হয় লজ্জা কি করি উপায়॥
সখীগণ কন শুন রাজার নন্দিনী।
তোমার নিকটে থাকি যতেক সঙ্গিনী॥
তব দুঃখে দুঃখী হই সুখে ভাল থাকি।
অপ্রকাশ্য কথা হলে যত্ন করে ঢাকি॥
অনুমানে সখীগণে বুঝিয়া সে ভাব।
প্রকাশ করে না যদি তারে ভিন্ন ভাব॥
কমলিনী সখী তার প্রিয়তমা হয়
হেসে হেসে কাছে বসে রহস্যেতে কয়॥
লজ্জার অধিক প্রিয় সাধারণতে নয়।
স্নেহভাবে স্নেহ কর তবু তারে ভয়॥
আদর করিয়া নিজ নয়নেতে স্থান।
এখন তাহারে বধ করিতে প্রস্থান॥
সে থাকিলে তার সঙ্গে সঙ্গী রয় তায়।
এ কার্য্যের কার্য্য নয় লজ্জা মহাশয়॥
নির্দয় হইয়া তারে করহ বর্জ্জন।
তবেতো করিবে কার্য্য যাহা লয় মন॥
তরঙ্গিণী কন তার ভয় নাহি তায়।
ওষ্ঠাগত হলে প্রাণ কি করে লজ্জায়॥
প্রাণের অধিক আর কিছুমাত্র নয়।
তাহারে যাতনা দেওয়া উচিত না হয়॥

তখনি লজ্জার প্রতি প্রতীকার করে।
একেবারে পাঠাইল দেশ দেশান্তরে ॥
লজ্জা গেলে হেসে বলে আমারে কি হলো।
সখীগণ সবে কন স্বপ্নকথা বলো ॥
রাজকন্যা আরম্ভিল স্বপ্ন উপাখ্যান।
সখীরা সম্মুখে বসি করেন শ্রবণ ॥

তরঙ্গিণীর স্বপ্ন উপাখ্যান।

পয়ার।

নিশি শেষে নিদ্রাবশে দেখেছি স্বপন।
পালঙ্কে বসিয়া এক পুরুষরতন ॥
ক্রমে ক্রমে জানাইল কথার আভাসে।
বাসা করিয়াছি আমি গোলাপীর বাসে ॥
প্রমথ তাহার নাম দিল পরিচয়।
অভিপ্রায় জানা গেল রাজার তনয় ॥
দেখিতে কুমার অতি পরম সুন্দর।
তাহার কারণে দহে বিরহে অন্তর ॥
আপনার বশ নহে থাকি নিদ্রাবশ।
পরবশ পেয়ে সে যে করিল আক্রোশ ॥
অবিলম্বে মিথুনেতে হলো সঙ্ঘটন।
রতি না নাহিল রতি হেরি চন্দ্রানন ॥

একা পেয়ে রত হয়ে করিলেক রত।
কত কথা কহিলেক কহিব তা কত॥
নিদ্রাবশে আমারে সে পেয়ে অচেতন।
বিশ্বাসঘাতক হলো রাজার নন্দন॥
মুহূর্ত্তেকে সে আমাকে করিল অবশ।
বশেতে পাইলে আমি তারে করি বশ॥
কি ক্ষণে স্বপনে আমি করিল মিলন।
ধরিতে চাহিতে চেয়ে না দেখি সে জন॥
তাহারে না হেরে প্রাণ দহে কামানলে।
শীতল না হয় যদি প্রবেশিব জলে॥
সখীরা সকলে তারে বুঝাইছে নীত।
উচিত না হয় হবে এত উৎকণ্ঠিত॥
বিকারের রোগী যেন দেখেন প্রলাপ।
সেই মত রাজকন্যা করেন বিলাপ॥
সাধ্য কার তারে আর নিবারণ করে।
উন্মত্ত হইয়া যান আপনার ঘরে॥

প্রমথের পত্র তরঙ্গিণীর প্রাপ্ত।

পয়ার।

প্রবেশ করিয়া ঘরে রাজার নন্দিনী।
অস্থিরতা অতিরিক্ত যেন উন্মাদিনী॥

পালঙ্ক উপরে পড়ে বিষাদিত মন।
দৃষ্টিমাত্র বৃষ্টি হয় প্রমথ লিখন ॥
পড়ি পাতী রসবতী সখীগণে বলে।
ঘৃত ঢেলে দিলি কেনো জ্বলন্ত অনলে ॥
অন্তরে জ্বলিছে একে মদন অনল।
পত্রিকা পড়িয়া হলো দ্বিগুণ প্রবল ॥
ষোড়শ বয়সী বালা নবীন যৌবনী।
পুরুষের আস্বাদন নাহি জানে ধনী ॥
স্বপনেতে কিছু মাত্র পাইয়াছে রস।
তদবধি বিধুমুখী নহে নিজ বস ॥
শরীর কম্পিত অতি যেন কম্পাজ্বর।
রসহীন হয় শুষ্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহ্য নাহি হয়।
কে কোথায় ছেড়ে দেয় পাইলে সময় ॥
হেনকালে পঞ্চশর করে করি শর।
অনুচর সহ এলো লইবারে কর ॥
আহা উহু করে ধনী স্থির নহে মন।
নূতনে নবান্ন আজি কহিছে মদন ॥
অধৈর্য্য হইল বড় রাজার নন্দিনী।
দিক্‌হারা শিশু যেন দগ্ধা কুরঙ্গিণী ॥
তরঙ্গিণী কমলিনী করে ধরি কয়।
তোমার আশীষ পত্র এই চিত্ত নয় ॥

তুমি কি দেখেছ তারে কহ সত্য করি।
প্রবঞ্চনা করোনাকো করিয়া চাতুরী॥
স্বপন অন্যথা নহে হয় কদাচন।
তোমার মাসীর বাটী আছে সেই জন॥
কমলিনী কন কভু না শুনি শ্রবণে।
ঠাকুরজামাতা আছে মাসীর ভবনে॥
কিন্তু এক রাজপুত্র এসেছে এখানে।
দেখিয়াছি গত কল্য মাসীর দোকানে॥
ঠাকুরজামাতা যদি জানিতাম তিনি।
হলে কি তাঁরে ছেড়ে আসি একাকিনী॥
তাহার চরিত্র দেখে হয়েছি বিস্ময়।
তেমন নাহিক মিলে ভগ্নাশিলো প্রায়॥
সে জন সুজন বড় তাঁর সড় নাই।
প্রতিজ্ঞা করিতে পারি হরিয়া বড়াই॥
কটাক্ষেতে তার পানে ফিরালে নয়ন।
নয়নের সাধ্য নয় ফিরে কদাচন॥
আমি সেই মেয়ে তেঁই আসিয়াছি ফিরে।
অন্য মেয়ে হলে সই সেই খানে ফিরে॥
ফেরে ফারে এসে ফিরে হয়েছি ফাঁফর।
ফিরে যেতে ইচ্ছা করে ত্যজ্য করে ঘর॥
দেবতা কিন্নর নর না জানি সে জন।
কি ছলে আইল হেথা কিসের কারণ॥

রাজবালা কন তারে দেখিতে কেমন।
কমলিনী কন আর আছে কি তেমন॥
তাহার রূপের কথা নাহি হয় শেষ।
অবশেষ হতে পারে যদি কন শেষ॥
নবীন বয়স অতি সুভঙ্গিম ঠাম।
দৃষ্টিমাত্র কামিনীর উপজয় কাম॥
হৃদি মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে পয়োধর।
কাঁচলি ছিঁড়িয়া রাগে মাগে তার কর॥
রসনা রসনা চায় বাসনা এমন।
ইচ্ছা করে যেচে তারে দিতে আলিঙ্গন॥
অন্তরেতে থাকু আনা অকথ্য কথন।
তারে পেলে যাচে রতি রতির কারণ॥
হেরিলে সে চন্দ্রানন কেন মনে লয়।
সিহরে কমলকলী জলকম্প হয়॥
তাহারে যে দেখে নাই সেই জন বলে।
মদন মরেছে পুড়ে হরকোপানলে॥
কটাক্ষে বারেক যদি হয় বিলোকন।
মিলন না হলে যেন দগ্ধ হয় মন॥
মনের মানস কহি শুন আস্তে আস্তে।
আমার বাসনা নয় তারে ছেড়ে আস্তে॥
দাসী হয়ে সেবি তারে একান্ত মনন।
তোমা ভিন্ন তার আর অন্যে নহে মন॥

কমলিনী বাচনিক শুনি সে বচন।
রসবতী রমণীর মন উচাটন ॥
অবিরত ভাবে কত নিশি দিনাবধি।
অন্তঃশীলে অবিশ্রাম জিনি ফল্গু নদী ॥
তিলেক না সহে রাজ দেখিতে বাসনা।
কমলিনী বলে সবে প্রথম সূচনা ॥
তরঙ্গিণী কমলিনী প্রতি পুনঃ ভাষে।
একবার যাও সখি গোলাপীর বাসে ॥
প্রত্যুত্তর লিপি লয়ে কহিবেক যেতে।
তন্মধ্যেতে মম নাম থাকিবে সঙ্কেতে ॥
সঙ্গোপনে পাতি লয়ে করোপরে দিবে।
আমার মানস যাহা তাহাকে কহিবে ॥
স্বপ্নযোগে সে তোমাকে করি দরশন।
অর্পণ করেছে দেহ জীবন যৌবন ॥
আর কি কহিব কিছু মনে না যুয়ায়।
উপস্থিত যে বিহিত সুধাবে তাহায় ॥
এখনি লিখিব লিপি না হবে বিলম্ব।
কমলিনী তুমি মাত্র হও অবলম্ব ॥
সখি বলে নমস্কার পিরিতের পায়।
যাচক হইল নারী মরি যে ঘৃণায় ॥
মহারাজ ভুলিলেন হয়ে রাজভোলা।
তাঁহার প্রতিজ্ঞা বুঝি রৈল শিকে তোলা ॥

পত্র তারে লিখিবারে বৈসে রাজবালা।
কমলিনী কন রাগ যুড়াইল জ্বালা॥

তরঙ্গিণী কর্ত্তৃক পত্র।

ত্রিপদী।

তদবধি মম মন, হইয়াছে অন্য মন,
স্বপনে হেরেছি যেই রাত্রে।
যার জন্য শিবব্রত, করিয়াছি অবিরত,
তুমি সেই আকাঙ্খার পাত্র॥
তরঙ্গিণী যার তরে, সেতো নাহি মনে করে,
আমি মিছা ভাবিলে কি হবে।
গুণমণি গুণে মন, নাহি মানে নিবারণ,
যেপর্য্যন্ত মিলন না হবে॥

তরঙ্গিণীর পত্র লইয়া কমলিনীর প্রমথের নিকটে গম

পয়ার।

পত্র লয়ে কমলিনী পাইয়া আশ্বাস।
রাজার কুমারে যান করিতে উল্লাস॥
সখী অতি দ্রুতগতি হৃষ্টচিত্ত হয়ে।
পত্রিকা লইয়া যান রাজার আলয়ে॥

দেখি পত্র রাজপুত্র অতি উল্লাসিত।
আহ্লাদে আবেশে মত্ত শরীর কম্পিত।
ধড়ফড় করে প্রাণ কোথা নাহি তিষ্ঠে।
স্পন্দন রহিত হয়ে রন এক দৃষ্টে॥
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ আত্যন্তিক হয়।
একথা মনে ভাবে আর কথা নয়॥
সহচরী প্রতি কথা কন মৃদুস্বরে।
সঘনে নিশ্বাস অতি ঘনঘন সরে॥
বাধিত করিলে তুমি যাবৎ জীবন।
যাহা দিব তাহা করিলাম পণ॥
কমলিনী কন আমি কিছু নাহি চাই।
না আছে এমন আর কিছু দেখি নাই॥
রাজকন্যা অনুগ্রহে নাহিক অভাব।
ঠাকুরজামাতা মাত্র না হয় অভাব॥
আদ্য অন্তে যেন ভ্রান্তে না হয় যাতনা।
সমভাব থাকে ভাব এ মাত্র প্রার্থনা॥
এই মত হয় কত কথোপকথন।
অস্তগত দিবাকর নিশি আগমন॥
কমলিনী কন আজি হলেন বিদায়।
রাজপুত্র কহিলেন কি হবে উপায়॥
সহচরী করযুড়ি হেসে হেসে কয়।
যা হবার হবে কালি নাহিক সংশয়॥

প্রমথের নিকট হইতে কমলিনীর প্রত্যাগমন।

পয়ার।

রয়েছেন তরঙ্গিণী যুবরাজ চেয়ে।
তীর্থের কাকের ন্যায় গবাক্ষেতে চেয়ে॥
তৃষিত চাতকী যদি হেরে নবঘনে।
পিপাসা কি শান্তি হয় বিনা বরিষণে॥
চাতকিনী হয়ে সেই রাজকন্যা রয়।
বারিবাহ রাজপুত্র কবে বরিষয়॥
হেনকালে কমলিনী আসিয়া তথায়।
তরঙ্গিণী সন্নিধানে সকল জানায়॥
শুন ওগো রাজবালা করি নিবেদন।
পিরিতি না হতে অগ্রে বিচ্ছেদ সৃজন॥
দেখিলাম রাজপুত্রে এমত প্রকার।
বারিমধ্যে ছায়া যেন তেমতি আকার॥
বায়ুরূপে তুমি তারে কর ছিন্ন ভিন্ন।
ছায়ারূপে রাজপুত্র হইয়াছে শীর্ণ॥
ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই সদা অন্য মন।
তোমার বিরহানলে দহিছে জীবন॥
তরঙ্গিণী বলে সখি কব কি তোমায়।
চলিতে চরণ ভারি বল নাহি পায়॥
কামানলে দগ্ধ মন সদা সর্ব্বক্ষণে।
দ্বিগুণ যাতনা হলো ও কথা শ্রবণে॥

অধৈর্য্য হয়েছি অতি ধৈর্য্য নহে মনে।
স্থির নাহি হয় প্রাণ তাহারি বিহনে॥
যৌবনে মদনজ্বালা সহ্য নাহি হয়।
বিনা রতি কি দুর্গতি হলেম সংশয়॥
আপনি মরিয়ে পুড়ে অন্যেরে পোড়ায়।
নিবারে মড়া যেন সঙ্গী কর্ত্তে চায়॥
রতিপতি চাহে রতি কুচ চাহে কর।
পাব কোথা তারাও তা জানে পরস্পর॥
বুঝেও বোঝেনা কষ্ট যত হোক্ পর।
[illegible] দিলে কি কব এর পর॥
সুন্দর পাইয়া সবে সাধিলেক বাদ।
মড়ার উপরে খাঁড়া একি পরমাদ॥
প্রবল হইলে জ্বালা স্নিগ্ধ হয় জলে।
এ জ্বালা কেমন জ্বালা জলে আর জ্বলে॥
ক্ষণে ক্ষণে মোহ হয় ক্ষণেকে চেতন।
উভয় সমান প্রায় বাঁচন মরণ॥
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি কয় নৃপতির বালা।
বিনা কান্ত কি কৃতান্ত না যুড়াবে জ্বালা॥
আজি যেবা এনে দিতে পারিবেক তারে।
যাহা চাবে কহিতেছি দিব আমি তারে॥
করে ধরে সৈরিন্ধ্রীরে মুদ্রা লয়ে যাচে।
বিনা মূল্যে কেনা রব তোমাদের কাছে॥

সহচরী ঠারাঠারি করে পরস্পর।
একেবারে বাঁদির কি হলো কুরুপ্সর॥
সখিগণে সকরুণে করযোড় করি।
কহেন বিনয় বাক্য চরণেতে ধরি॥
আমরা তোমার দাসী তোমার অধীন।
অবিরত অনুগত আছি নিশি দিন॥
দাসীরে বলিতে দাসী এইত উচিত।
বিনামূল্যে কেনা বলা অতি অনুচিত॥
তরঙ্গিণী কন যার গুণে বুর্ত্তে হয়।
বিনামূল্যে কেনা তার বড় কথা নয়॥
ইহা শুনি কমলিনী কহেন তাহারে।
অদ্য আমি এনে দিব রাজার কুমারে॥
এমনি আনিব তারে সবার গোচর।
সকলের দৃশ্য হবে হবে না গোচর॥
স্থির হও মেওয়া ফলে সবুরের বৃক্ষে।
এ বিষয় কত জনে দিতে পারি শিক্ষে॥
অত্যন্ত উতলা চলে কিছুই না কয়।
ধৈর্য্য ধর রাজকন্যা ব্যস্ত বিধি নয়॥
যাতনা পাইয়া ধনী যামিনী পোহায়।
সেই খানে যুবরাজ এই অবস্থায়॥
কামানলে সর্ব্বক্ষণ হতেছে দাহন।
স্থির নয় ব্যাকুলতা উভয়ের মন॥

দিবাপতি অস্তপতি নহে অবসান।
রাজবালা চাহি বেলা হন ম্রিয়মাণ ॥
জয়দ্রথ বধে যেন রাজা দুর্য্যোধন।
দিবাকর অনিবার করে নিরীক্ষণ ॥
তেমতি নিরখে রবি রাজার নন্দিনী।
স্থির নয় ভ্রমে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী ॥
মনকষ্টে কোপদৃষ্টে চাহিয়ে ভাস্করে।
রাহুগ্রস্ত হও বলি অভিশাপ করে ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন করুণা বচন।
কোথা ওহে দয়াময় বিপদভঞ্জন ॥
আপনি কোথায় তব কোথা সুদর্শন।
কৃপা করি রবিকরে কর আচ্ছাদন ॥
অর্জ্জুনে রাখিলে প্রাণ জয়দ্রথ বধে।
দাসীরে করহ ত্রাণ দিবাকর বধে ॥
অন্ধকার দিবা হলো তেমতি প্রকার।
না হইলে বিভাবরী প্রাণে বাঁচা ভার ॥
কোনখানে আছ বাপু অঞ্জনা কুমার।
বধ ভানু ওরে হনু বাঁচিনেক আর ॥
বিষাদ করিয়া কন সখীগণ কাছে।
বোধ হয় আজি বড় বেলা বাড়িয়াছে ॥
সখীগণ বলে বটে অপ্রমাণ নয়।
গরজে হইলে তার এম্নি মন হয় ॥

গরুজে ফেঁসোড়া দোঁহে একই সমান ॥
গরজ হইলে হতে হয় শূন্যজ্ঞান ।
রাজকন্যা কন একি উচিত কথন ।
কাটাঘায় নুন দিয়া করা জ্বালাতন ॥
এ কথা শুনিয়া লজ্জা পেয়ে সখীগণ ।
নম্রমুখ করি কহে না কহ বচন ॥
কমলিনী কন বাণী তরঙ্গিণী আগে ।
অনুমতি হলে যুবরাজ আনি আগে ॥
রাজসুতা কন শুভকর্ম্মে দেরি নয় ।
এসো এসো প্রিয় সখি বিলম্ব না সয় ।

কমলিনী ও নয়নতারার প্রমথের নিকটে গমন

পয়ার ।

কমলিনী কন সব সখীর গোচর ।
কে যাইবে সমিভ্যারে আনিবারে বর ॥
সবে তারা চেয়ে তারা কহেন বচন ।
কমলিনী সঙ্গে যাক গোলাপী ভবন ॥
উল্লাসিতা হয়ে তারা কহেন তখন ।
আনিবারে যাব তাঁরে আমার মনন ॥
সকলের অনুমতি লয়ে দুইজনে ।
প্রণাম করিয়া রাজবালার চরণে ॥

চলিলেন কমলিনী আর সেই তারা ।
তারা তারা বলি যাত্রা করিলেন তারা ॥
গোলাপীর নিকেতনে হয়ে উপনীত ।
দেখা নাহি করে তারা তাহার সহিত ॥
আগম নিগম পথ কমলিনী জানে ।
ঘরের সন্ধানি হলে কি কায সন্ধানে ॥
একেবারে উপনীত হইলা অন্দরে ।
রাজপুত্র বাসা করে আছে যেই ঘরে ॥
দুই জনে মনে মনে হয়ে আনন্দিত ।
রাজপুত্র সন্নিধানে হন উপনীত ॥
দেখিলেন যুবরাজ অতি মনোদুখে ।
দুয়ারে আছেন বসে বিল্বপত্র স্মুখে ॥
সখীগণে নিরখিয়ে রাজপুত্র কন ।
পথভ্রমে ভাগ্যক্রমে হল আগমন ॥
ভাবে বুঝি হইবেক আশার সফল ।
অকস্মাৎ প্রাপ্ত মেঘ আকাঙ্ক্ষায় জল ॥
নয়নে যা দেখি নাই না শুনি শ্রবণে ।
এমত অদ্ভুত কর্ম্ম হয় কিকারণে ॥
অতঃপর বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ।
নৈলে কেন কমলিনী নিশিতে উদয় ॥
হৃষ্টচিত্তে রাজপুত্রে কমলিনী বলে ।
যতন করিলে বৃক্ষ অকালেতে ফলে ॥

তাহার প্রত্যক্ষ অদ্য ফলিবেক ফল।
আকিঞ্চন কদাচিত না হয় বিফল ॥
যাহার যে জন প্রতি নিতান্ত মনন।
তাহার নৈরাশ নাহি হয় কদাচন ॥
তার পক্ষ এই বাক্য নহে কদাচন।
বামন হইয়া যাব চাঁদে আকর্ষণ।
সম্প্রতি মিনতি এই চরণকমলে।
সহজে না হলে কর্ম্ম করে যাব বলে ॥
মহাশয় অধিনীরা নিবেদন করে।
হুকুম ঠাকুরঝির যাইতে সত্বরে ॥
সঙ্গোপনে কহিতেছি শুন বিবরণ।
করেছেন রাজকন্যা তব আবাহন ॥
প্রেমদ কহেন সখি করিব কি কাজ।
কমলিনী কন শীঘ্র সাজ নারী সাজ ॥
রমণীর বেশ ভিন্ন না হবে গমন।
আমি যাব সঙ্গে তারা রবে নিকেতন ॥
রাজপুত্র কন রাজি যা বলিবে তায়।
কোন মতে দেখাইতে পার যদি তায় ॥
কমলিনী কন ওহে ঠাকুর জামাই।
কুলেতে লাগিল তরী আর দেরি নাই ॥
লইয়া তারার তারা বস্ত্র আভরণ।
রসরাজে রসবতী করিল তখন ॥

রহেন নয়নতারা প্রমথের ঘরে।
গোলাপীর অগোচর এই কর্ম্ম করে।
তারা ভিন্ন তারা অন্য না পান সন্ধান।
কমলিনী সন্নিধ্যার প্রমথ প্রস্থান॥

কমলিনীর সন্নিধ্যার তরঙ্গিণীর নিকট প্রমথের গমন

পয়ার।

কমলিনী প্রবেশ করি রাজার নন্দন।
হইয়া নয়নতারা পশ্চাতে গমন॥
নবাবী আনন্দ তার ভাবি মনে মনে।
নিশ্চয়েতে উপনীত বাগানে ভবনে॥
কুসুমকাননে তারে রাখিয়া গোপনে।
কমলিনী কন গিয়া তরঙ্গিণী সনে॥
আনিয়াছি রাজপুত্র শুন সত্য বাণী।
অনুমতি হলে তব সন্নিধানে আনি॥
সখীরা সকলে শুনি হইয়া উল্লাস।
নানাজাতি পুষ্প আনে করিয়া তল্লাস॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ আছে বিহিত যেমন।
তাহার সকল দ্রব্য করে আয়োজন॥
অগণিত পুষ্পমালা অগোরচন্দন।
করিলা কুসুম শয্যা হয়ে হৃষ্টমন॥

আতর গোলাপ চুয়া সুবাসিত কত।
যতন করিয়া আনে সহচরী যত॥
খাইতে মেঠাই মণ্ডা নানা মেওয়া ফল।
আঙ্গুর আনার পেস্তা সুবাসিত জল॥
করিয়া বাসর সজ্জা সখীরা সকলে।
তরঙ্গিণী প্রতি পরে হেসে হেসে বলে॥
সেজেছেন যুবরাজ রমণীর সাজ।
তোমারে থাকিতে হবে হয়ে যুবরাজ॥
একবার একত্রেতে বসিবে সে বেশে।
পশ্চাৎ করিহ কার্য্য যাহা হয় শেষে॥
শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি দৃষ্টিপাত করি।
ঘুচাব মনের জ্বালা সব সহচরী॥
তরঙ্গিণী মনোনীত হইল সে কথা।
ঈষৎ হাসিয়া নম্রমুখী স্বর্ণলতা॥
অনুভাবে সেই ভাব বুঝি সখীগণ।
সাজাইছে মনোমত পুরুষ রতন॥
কাটাও পোশাক দেয় পাজামা চাপকান
মাথায় সাচ্চার তাজ হীরার নির্ম্মাণ॥
কোমরে কোমর বন্ধ ইষ্টাকিন্ পায়।
মাণিক অঙ্গুরী করে বেণারসি গায়॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দেন গজমতি সহ।
কি পুরুষ কি প্রকৃতি দৃষ্টিমাত্র মহ॥

তিলেক বিলম্ব নয় হয় শুক্র ক্ষুণ্ণ।
কটাক্ষে হেরিলে কন্দর্পের দর্পচূর্ণ॥
করিয়া বাসরসজ্জা হইয়া সত্বর।
কমলিনী চলিলেন আনিবারে বর॥
ওখানে রাজার পুত্র কুসুম কাননে।
নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে রন অচেতনে॥
মন্দ মন্দ চলাচল করিছে পবন।
নিঝিরেতে নিদ্রা যান রাজার নন্দন॥
কমলিনী গিয়া তার পালঙ্কের ধারে।
কত চেষ্টা করে নিদ্রা ভঙ্গ করিবারে॥
কোনমতে রাজপুত্রে না হয় চেতন।
তরঙ্গিণী কাছে আসি কমলিনী কন॥
রাজপুত্র রয়েছেন নিদ্রায় মোহিত।
নিদ্রাভঙ্গ তার নাহি হয় কদাচিত॥
তাই ফিরে আইলাম দিতে গো সংবাদ।
এত সাধে বাদি হয়ে কে সাধিলে বাদ॥
অবাক্ হইয়া সবে পাইলেক ত্রাস।
কেহ কয় উপসর্গ হয়েছে নির্যাস॥
কমলিনী পুন যান হয়ে অতি দুখী।
শুধাংশুবদনী সঙ্গে আর চন্দ্রমুখী॥
রাজার তনয় যথা হন উপনীত।
দেখিলেন যুবরাজ নিদ্রায় মোহিত॥

ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি কত করে তারে।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি হয় কোনই প্রকারে ॥
সখীগণে দুখী মনে পুন গিয়া ফিরে।
তরঙ্গিণী প্রতি কন বাসর মন্দিরে ॥
শুন ওগো রাজবালা করি নিবেদন।
না হল জাগ্রত সেই রাজার নন্দন ॥
শুনিয়া রাজার কন্যা হইয়া অধরা।
নাহি কথা মূর্চ্ছান্বিতা হয়ে পড়ে ধরা ॥
নয়ন হইল স্থির স্পন্দন রহিত।
মৃত্যুপ্রায় অভিপ্রায় নিশ্বাস বর্জ্জিত ॥
সখীরা লইয়া কোলে করিয়া যতন।
বহু পরিশ্রমে তাঁরে করিল চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া খেদে কন সখিগণে।
এত দুঃখ দিবে ছিল বিধাতার মনে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বলে পরাণ ত্যজিব।
পৃথিবী বিদারে যদি তাহে প্রবেশিব ॥
এ ছার জীবনে আস নাহিক আমার।
প্রাণনাথ বিনা সব দেখি অন্ধকার ॥
কুসুম কানন বুঝি হইলরে কাল।
ইহকাল মজাইলি গেল পরকাল ॥
নয়নে মানসে যারে ভাবিলাম পতি।
সে বিনা অন্যেরে ভজে হইব অসতী ॥

সম্প্রদান বাক্‌দান সমান উভয়।
ইহার অন্যথা হলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥
অর্পণ করেছি যারে জীবন যৌবন।
সে বিনা জীবন ধরা বৃথাই বাঁচন॥
অপরাধি হইয়াছি কালিকার পদে।
নতুবা কি এ বিপদ ঘটে পদে পদে॥
বিলাপ করিয়া বক্ষে করে করাঘাত।
দুনয়নে অবিরত হয় অশ্রুপাত॥
পরিত্রাণ নাহি হলো এ ঘোর সঙ্কটে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তাহার নিকটে॥
অমনি চলেন যথা রাজার নন্দন।
সখীগণ পশ্চাতেতে করিয়া গমন॥
দেখিলেন রাজপুত্র নিদ্রায় নিভর।
তরঙ্গিণী বৈসে তার পালঙ্ক উপর॥
হেরি তার চন্দ্রানন করিয়া রোদন।
কহেন দুখিনী জন্য হইলে এমন॥
বিধাতা বিমুখ বুঝি হলো এত দিনে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে॥
অধরে অধর দিয়া কান্দে উভরয়।
মুখামৃত স্পর্শে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়॥
চাহিয়া দেখেন অতি গভীর রজনী।
সম্মুখে সঙ্গিনী সহ সেই কমলিনী॥

বসিয়াছে তরঙ্গিণী পালঙ্কের ধারে।
তাহারে হেরিয়ে চিন্তে রাজার কুমারে॥
যুবতী যুবক বেশ করেছে ধারণ।
বিষাদে ক্রন্দনে অতি আরক্ত নয়ন॥
সে নয়ন নয়নেতে করি সম্মিলন।
ভয় পেয়ে ভাবে মনে রাজার নন্দন॥
সম্পূর্ণ বিপদ বুঝি ঘটিল আমার।
ক্রোধভরে শিয়রেতে বসে জমাদার॥
অদ্যই নিধন হব নাহিক সংশয়।
তাহাতে তিলেক মাত্র খেদ নাহি হয়॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু সকলেতে জানে।
যার জন্য প্রাণ যায় সেই কোনখানে॥
একবার তারে হেরে মৃত্যু যদি হয়।
মনের মানস সিদ্ধ মরণে কি ভয়॥
যাহা হৌক কোনমতে না দেখি উপায়।
এখনি ধরিতে হলো কোটালের পায়॥
রাজবালা পায়ে ধরি রাজপুত্র কয়।
অপরাধ জমাদার ক্ষম মহাশয়॥
হয়েছি শরণাগত ক্ষম মম দোষ।
দয়া করি দাসপ্রতি ক্ষান্ত হও রোষ॥
আঁখিঠারে রসবতী প্রতি কমলিনী।
রুমাল ঢাকিয়া মুখে যান তরঙ্গিণী॥

কমলিনী কয় আমি জামীন ইহার।
হাজির করিয়া দিব হুজুরে তোমার॥
প্রমথ ভাবেন হতে হইল হাজির।
প্রথমত কারাগারে রাখিবে নাজির॥
চেনামাত্র কমলিনী সকলে অচেনা।
বলে তায় হে তোমায় নাহি যায় চেনা॥
এখানে আসিয়া আমি তোমার কথায়।
বিপাকেতে প্রাণ যায় কেবা মুখ চায়॥
নারীর কথায় যেই করিবে বিশ্বাস।
এই মত তার কিন্তু হবে সর্ব্বনাশ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে বাল্মিকপুরাণে।
মৃত্যুবাণ দশানন দেন পত্নী স্থানে॥
সেই শর মন্দোদরী হনুমানে দিল।
নারীরে বিশ্বাস করি রাবণ মজিল॥
জানিলাম তুমি পঞ্চপাপের পাতকী।
রমণী হইয়া হলে বিশ্বাসঘাতকী॥
কমলিনী কন বুঝি ফুটিয়াছে বোল।
জমাদারে ডেকে দিব যদি কর গোল॥
দ্রুতগতি রসবতী স্বস্থানে গমন।
মদন আসিয়া লন করি আবাহন॥
প্রমথ ধরিয়াছেন রমণীর বেশ।
তাহা হেরি যুবতির মনের আবেশ॥

বিপরীত বেশ দেখি বিষম আশয়।
বিপরীতে বিপরীত হয় সুখোদয়॥
বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত বনমালী।
করিয়া বাধায় রাজা করেন কোটালী॥
কমলিনী করযোড়ে কুসুমকাননে।
রাজপুত্র প্রতি কন সহাস্যবদনে॥
হয়েছি জামীন তবু বিদেশী জানিয়া।
আমারে খালাস কর হাজির হইয়া॥
দোষ গুণ হুজুরেতে হইবে বিচার।
অপরাধী হলে ঘাটি হইবে স্বীকার॥
এককথা আগে আমি দেই উপদেশ।
ইহা হলে সর্ব্বকর্ম্ম হইবেক শেষ॥
পায়ে ধরে জমাদারে করিবে মিনতি।
কোটাল দয়ালু অতি দিবে অব্যাহতি॥
কথার আভাসে ভাসে রাজার তনয়।
ভাবে সেই তরঙ্গিণী জমাদার নয়॥
কেমনে দেখাব মুখ আর তার কাছে।
এমত সুবোধ মূর্খ ভারতে কে আছে॥
এমনি জোলার মত হারায়েছি কুড়।
সে আমারে জেনে গেছে ঘণ্টার গরুড়॥
কমলিনী অভিপ্রায় বুঝিয়া গতিক।
গতিক্রীড়া নাহি করে রজনী অধিক॥

অবশেষে হেসে হেসে কহে প্রমথেরে।
চতুর ঠকিলে কভু প্রকাশ না করে॥
আক্ষেপ করিলে কিবা হবে এইক্ষণে।
সলিল বাহিয়া গেলে কি করে বন্ধনে॥
যা হবার হয়ে গেছে মিলাইলে হরি।
চিন্তা কি তোমার কূলে লাগিয়াছে তরী॥
আর কেন অকারণ বিলম্বে কি ফল।
অর্দ্ধেক যামিনী ঘুমে কাটালে বিফল॥
চলিলেন যেই খানে রাজার নন্দিনী।
পশ্চাতে রাজার পুত্র অগ্রে কামিনী॥
রাজার কুমারী আসি আপনার ঘরে।
নারীবেশে বসে আছে পালঙ্ক উপরে॥

তরঙ্গিণীর মন্দিরে প্রমথের উপস্থিতি।

পয়ার।

প্রফুল্ল হইয়া অতি ম্লান যুবরাজ।
হৃদয় ব্যাকুল কিন্তু নয়নেতে লাজ॥
উপনীত তরঙ্গিণী আছে যেই খানে।
তারে হেরে রসবতী লাজে ঘোমটা টানে॥
খুলিয়া আপন ঘোমটা রাজার নন্দন।
তরঙ্গিণী প্রতি ক্ষণ করি নিরীক্ষণ॥

সেলাম হামেরা আবি পোঁছে জমাদার।
আসামী হাজির মিয়া হুজুরে তোমার॥
আমানতে জমানত খালাস তো হয়।
উচিত করহ দণ্ড যাহা মনে লয়॥
উপযুক্ত যাহা হয় কর প্রতীকার।
অবিচার কর যদি দোহাই তোমার॥
কিন্তু এক নিবেদন অপরাধী করে।
দণ্ডিরে করহ দণ্ড আপনার করে॥
যার লাগি করিয়াছি এদণ্ড আশ্রম।
সে দণ্ড বিহনে দণ্ড ভণ্ডপরিশ্রম॥
আপনি ব্যবস্থা কর দণ্ড আপনার।
ইহার অধিক হলে প্রাণে বাঁচা ভার॥
হৃদয় পাষাণচাপা দেও কুচদ্বয়।
ওষ্ঠে ওষ্ঠ দিলে কষ্ট পাব অতিশয়॥
কররজ্জু দিয়া বান্ধ তাহাতে স্বীকার।
ইহার অন্যথা হলে হবে অবিচার॥
বিদার দশনে দণ্ড এদণ্ড ইহার।
বাঁচি বাঁচি মরি মরি অদৃষ্ট আমার॥
একথা শুনিয়া ধনী ফিরায়ে নয়ন।
ইঙ্গিতে সখীরে দিতে কহিল আসন॥
সখী চায়ে সম্বোধিয়া কহেন কুমারী।
নাহি লাজ একি কাজ বলিতে বলিহারী॥

পুরুষে রমণী সাজ যে করে ধারণ ।
তাহার রমণী যেই সেই বা কেমন ॥
নারীর কারণে নারী কেবা হইয়াছে ।
যে পারে একায তার অসাধ্য কি আছে ॥
হাসিয়া কহেন তবে রাজার তনয়া ।
রমণী পুরুষ হওয়া সম্ভব কি হয় ॥
তাহাতে স্থন্দার এই হতে পারে শেষ ।
লক্ষ্য হয় উপজয় মনের আবেশ ॥
প্রকৃতি পুরুষ হতে অভিলাষ যার ।
কাঠাক্ষের আমসত্ত্ব তার মাত্র সার ॥
পুরুষ প্রকৃতি হওয়া বিবিধ বিধানে ।
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাহার প্রমাণ ॥
কুঞ্জয় মানেতে মগ্না যখন শ্রীমতী ।
উৎকণ্ঠানলে দগ্ধ বৈকুণ্ঠের পতি ॥
মানেতে ঘুচায়ে মান হয়ে বিদেশিনী ।
অন্তান্তরে মানভঙ্গ হইয়ে নাপ্তিনী ॥
আপনি শ্রীহরি হন নারী জন্য নারী ।
কি পদার্থ নারী তাহা বুঝিবারে নারি ॥
যে নারী আশয় আমি হইয়াছি নারী ।
সে নারী কেমন নারী চিনিতে না পারি ॥
আপনি করেছি মান আপনার ভঙ্গ ।
সে যদি আপন তবে কেন করে রঙ্গ ॥

বঞ্চিতে বঞ্চিত হই সদাই আতঙ্ক।
না করি বঞ্চনা কর নিয়মের ভঙ্গ॥
একথা শুনিয়া নম্রমুখী রসবতী।
দন্তাঘাত জিহ্বে করি সলজ্জিতা অতি॥
কহেন এমন শিক্ষা শিখায়েছে কেবা।
সে পারে এমন কাজ রাজি এতে সেবা॥
অবিধি বিধান অগ্রে করা অনুচিত।
তদপেক্ষা এই পক্ষে পক্ষপাত হিত॥
নিয়ম না হতে অগ্রে অনিয়ম হয়।
লম্পট পুরুষ সঙ্গে কথা কহা নয়॥
শঠতা সর্ব্বদা যার কথায় কথায়।
হায় রে বিধাতা এরে গড়িলি কোথায়॥
মধ্যে মধ্যে চারি চক্ষে হতেছে মিলন।
কেবল বাসনা মনে করিতে মিলন॥
পলকে প্রলয় প্রায় বিলম্ব না সয়।
মদন জ্বালায় অঙ্গ জ্বলিছে উভয়॥
দুজনার মন দগ্ধ কাম হুতাশনে।
পলাইতে লজ্জা পথ না দেখে নয়নে॥
সময় পাইয়া কাম হয় উপনীত।
লজ্জার পশ্চাতে ভয় পলায় ত্বরিত॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ আছে যেমত বিধান।
সমাপন করে তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥

পুষ্পমালা গাঁথে দেন দোঁহার গলায়।
বিরহ অনলে জ্বলে মরম গলায়॥
তৃণ বহ্নি এক স্থানে হলে সঙ্ঘটন।
অপেক্ষা করেনা তারা কাহার কারণ॥
উভয়ে সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে।
বুঝি মন সখীগণ পলায় অন্তরে॥

শৃঙ্গার বর্ণন।

পয়ার।

যুবতী নিকটে যান যুবরাজ বেঁসে।
প্রিয়ভাবে কন কথা মৃদু মৃদু হেসে॥
হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী প্রিয়ে তব লাগি।
মাঠে ঘাটে ফিরি যেন শ্মশান বৈরাগী॥
তোমারে না পাই যদি এই ছিল পণ।
কাম্যকূপ তীর্থে গিয়া ত্যজিব জীবন॥
এই জন্মে নাহি পাই পাব জন্মান্তরে।
এমন মনন ছিল একান্ত অন্তরে॥
কথায় কথায় ক্রমে ধৈর্য্য হীন পরে।
যুবক যোগান কর যুবতীর করে॥
করে করে ধরে করে পয়োধরাশায়।
রসবতী ধরি কর রাখেন শয্যায়॥

পালটিকে করে লয়ে দিয়া কুচযুগে।
কন যেন এ রতন পাই যুগে যুগে ॥
সম্মতি অপেক্ষা করা অবিধি প্রথম।
দয়া ভেবে দয়া করা বৃথা পরিশ্রম ॥
বিরক্তি জানান দুঃখে অন্তরে তা নয়।
কপট মুখেতে কটু সরল হৃদয় ॥
অত্যন্ত নিদয় যদি বসবর্তী হয়।
নিদয় হইলে তবে দয়া উপজয় ॥
তাহা শুনি তরঙ্গিণী সুখি মনে মনে।
ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঝাপেন বসনে ॥
নায়ক নায়িকা ভাব হেরিয়া প্রত্যক্ষে।
অমনি তুলিয়া নিল আপনার বক্ষে ॥
জঘন যখন লন জঘন উপরে।
তখন এমন মন নিশাকর করে ॥
রমণী ঝঙ্কার করি প্রথমে কহিছে।
কিছুমাত্র লজ্জা নাই সখিরা দেখিছে ॥
প্রমথ কহেন তারা আছে অন্য ঘরে।
পরে যা করিতে হয় উপক্রম করে ॥
অমনি সুন্দরী তার দুটি হাত ধরি।
নম্রমুখী হয়ে কন সবিনয় করি ॥
হৃদয়ে নিদয় এত হলে কি আমায়।
রসময় আজি মম লাগিয়াছে ভয় ॥

প্রমথ কহেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
তোমার অধিক যত্ন তোমাতে আমার॥
এ বাণী শ্রবণে শুনি সে ধনী তখন।
নীরব হইয়া রন না কহি বচন॥
সে ভাব ভাবিয়া তারে রাজার নন্দন।
কোন ছলে তারে বলে সম্মতি লক্ষণ॥
সাধিতে আপন কার্য যুবরাজ সাজে।
আঁখি মুদি রূপবতী জড় সড় লাজে॥
ঝাজেতে পলায় লাজ দূরে গেল ভয়।
ভ্রমর কমলে বসে হইয়া নির্ভয়॥
বিধুমুখী কষ্ট পায়ে কাতরে জানায়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর বলিহে তোমায়॥
একেবারে হতে হয় এমনি অধীর।
পুরুষের মত আর নাহিক অস্থির॥
দয়া ত্যজে নির্দ্দয় কি এত হতে হয়।
মিঠাকুল পাইলে কি আঁটি ফেলা নয়॥
পুরুষ জেতের অতি নিষ্ঠুর ব্যভার।
কেবল করিতে চায় স্বকার্য্য উদ্ধার॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে দোষ অকারণ।
তোমার নিকটে দোষী সদা সর্ব্বক্ষণ॥
দোষী জনে দোষী বলা রোষের কারণ।
রোষ দোষ ক্ষমা করি ধর্য্যে দেহ মন॥

উপকার কিছু কর করি অনুগ্রহ।
সদয় হবেন দুর্গা দূরে যাবে গ্রহ ॥
সতত পরত কর পর উপকার।
উপকার সম ধর্ম্ম নাহি কিছু আর ॥
পরের কারণে কষ্ট আপনার হয়।
বিনা কষ্টে কদাচিত নহে সুখোদয় ॥
অকষ্টে পড়িয়া ধনী কায়ে সহ্য করে।
সুখের উদয় হয় ক্রমে পরে পরে ॥
হেসে রোষে ভাষে ধনী একি রে বালাই।
আমার এমন আর ধর্ম্মে কায নাই ॥
এমত পরের যেবা উপকার করে।
ইহকাল পরকাল এককালে তরে ॥
অবশেষ যত কষ্ট সব গেল দূর।
উভয়ে আকাঙ্ক্ষা দূর করিল প্রচুর ॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ পরিপূর্ণ বাসে।
সকলেই বিমোহিত নিযুক্ত সে বাসে ॥
পরেতে পালঙ্কে বৈসে আসিয়া দুজন।
সখীরা করেন সব চামর ব্যজন ॥
সুশীতল দেন জল কর্পূর বাসিত।
সখীগণে মনে মনে অতি আনন্দিত ॥
বেদানার সরবত গেলাশ ভরিয়া।
কেহ দেয় মিষ্টাপান আহ্লাদ করিয়া ॥

কৌতুক করেন কত কথায় কথায়।
সুখের যামিনী হলে অতি শীঘ্র যায়॥
হেনকালে দিনমণি হতেছে উদয়।
তারে হেরি উভয়েরি জীবন সংশয়॥
যুবরাজ কন মনে হয়ে অতি দুখী।
বিদায় আমায় আজি দেও বিধুমুখি॥
তরঙ্গিণী কন প্রাণ বিদরিয়া যায়।
পরাণ থাকিতে প্রাণ কে দিবে বিদায়॥
কেমনে থাকিব দিবা চারিপর জাঁবে।
তোমার বিহনে দেখি অন্ধকার দিবে॥
এ কথা কহিয়া ধনী অতি ম্রিয়মাণ।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া প্রমথ পরান॥
ধরিয়া নারীর বেশ যান নিজ স্থানে।
কহেন আসিব প্রিয়ে দিবা অবসানে॥

তরঙ্গিণী মন্দির হইতে প্রমথের গোলাপী ভবনে প্রত্যাগমন।

পয়ার।

সেস্থানে নয়ন তারা গোলাপীর ঘরে।
দিবস হইল বলি ধড়ফড় করে॥

হেন কালে যুবরাজ হন উপনীত।
তাঁরে হেরি সহচরী চলিলা ত্বরিত ॥
পরদিন নহে দেরি হতে বিভাবরী।
গোধুলি সময় যান সাজি সহচরী ॥
পুষ্পোদ্যানে নাহি জান নিদ্রার শঙ্কায়।
একেবারে উপনীত যুবতী যথায় ॥
সমাদর করি তায় পরম যতন।
সখীগণ করি দেন পদপ্রক্ষালন ॥
ত্যজ্য করি রাখি দূরে রমণীর লাজ।
বসিলেন সিংহাসনে হয়ে যুবরাজ ॥
খাদ্যদ্রব্য আদি কত আনি সখীগণ।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন ॥
কত কাব্য রসকথা দুই জনে কয়।
উভয়ের মনোনীত হয়েছে উভয় ॥
হেনকালে পুষ্পোদ্যানে যেতে হলো মন
করাঙ্গুলি ধরি দোঁহে করেন গমন ॥
মল্লিকা মালতী জাতি গোলাপ টগর।
সেঁউতি মতিয়াবেল চাঁপা নাগেশ্বর ॥
প্রফুল্ল দেখিয়া ফুল মনোতে আকুল।
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমে অলিকুল ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে পদ্মে মধুর আশায়।
খঞ্জন খঞ্জনী শিখী নাচিয়া বেড়ায় ॥

ডাহুকা ডাহুকী ডাকে মুখে দিয়া মুখ।
তা দেখি যুবক চাহে যুবতীর বুক॥
হাসিয়া ঢাকিল ধনী অঞ্চলে বদন।
রতির পতিকে জয়ী করিবারে মন॥
হেনকালে পিকবরে করে কুহুধ্বনি।
সে ধ্বনি শুনিয়ে ধনী শিহরে অমনি॥
উথলিল রমণীর মানসতরঙ্গ।
সেই স্থানে উপনীত হইল অনঙ্গ॥
সে সময় প্রিয় হয় সেই রতিকান্ত।
দূরেতে থাকিলে কান্ত দ্বিতীয় কৃতান্ত॥
রসবতী কয় হয় নিদ্রা আকর্ষণ।
প্রমথ ভাবেন তাই আমার মরণ॥
প্রিয়জন প্রতি কন সহাস্যবদনে।
অলস হতেছে অঙ্গ নিদ্রার কারণে॥
অনঙ্গের অঙ্গোপরে করিয়া নির্ভর।
গৃহ মধ্যে যান দোঁহে হইয়া তৎপর॥
সখীরা সে ভাব হেরি কন পরস্পর।
আর কেন চল দিদী যাই অন্য ঘর॥

বিপরীত রতি।

পয়ার।

তখনি মদনযাগ করিল আরম্ভ।
ক্ষণমাত্র তুজনার না সহে বিলম্ব॥
লজ্জিত হইয়া লজ্জা করে পলায়ন।
বলে আর না আসিব থাকিতে জীবন॥
রাহুগ্রস্ত হন ভানু গ্রহণ সময়।
সর্ব্বগ্রাস হলে সব অন্ধকারময়॥
অলসে আবেশে শেষে দেখে অন্ধকার।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু ওষ্ঠে তুজনার॥
অধরে অধর দিয়া অবিরত চাপে।
অধীরা হইয়া উরু থর থর কাঁপে॥
বিগলিত পড়িয়াছে হয়ে কেশপাশ।
কটিভাগ পরিত্যাগ করিয়াছে বাস॥
কঠিন বন্ধন কর করে তুজনায়।
পদদ্বয় সে ঘৃণায় পশ্চাতে পলায়॥
কুচগিরি যেন গিরি হৃদয় উপরে।
সময়ানুসারে থাকে আচ্ছাদিত করে॥
করে শ্রম পরাক্রম নহে কম রণে।
গজ আর কূর্ম্ম দ্বন্দ্ব হতেছে তুজনে।

কভু উচু কভু নীচু নাহিক বিশ্রাম।
ক্রমেতে বিছানা ভিজে গড়াইছে ঘাম ॥
উভয়ে ক্ষুধিত অতি আছে অনশন।
ছাড়িতে না ইচ্ছা হয় থাকিতে জীবন ॥
কেহ কারে পরাজিতে নাহি করে শঙ্কা।
অন্তরে থাকিয়া রতি অন্তরে আশঙ্কা ॥
ভাবে রতি এ ছুর্গতি দেখা নাহি যায়।
দূরে থাকা দুরীভব দুজনার দায় ॥
অস্ত্র নয় অস্ত্র হয় ভেদ হৈল মর্ম্ম।
থাকিতে না পারি করি মধ্যস্থের কর্ম্ম ॥
কেহ নাই এই স্থলে করিতে বারণ।
আমার কর্ত্তব্য গিয়া করা নিবারণ ॥
আগমন করি রতি মনের হরিষে।
সংগ্রাম নিবর্ত্ত করে চক্ষের নিমিষে ॥
সমাপ্ত হইল যাগ রতি আগমনে।
রতি না সহিল রতি ভিন্ন দুই জনে ॥
উপকারী রতি অতি জানিয়া তখন।
দুই জন সমর্পণ করিল জীবন ॥

প্রমথ ও তরঙ্গিণীর বিশ্রাম।

লঘু-ত্রিপদী।

সহচরীগণ আসিয়া তখন,
চামর ঢুলায় গায়।
অগোর চন্দন, লয়ে কোন জন,
মাখাইছে ভুজনায়॥
গোলাপ আতর, কত তর তর,
আনি সখী সর্ব্বজন।
নানাবিধ ফুলে, গোলাপ বকুলে,
শয্যা করে আচ্ছাদন॥
বেলা সেফালিকা, সেঁউতি মল্লিকা,
মালা গাঁথি থরে থরে।
যত সখীগণ, হরষিত মন,
রাখেন পালঙ্ক পরে॥
লয়ে পুষ্পমালা, ভূপতির বালা,
নাগরের দেন করে॥
অমনি প্রমথ, মনোনিত মত,
পয়োধর করে ধরে।
নানা জাতি ফল, সুশীতল জল,
সুবাসিত দ্রব্য যত।
আনে অগ্রে ধনী, সুধাংশুবদনী,
তমাকু মনের মত॥

নিশি অবসান, শশী অস্ত যান,
প্রমথ বিদায় চান।
রমণী তখন, বিরস বদন,
একেবারে ম্রিয়মাণ॥
হানি শিরে হাত, বলে ওহে নাথ,
নিদারুণ একি বাণী।
হইয়া অদেখা, দিতে আসে দেখা,
পুন যাবে নাকি জানি॥
বাঁচিব কেমনে, তোমার বিহনে,
তুমি হে নিদয় বড়।
শুনিয়া বচন, স্থির নহে মন,
প্রাণ করে ধড় ফড়॥
চাহিয়া যামিনী, কহিছে কামিনী,
যোড় করি দুটি হাত।
হোয় না প্রভাত, করি প্রণিপাত,
তা হোলে রবে না নাথ॥
যায় যদি প্রাণ, রবে না এপ্রাণ,
হবে হে বধের ভাগি।
ভুগিবে হে ভোগ, রবে না বৈভোগ,
বধ হলে এ অভাগী॥
যিনি দিবাকর, অত্যন্ত কঠোর,
হন উদিত প্রত্যক্ষ।

তুমি হয়ে ধীর, যদি কর স্থির,
হইয়া রমণী পক্ষ॥
শুনিয়া মিনতি, না হয়ে সম্মতি,
নিশি হল অবসান।
যিনি তার পতি, সপত্নী সংহতি,
নিজ স্থানে চলি যান॥
ধরি চন্দ্রাননে, প্রমথ সত্বরে,
যুবতীর প্রতি কয়।
নাহি যেতে মন, ওরে প্রাণধন,
কি করি না গেলে নয়॥
অরুণ তখন, যেমন শয়ন,
অমনি উদয় হন।
কমলিনী সনে, গোলাপী ভবনে,
প্রমথের পলায়ন॥

রুক্মিণীর গর্ভ অনুষ্ঠান।

পয়ার।

প্রতিদিন এক জন সখী সমিভ্যারে।
আসিয়া রাখিয়া যায় রাজার কুমারে॥
প্রমদে পৌঁছিয়া সখী করেন পয়ান।
রাজপুত্র গোলাপীরে আসিয়া শুধান॥

তুমি কি করিলে মাসী উপায় আমার।
গোলাপী কহেন আছি চেষ্টায় তোমার॥
অসাধ্য সাধনা যদি হতো তৎপর।
তা হলে কি উপাসনা করে পরস্পর॥
তোমার কারণে বাপু অন্ন নাহি খাই।
কি জানিবে তুমি বাছা জানেন গোসাঁই॥
প্রমথ কহেন মাসী তোমা ভিন্ন আর।
কে করিবে বনিপোর এত উপকার॥
প্রতিদিন রাজপুত্র যান সেই খানে।
কেবল সখারা ভিন্ন অন্যে নাহি জানে॥
সে দিন গিয়াছে দূরে দুর্গতি বিমুখ।
মিলন হয়েছে যেন লোহাতে চুম্বক॥
দোঁহার পিরীতে বদ্ধ হল দুই জন।
অদৃশ্য যেমন জরাসিন্ধুর যোড়ন॥
ক্রমে ক্রমে, পিরীতের বাড়ে অনুরাগ।
সময় পাইয়া বাড়ে যৌবনের রাগ॥
উথলিয়া সুখসিন্ধু হয়েছে সুদিন।
সর্ব্বদাই সুখী মন ভাবনা বিহীন॥
নূতনে নূতন প্রেম হয়ে যোগাযোগ।
নূতন নূতন নিত্য করেন সম্ভোগ॥
যে করেছে সেই চিনে পিরীতি রতন।
অরসিক প্রতি যেন অন্ধের দর্পণ॥

মনোনীত দ্রব্য যাহা হয় প্রয়োজন।
সখীরা অমনি আনি হন প্রিয়জন॥
পুরুষ সাজেন কোন দিন তরঙ্গিণী।
যুবরাজ সেই দিন সাজেন কামিনী॥
যখন মোগল হন রাজার নন্দন।
মোগলানী হয়ে রন রমণী তখন॥
প্রমথ কখন হন কাপ্তেন লেপ্টেন।
তরঙ্গিণী বিবী হয়ে দেন সেক্‌হেন॥
যখন অন্তরে যাহা কহিতেছে সক্‌।
সকল মিটায়ে লন মনের আসক্‌॥
বাহার অধিক নয় সমান বয়েস্‌।
যখন যেমন মন করেন আয়েস্‌॥
কত দিনে দুই জনে নাহি অবকাশ।
গর্ব্ববতী রসবতী দুই তিন মাস॥
অপ্রকাশ রাখে কাকে নাহিক জানান।
সহচরীগণে মনে করে অনুমান॥
তারা কয় দেরি নয় পড়িলেন ধরা।
অধিনীদিগের পক্ষে সাপে ছুঁচা ধরা॥
ছাড়িলে হারাই আঁখি না ছাড়িলে মরি।
রাজকন্যা হন ঐরি রাজা খড়্গ ধারী॥
সখী বলে চিন্তানলে দগ্ধ হয় মন।
হরিষে বিষাদে দুর্য্যোধনের মরণ॥

অমৃত জ্ঞানেতে বিষ করেছেন পান।
এখন উপায় কিছু ভাবিয়া না পান॥
কেহ কহে জেনে শুনে সকলে মজেছি।
মৃত্যুর ঔষধি অগ্রে গলায় বেঁধেছি॥
যা হউক আমাদের হয়েছে বিরাগ।
সুধাইলে কালামুখী উল্‌টে করে রাগ॥
ঠাট করা রঙ্গ ভঙ্গ রহিল কোথায়।
সে রঙ্গ বৈরঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ অভিপ্রায়॥
যেমি কর্ম্ম তেমি ফল ফলিবে নিশ্চয়।
কদাচিত পাপকর্ম্ম ছাপা নাহি রয়॥
এখন গোপনসিন্ধ প্রকাশ কুকায।
শুনিলে পলায়ে অগ্রে যাবে যুবারাজ॥
আমাদিগে করিবেক লয়ে লণ্ডভণ্ড।
দোষীরে সম্মুখে পেলে দিবে তার দণ্ড॥
চন্দ্রমুখী বলে সখী ঐ ভেবেছ মনে।
শূলেতে চড়াবে ভূপ শুনিয়ে শ্রবণে॥
শোণিত হইবে নাহি ভূতলে পতন।
ভস্মপরি ছেদ করি বধিবে জীবন॥
কমলিনী প্রতি কয় হইয়া দুঃখিত।
মাসী যদি পারে কিছু করিবারে হিত॥
চলিলেন কমলিনী মাসীর সম্মুখে।
হৃদয় কম্পিত ভীত ধুলা উড়ে মুখে॥

কমলিনী ভয়ান্বিত হইয়া গোলাপীর নিকট গমন।

পয়ার।

কমলিনী অন্তরেতে হয়ে অতি ভীত।
ভাবেন মাসীরে বলা পূর্ব্বাহ্নে উচিত॥
সে দিন প্রমথ সঙ্গে যাইয়া সে জন।
প্রমথ হইয়া রন সেই নিকেতন॥
যখন যামিনী অর্দ্ধ অনুমান হয়।
গোলাপী শয়নে কিন্তু নিদ্রাগত নয়॥
হেনকালে কমলিনী সেই খানে আসি।
কহিতেছে দ্বার খুলে দেও দেখি মাসী॥
গোলাপী কহেন এত রাত্রে কি কারণ।
কমলিনী কন আছে বিশেষ কথন॥
গোলাপী উঠিয়া দ্বার খোলে ত্বরা করি।
কমলিনী কন মাসী এই বার মরি॥
মাসীবৃদ্ধি দুই জনে বসি একাসনে।
কমলিনী কন বাণী গোলাপীর সনে॥
বড়ই বিপদ মাসী একি সর্ব্বনাশ।
রাজসুতা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে নির্য্যাস॥
কহিতে এসব কথা প্রাণে হয় ভয়।
দুই তিন মাস হলো রক্ত নাহি হয়॥

যে জন আছয়ে দাসী তোর এই ঘরে।
সঙ্গোপনে নারীবেশে যাতায়াত করে ॥
গোলাপী কহিছে হলো একি সর্ব্বনাশ।
আজি হতে ছাড়িলাম জীবনের আশ ॥
এই কথা ছাপা নাহি রবে কদাচিত।
উপায় কি বাঁচিবার নাহি দেখি হীত ॥
অপরাধি নহি যদি জানেন ভূপতি।
তথাচ বাটীতে বাসা ঘটিবে দুর্গতি ॥
সাধু সঙ্গে সঙ্গী হলে ধর্ম্মের সঞ্চয়।
অসাধুরে বাসা দিয়ে জীবন সংশয় ॥
আর তারে স্থান নাহি দিব কোনমতে।
অবিলম্বে দূর করে যাকু বাটী হতে ॥
উতলার কায নয় কমলিনী কয়।
উহারে তাড়ান দাসী আপাতক নয় ॥
যদিস্যাৎ সেই জন করে পলায়ন।
কার শিরে দোষ রাখি ঘুচাবে মরণ ॥
আমাদের গেছে নাক নাহিক সংশয়।
তোমার মস্তক বাছা কিসে রক্ষা হয় ॥
গোলাপী শিরেতে শিলে মারি খেদে বলে।
জীবন থাকিতে আমি প্রবেশিব জলে ॥
ভাঙ্গিয়া কাঁঠাল খেলি মাথায় আমার।
এঘটনা বিনা তোরা ছুটা মাথা কার ॥

উপায় কি বল দেখি হইবে আমার।
কমলিনী বলে সব ঘটনা তোমার ॥
তুমিতো নাটের গুরু জেনেও জাননা।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব স্মরণ করনা ॥
এখন উপায় চিন্তা করা কি কারণে।
সলিল বহিয়ে গেলে কি করে বন্ধনে ॥
সাধের বনিপে তোর বড় হিতকারী।
তার জন্য অনুরোধ কতই তোমারি ॥
যাহা হৌক্ রাত্রে কথা উত্থাপন নয়।
দিবসে আসিয়া কালি কব যাহা হয় ॥
যার যেই ঘরে গিয়া করিল শয়ন।
নিশি শেষে উপনীত রাজার নন্দন ॥
কমলিনী তরঙ্গিণী কাছে চলে যায়।
ভোজনান্তে রাজপুত্র মোহিত নিদ্রায় ॥
নিদ্রা ভঙ্গে গিয়া সেই গোলাপীর ঘরে।
দেখি তার মন ভারি অনুমান করে ॥
জ্ঞান হয় কোন ভাবে জানিয়াছে কিছু।
আবার বেটীরে বুঝি দিতে হলো কিছু ॥
প্রমথ কহেন মাসী কব এক কথা।
যদি তুমি তার আর না কর অন্যথা।
খিলির দোকানে দেখি অতি অল্পলাভ।
যে কাযে সঞ্চয় নয় সে লাভ অলাভ ॥

পাঁচ শত মুদ্রা দেই হস্তেতে তোমার ।
নানা দ্রব্য আনি মাসী করহ ব্যাপার ॥
গোলাপী ভাবিছে মনে তাই আমি চাই ।
এহেন বনিপো বল কি দোষে তাড়াই ॥
ওপাড়ার লোক মরে আমার হিংসায় ।
বনিপো তাড়াব আমি পরের কথায় ॥
বিবাহ না হয় তার প্রতিজ্ঞার দায় ।
বাঁচিয়া পিরীতি করে আমার কি তায় ॥
আপনার ঘর রাজা না করে শাসন ।
অপরাধি আমি হব হবে যাঙ্গুধন ॥
প্রমথে চাহিয়া কয় বাছা রে আমার ।
মরে গেলে আমি যাহা সকলি তোমার ॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি নিজ জন ।
বনিপোতে বর্ত্তাইবে অবীরের ধন ॥
প্রমথ কহেন বটে আছে ব্যবস্থায় ।
অবীরা মাসীর ধন বনিপোয় পায় ॥
দুই শত মুদ্রা দেন তখনি কুমার ।
বেটী ভাবে বনিপোর যুড়ি মেলা ভার ॥
কি আশ্চর্য্য গোলাপীর ধনের প্রয়াস ।
ধনের কারণে ত্যজে জীবনের আশ ॥
গোলাপী প্রমথে হেথা কথোপকথন ।
ভূপতি করেন হোথা বর অন্বেষণ ॥

রাণী চন্দ্রকলা তরঙ্গিণীর বিবাহের কথা
ভূপতিকে কহেন।

পয়ার।

চন্দ্রকলা কন ভূপ কি কব বিশেষ।
তরঙ্গিণী বিবাহের নাহি হলো শেষ॥
আইবড় মেয়ে ঘরে যৌবন অবস্থা।
তোমার কি দুঃখ তায় তার দুরবস্থা॥
তরঙ্গিণী মুখ পানে চাওয়া সুকঠিন।
পিতা হয়ে কন্যা প্রতি এমন কঠিন॥
কেমন করিয়া অন্ন রুচে মহারাজ।
কেবল সর্ব্বদা ব্যস্ত কর রাজকায॥
আইবড় যুবা মেয়ে যেমন কৃতান্ত।
যার ঘরে আছে সেই ভাবিয়া প্রাণান্ত॥
কেমনে নিদয় হয়ে আছ নিশ্চিন্তিত।
কিঞ্চিত অন্তর মধ্যে নাহি হয় ভীত॥
অবিদিত কিছু নাই বলিতে কি হয়।
যৌবন সময় মেয়ে মা বাপের নয়॥
রাজপুত্র কত এসে যায় ফিরে ফিরে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি নাহি চাও ফিরে॥
তোমায় না দিব দোষ অদৃষ্টের ফের।
নতুবা এমত বিঘ্ন কন্যা বিবাহের॥

নোয়ান মস্তক রাজা সলজ্জিত হয়ে।
রাণীরে প্রবোধ দেন প্রিয়বাক্য কয়ে॥
সুবোধ হইয়া কেন নির্ব্বোধের কথা।
যার প্রতি প্রজাপতি নির্ব্বন্ধন যথা॥
কভু নহে জন্ম মৃত্যু বিবাহ অন্যথা।
কার সাধ্য খণ্ডিবারে বিধাতার কথা॥
যে দিন ঘটনা হবে বিধির ঘটন।
সে দিন বিবাহ দিন হবে নিরূপণ॥
রাণী কন স্তোকবাক্যে নাহি প্রয়োজন।
জানিলাম কন্যা প্রতি যেমন যতন॥
অধোমুখ হয়ে রাণী বৈসেন তখন।
ভূপতি মধুর স্বরে মহিষীরে কন॥
অকারণ চিন্তা তুমি কেন কর আর।
সাত দিন মধ্যে দিব বিবাহ কন্যার॥
অন্যথা হবে না কভু আমার বচন।
চন্দ্র সূর্য্য ভূমিতলে হইলে পতন॥
যে সকল দ্রব্য চাহি বিবাহের স্থলে।
আয়োজন কর রাণী গিয়া কুতূহলে॥
বাহির হইলে পরে ভূপতির বার।
পাত্র মিত্র আদি সব জানি পরস্পর॥
অমনি সকলে আসি রাজার গোচর।
প্রণিপাত করি রন যোড় করি কর॥

রাজা কন মন্ত্রিগণ শুন দিয়া মন।
কন্যার বিবাহদ্রব্য কর আহরণ ॥
মন্ত্রী কন অনুমতি হলে নররায়।
তখনি যোগাব দ্রব্য কথায় কথায় ॥
হেনকালে দিগম্বর বর্ম্মা রাজ্যেশ্বর।
তাহার তনয় যার নাম বিশ্বম্ভর ॥
উপনীত সেই স্থলে তরঙ্গিনী তরে।
বিবাহের আলোচনা শুনি পরস্পরে ॥
রূপ গুণ কুল শীল সকলের চেয়ে।
নরপতি তুষ্ট অতি তার প্রতি চেয়ে ॥
নিরখিয়া নিরীক্ষণে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
আঁখি দুটি কটা পরে হয় নিরীক্ষণ ॥
পুরোহিতে আনাইয়া পরিচয় লন।
নয়ন হেরিয়া কটা মনে খোটা হন ॥
রাণীর সঙ্কার তায় করিলেন স্থির।
বিবাহ সাবক্ত নর ভাবত অস্থির ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখি অত্যন্ত সন্তোষ।
কেবল নয়ন কটা স্বীকার সে দোষ ॥
জামাতা রাজার অন্ত বুঝিয়া অন্তরে।
নিবেদন শ্বশুরের প্রতি করে বরে ॥
আঁখি দুটি কটা তাহে কিবা আটকায়।
হস্তের অঙ্গুলি পাঁচ সমান কোথায় ॥

জামাতার কথা শুনি হৈল চক্ষু স্থির।
নৃপতি দুঃখিত অতি নম্রমাণ শির॥
খেদান্বিত হয়ে পরে কন কিছু ছলে।
গলে শিলে বেঁধে মেয়ে ফেলিলাম জলে॥
যাহা হোক বিশ্বম্ভরে করিব জামাতা।
হইলে সপ্তাহ গত কথায় অন্যথা॥
দিনস্থির করি রাজা আনন্দিত মনে।
সকল বৃত্তান্ত কন মহিষীর সনে॥
চলিলেন রাণী লয়ে পুরবাসিগণে।
বিশ্বম্ভরে দেখিবারে অতি হৃষ্টমনে॥
পাত্র হেরি পত্র কর মহারাণী কন।
নেত্রদোষ নহে দোষ শুনহ রাজন॥
রাণীর মনন বুঝি কহেন ঈশ্বর।
হইলেক বিশ্বম্ভর কুমারীর বর॥
গায়েতে হরিদ্রা দেয় আছে পূর্ব্বাপর।
তাহাতে হইল মন রাণীর নির্ভর॥
হেনকালে এক দূত আসি ত্বরাত্বরি।
ভূপতি সদনে কন নমস্কার করি॥
বিক্রম কেশরী রাজা সুরঙ্গে ঈশ্বর।
ভরত আমার নাম তাঁর অনুচর॥
প্রমথ নামেতে সেই রাজার কুমার।
রূপ গুণ বলে তার সাধ্য আছে কার॥

কোন খানে গিয়াছেন না পান সন্ধান।
অন্বেষণ তাঁর রাজা লন স্থানে স্থান ।।
আমি যেন হেন দূত গেছে দেশে দেশে।
তল্লাশ করেন সবে অশেষ বিশেষে ।।
সীতার হরণ হলে যত কপিগণ।
বিদায় করিয়া ভূপ করে নিরীক্ষণ ।।
তেমতি দেখিছে সব করি অন্বেষণ।
স্থাবর জঙ্গম জল বন উপবন ।।
প্রতিমূর্ত্তি কুমারের করিয়া লিখন।
পৃথক দূতের হস্তে দিয়া নিদর্শন ।।
পাঠান কতেক দূত কত রাজ্যে রাজ্যে।
আসিয়াছি মহারাজ সেই রাজকার্য্যে ।।
ইহা বলি রাজদূত রাজার সদন।
প্রমথের চিত্রপট করিল অর্পণ ।।
চিত্রপট দেখি রাজা পড়িয়া লিখন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত ভূপে হইল স্মরণ ।।
সকলের শ্রেষ্ঠ রাজা বিক্রমকেশরী।
কত রাজা তার দ্বারে কর যোড় করি ।।
অনিমিখে চিত্রলেখা হেরিয়া মনন।
এমত জামাতা হবে ভাগ্য কি এমন ।।
সকল বৃত্তান্ত পরে রাণীরে শুনান।
প্রমথ কোথায় রাণী রাজারে সুধান ।।

ইহা শুনি রাণী হস্তে দেন চিত্রপট।
পট হেরি রাজ্যেশ্বরী করে ছট ফট॥
তোরঙ্গের মধ্যে রাখি করিয়া যতন।
নৃপতির প্রতি কন হরষিত মন॥
দেখ দেখি প্রমথেরে সন্ধান করিয়া।
বিশ্বম্ভরে রাখ রাজা স্তোকবাক্য দিয়া॥
রাজা কন স্থিরতার অন্যথা কোথায়।
রাণী কন ছাদ্না হতে নর ফিরে যায়॥
সেই কথা নির্ভরতা করিয়া রাজন।
বিক্রমকেশরী পুত্রে লন অন্বেষণ॥
তত্ত্ব করে প্রমথেরে না পেয়ে উদ্দেশ।
বিশ্বম্ভর প্রতি ভর হয় অবশেষ॥
ভূপতি রাণীর প্রতি কহেন তখন।
দেখ দেখি প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ কেমন॥
বিশ্বম্ভর হৈল বর বিধির ঘটন।
অন্যথা করিতে কেবা পারে সে লিখন॥
অন্য মন অকারণ করা প্রয়োজন।
তরঙ্গিণী আন রাণী আপন ভবন॥

মহারাণীর তরঙ্গিণীর মন্দিরেগমন।

পয়ার।

কন্যা আনিবারে রাণী করিয়া গমন।
দেখিলেন তরঙ্গিণী ভূতলে শয়ন॥
বিহারের অনুরোধে যামিনী জাগৃত।
ধরাতে অঞ্চল পাতি নিদ্রায় আবৃত॥
একদৃষ্টে কন্যা প্রতি করি নিরীক্ষণ।
অনুমানে জানি যেন গর্ব্বের লক্ষণ॥
সে লক্ষণ বিলক্ষণ কিছু মিথ্যা নয়।
গিয়াছে অন্তরে রজো দৃশ্য নাহি হয়॥
উদর ডাগর গায়ে নীলবর্ণ শির।
কুচদ্বয় অতিশয় পরিপূর্ণ ক্ষীর॥
নিতম্ব হয়েছে ভারি পাণ্ডুবর্ণ কায়।
শয়ন করেন ভূমে অলসের দায়॥
দেখিতে দেখিতে হয় সবিস্ময় মন।
পয়োধরে অগ্রে ধরে নিবিড় বরণ॥
রমণী কন যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ।
ভাবের বিভিন্ন ভাব একি অলক্ষণ॥
যেই স্থলে পুরুষের না আসা সম্ভব।
সেস্থলে এসব কায একি অসম্ভব॥
সখীগণ প্রতি হন জ্বলন্ত অনল।
খাণ্ডবদাহনে বহ্নি যেমন প্রবল॥

সিংহের মস্তকে হলো শৃগালের বাসা।
একেবারে ত্যজ সবে জীবনের আশা॥
মহারাণী কন বাণী রক্ত বর্ণ চক্ষে।
মাতায় করাত দিব কে করিবে রক্ষে॥
কি সাহসে অসদৃশ কর্ম্ম কৈলি সম।
অবিলম্বে পাঠাইব কৃতান্ত ভবন॥
ক্রোধভরে কন পরে শুনহ বচন।
জানিলাম তোমাদের নাহিক বাঁচন॥
বাঁচবার আশা যদি হয় পুনর্ব্বার।
আমার সহিত তবে আয় একবার॥
চলিলেন রাগভরে রাণী চন্দ্রকলা।
চঞ্চলা গমনে যেন গমন চঞ্চলা॥
সখিগণে রাণী সনে দ্রুতগতি যায়।
তরঙ্গিণী নিদ্রাগত রহেন তথায়॥
কত দূরে গিয়া রাণী ভাবেন কি দায়।
শক্রগণে লয়ে সনে যাব বা কোথায়॥
সখিগণে স্থির মনে সঙ্গোপনে কন।
বিবরিয়া কহ সবে সত্য বিবরণ॥
কার দ্বারা হলো এই ঘটনা ঘটন।
অসত্য কহিলে হবে নিকট মরণ॥
সখীগণ সবে কন করিয়া সগুণ।
মিথ্যা যদি কহি মনে না পাব আগুণ॥

কন কর পরশিয়া মহিষীর পায়।
সত্য কহি যদি চক্ষু যেন যায়॥
সবে মাত্র ভাল মন্দ আমরা এ জানি।
এক দিন তরঙ্গিণী কন এই বাণী॥
পদ সেবা অন্তে তাঁর করেছি শয়ন।
ডাকিয়া কহেন ওলো শুন সখীগণ॥
শরীরের মধ্যে কিছু হয়েছে অসুখ।
নিদ্রা এসে নিশি শেষে দীপ্ত হলে সুখ॥
এক স্থানে সর্ব্ব জনে থেকে হবে গোল।
সবে মিলে গোলেমালে করিবি পাগল॥
একেলা থাকিব আমি আগার ভিতরে।
তোমরা সকলে গিয়া থাক অন্যান্তরে॥
কহিলাম আপনাকে একাকী রাখিয়া।
কেমনে দূরেতে রব অসুখ শুনিয়া॥
তাহে তিনি কহিলেন তাহে নাহি ভয়।
এই হেতু থাকা হয় বিভিন্ন আলয়॥
অদ্যাবধি হইল সে মাস পাঁচ ছয়।
তদবধি এক গৃহে থাকা নাহি হয়॥
আজ্ঞাবহ হয়ে আছি অধীনে যাহার।
তব আজ্ঞা অনুমতি শুনিতে তাহার॥
সেই আজ্ঞা অনুসারে থাকা অন্য ঘরে
নাহি জানি এ যাতনা হইবেক পরে॥

অঘটন ঘটিবেক কেবা জানে আগে ।
ভাবিলেন ভীত হয়ে পড়ি পাছে রাগে ॥
যাহা জানি কহিলাম এই সবিশেষ ।
আপন উচিত যাহা কর অবশেষে ॥
রাণী অতি বুদ্ধিমতী সুধীর সুবোধ ।
সখীগণ প্রতি শান্ত হইলেন ক্রোধ ॥
ভাবিলেন এ বিষয় যদি করি জারি ।
কন্যা প্রতি নরপতি হইবেন ভারি ॥
সকল বজায় রাখা আমার উচিত ।
কন্যা স্থানে সখীগণে পাঠান ত্বরিত ॥
দেখিলেন বিপরীত হয়েছে বিহিত ।
আমি কিন্তু ভূপতিকে করি গোপন হিত ॥
কি করিয়া নিবারিয়া কব রাজেশ্বরে ।
কেমনে উত্তীর্ণ হব কলঙ্ক সাগরে ॥
না কহিলে অপ্রকাশ না রবে কখন ।
অপমানে ত্যজিবেন ভূধব জীবন ॥
এত ভাবি মহারাণী করেন গমন ।
মৃত্যুপ্রায় চলে যেতে না চলে চরণ ॥

অথ রাণী চন্দ্রকলা তরঙ্গিণীর গর্ভ অনুষ্ঠান জানিয়া নৃপতির নিকটে গমন।

পয়ার।

রাণী গিয়া রাজাধরে কন সমাচার।
থাক রাজা লয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা তোমার॥
সবে মাত্র এককন্যা এই মাত্র সার।
তাহার উপর এত তাচ্ছিল্য তোমার॥
ঘরেতে সমর্থা হেন আইবড় মেয়ে।
তিলেক কখন তুমি নাহি দেখ চেয়ে॥
যুবতী যৌবন কালে জ্ঞান হয় হত।
স্বধর্ম্ম রক্ষায় রাখে সাবধান কত॥
পায় পায় শত্রু ফেরে দেখিয়া যৌবন।
যৌবন প্রভাবে সদা হয় অন্য মন॥
তাদের নাহিক দোষ সময়েতে করে।
তার জন্য সমসর্গ সাবধান তরে॥
তোমার কন্যার প্রতি নাহি দয়া লেশ।
সেই হেতু কলঙ্কেতে পূরিল এ দেশ॥
দেশাদেশ নহে শেষ হইবে ভুগিতে।
বেঁচে থেকে এই সব হইল দেখিতে॥
মহারাজ কন কহ বৃত্তান্ত ইহার।
মহারাণী কন বাণী দুর্ভাগ্য আমার॥

আনিতে কুমারী আমি করিয়া গমন ।
দেখিলাম তরঙ্গিণী গর্ভের লক্ষণ ।।
স্বদেশে বিদেশে এই কলঙ্ক প্রচার ।
সব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব হলো ভূপতি তোমার ।।
শুনিয়া নিস্তব্ধ রাজা নাহি সরে বাণী ।
অভিমানে দুনয়নে অবিশ্রাম পাণী ।।
অপমানে অভিমানে কহেন এমনি ।
অদ্য কি বিপদে যদি পতন অমনি ।।
গরল খাইয়া প্রাণ সুখে নাহি রব ।
উঠিয়া ললাটে নেত্র অপযশ সব ।।
ভূপতি কহেন এই করিলাম পণ ।
এখনি গরল আমি করিব ভক্ষণ ।।
জীবন্ত থাকিয়া আমি হবো এবে মরা ।
বংশেতে কলঙ্ক রবে যত দিন ধরা ।।
ধন জন প্রয়োজন নাহিক আমার ।
অপার কলঙ্ক সিন্ধু কিসে হব পার ।।
না রাখিব প্রাণ আর করিলাম সার ।
অপঘাত মৃত্যু ছিল কপালে আমার ।।
মহারাণী কন রাজা এই কি বিধান ।
বিপদ শুনিয়া বুঝি হারাইলে জ্ঞান ।।
পরাণ ত্যজিবে তুমি গরল ভক্ষণে ।
না রাখিব আমি প্রাণ তোমার বিহনে ।

আপনি মজিয়া সব সংসার মজাবে।
ইহকাল পরকাল এককালে যাবে॥
সাহস করিবে লোক পড়িলে বিপদে।
অর্পণ করিয়া মন অভয়ার পদে॥
জানিয়া বিপদ রাজা হলে ম্রিয়মাণ।
সাজে যেন ত্যজে হাসি হেরিয়া তুফান॥
আমি এক উপদেশ কহি মহারাজ।
তা হলে ঢাকিতে পারে কলঙ্কের কায॥
কোন কথা উত্থাপনে নাহি প্রয়োজন।
তরঙ্গিণী বিবাহের কর আয়োজন॥
কন্যার বিবাহ দেও বিশ্বম্ভর সনে।
আবশ্যক নাহি অন্য কোন আন্দোলনে॥
এ প্রকার কর আশু ঢাকিবে নিশ্চয়।
পশ্চাৎ করিব উক্তি যুক্তি যাহা হয়॥
ভূপাত কহেন এই যুক্তি হৈল সার।
পুরুষ হইতে স্ত্রীর বুদ্ধি চমৎকার॥
কহি বাণী রাজরাণী যান নিজ স্থানে।
এ বৃত্তান্ত অন্য আর কেহ নাহি জানে॥

অথ সহচরীগণ প্রত্যাগমন করিয়া রাজকন্যাকে গোচর
স্বগোচর করায় রাজকন্যার আক্ষেপ।

পয়ার।

সখি সব যেন সব বিরস বদনে।
পালটিয়া গিয়া রাজকন্যার সদনে ।।
দেখেন নিদ্রায় ধনী আছে অচেতন।
ডাকাডাকি করি তাঁরে করিলা চেতন ।।
রাজকন্যা ক্রোধান্বিতা হয়ে অতিশয়।
অরুণ নয়নে চেয়ে সখিগণে কয় ।।
কিসেতে বাড়িল হাঁলো এত অহঙ্কার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ তোরা করিলি আমার ।।
সমতুল্য হীন জনে করিলে আদর।
অনায়াসে উঠে বৈসে মস্তক উপর ।।
সখী বলে নিদ্রা ত্যাজ ভাব আগে পাছে।
একেবারে সে সুখের বাসা পুড়িয়াছে ।।
আসিয়া সে ঠাকুরাণী আপনি হেথায়।
আপনাকে দেখেছেন নিদ্রা অবস্থায় ।।
অনুভাবে জেনেছেন সকল লক্ষণ।
সে লক্ষণ অলক্ষণ নহে বিলক্ষণ ।।
তোমা হতে প্রেমব্রত হলো উদ্যাপন।
সহচরীগণ সহ হলো বিসর্জ্জন ।।

রাণীর সম্মুখে বাক্য কহে সাধ্য কার ।
স্নেহশূন্য ভাব যেন করেন সংহার ॥
আমরা তোমার হয়ে অসত্য কহিয়া ।
দিয়াছি বিনয় বাক্যে বিদায় করিয়া ॥
রাজকন্যা কন ভয়ে হয়েছে প্রকাশ ।
কি হবে ঘটিল সখি একি সর্ব্বনাশ ॥
জননী দেখেন স্নেহে প্রাণের সমান ।
কেমনে দেখাব মুখ তাঁর বিদ্যমান ॥
পিতা তিনি পূজ্য তিনি জগত সংসারে ।
আমার কারণে খোঁটা সবে দিবে তাঁরে ॥
আর নাহি কালামুখ দেখাব কাহায় ।
জীবন যাইলে সখী জীবন জুড়ায় ॥
এখন কি ঘৃণা ছিছি হতেছে অন্তরে ।
এমন কুকর্ম্ম যেন ভারতে না করে ॥
থাকিব এ ছার প্রাণ তাহে নাহি দায় ।
রহিলাম ক্ষণমাত্র তার অপেক্ষায় ॥
প্রাণনাথ যামিনীতে আসিলে হেথায় ।
পায়ে ধরে আমি তাঁরে হইব বিদায় ॥
দেখা যদি নাহি করি সে জনের সনে ।
সে কিন্তু ত্যজিবে প্রাণ আমার বিহনে ॥
করাঙ্গুলি নাসিকায় দিয়া সহচরী ।
হাসি পায় দুঃখ [illegible] কহে লাজে মরি ॥

অনন্তর একি ভাব ভাবনা কে বলে।
কি পদার্থ প্রেমতত্ত্ব নিরর্ত্ত না মলে॥
এই মত আক্ষেপেতে দিবা অবসান।
অস্তাচলে অবহেলে দিনমণি যান॥
প্রমথ এ সব কিছু না পান সন্ধান।
তরঙ্গিণী সন্নিধানে করেন পয়ান॥

তপ তরঙ্গিণীর মন্দিরে প্রমথের গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অবিলম্বে যুবরাজ, পরিয়া রমণীসাজ,
ভুলাইতে রাজার নন্দিনী;
দেবাসুর যেন রণ, করিবারে নিবারণ,
ভগবান হলেন মোহিনী॥
একেত সুন্দর অতি, হইলেন রসবতী,
নিরুপমা সুভঙ্গিম ঠাম।
দৃষ্টে হলে চন্দ্রানন, স্থির নয় হয় মন,
প্রবল হইয়া উঠে কাম॥
হেরিলে দর্পণপানে, আপনি অস্থির প্রাণে,
অন্যে কি করিয়া প্রাণ ধরে।
সাধিতে আপন কায, পুরুষেতে নারীসাজ,
সাধ্য কার এই কাজ করে॥

অধরে তাম্বুলরাগ, রাগে রাগে বাড়ে রাগ,
নিবর্ত্ত না হয় কদাচন।
বিলম্ব নাহিক সয়, বিভাবরী নাহি হয়,
দিবা দৃশ্যে করেন গমন।
কপট কাঁচলী বুকে, ঢাকেন মনের সুখে,
অসাধ্য সাধন মনে জেনে।
রমণীর আভরণ, অঙ্গে করি আচ্ছাদন,
ফেলে দিয়া আড়ঘোমটা টেনে॥
আগামাত্র যার আশে, চলিলেন তার পাশে,
চন্দ্রমুখী সহচরী সনে।
এড়াইলা সব দ্বার, দুষ্ট কিন্তু সভাকার,
ফাঁকি দিয়া দ্বারপালগণে

প্রমথ ও তরঙ্গিণীর আক্ষেপ।

পয়ার।

রাজপুত্র যান যথা রাজার কুমারী।
সে দিন সে রস নাই দেখেন সবারি॥
বিষণ্ণবদনে বসি হেরি সর্ব্বজন।
বিষাদেতে যুবরাজ বিরস বদন॥
ভাবেন যদ্যপি কোন দোষে হই দুষী।
মার্জ্জনা অবশ্য হবে করে ধরি তুষি॥

রূপবতী মুখপানে চাহিয়া অমনি ।
বিস্ময় করিয়া কন শুন সুবদনি ॥
কিসের কারণে অতি উদাস্য বদন ।
মলিন বদন দেখি দুঃখে দহে মন ॥
হইতেছে অন্তরেতে বাসনা আমার ।
আত্মঘাতী হয়ে প্রিয়ে হইতে সংহার ॥
অবহেলা এত যদি বাড় অবশেষে ।
হাসিয়া বিদায় দেহ চলে যাই দেশে ॥
অতি ম্লানা রাজবালা কন ধীরে ধীরে ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়াছে শিরে ॥
আমার দেখিতে হেথা আসিয়া জননী ।
গিয়াছেন জেনে তিনি সকল আপনি ॥
মাতা পিতা উভয়ের হয়েছে গোচর ।
ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে কাঁপে কলেবর ।
এছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন ।
অভিলাষ হইতেছে হেরিতে শমন ॥
প্রাণধন বিনা যাব তাহার সদন ।
একান্ত চিত্তেতে ইহা করেছি মনন ॥
আমায় না দেখা পেতে আসিয়া এখন ।
কেবল রয়েছে প্রাণ হেরিতে বদন ॥
অপরাধ প্রাণনাথ করিয়াছি কত ।
দাসীরে বিদায় দেও জনমের মত ॥

এখানে তোমার থাকা তিল অর্দ্ধ নয়।
অবিলম্বে চলে যাও আপন আলয়॥
এই কথা ছাপা নাহি রবে কদাচন।
বিপদে বিপাকে কেন হারাবে জীবন॥
অভাগী তেজিবে প্রাণ তাহে নাহি খেদ।
বিশেষ কারণ তাহে তোমার বিচ্ছেদ॥
মরণ বিচ্ছেদ হোতে বড় কিছু নয়।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হতে মৃত্যু সুখোদয়॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে কহি তব আগে।
রাখিয়া তোমায় বনে আমি মরি আগে॥
প্রাণের অধিক হও ওরে প্রাণধন।
আমার কারণে তুমি ত্যজিবে জীবন॥
আত্মরক্ষা পলায়ন এই কি বিধান।
যে পারে একার্য তার নির্দ্দয় পরাণ॥
দূত মুখে শ্রুতমাত্র তব বিবরণ।
জানিয়াছি পিতা মাতা করিয়া বর্জ্জন॥
এ বিচ্ছেদ সে বিচ্ছেদ হতে বড় নয়।
জ্বালার উপরে জ্বালা দগ্ধে প্রাণক্ষয়॥
দুজনা দুঃখিত জ্ঞান হইয়া বিহীন।
তাহার বর্ণনা করা অতি সুকঠিন॥
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে যেন যমুনার জল।
গোপীর নয়ন জলে হইল প্রবল॥

সেই মত উভয়ের নয়নের নীরে ।
ধরণী উপরে ধারা বহিছে অধীরে ॥
তরঙ্গিণী কন আর বাচন বিফল ।
প্রমথ কহেন প্রিয়ে মরণ মঙ্গল ॥
নিতান্ত ত্যজিবে প্রাণ করিয়াছ মন ।
যোগাসনে দুই জনে ত্যজিব জীবন ॥
অকারণ কি কারণ চিন্তা বল তায় ।
দুজনার কাছে পৌঁছে কহিব বিদায় ॥
মরণের অতিরিক্ত নাহি সবে কয় ।
প্রিয়জনে দুঃখ শুনে মৃত্যু ইচ্ছা হয় ॥
ঘোষণা থাকিবে এই পিরীতের রীত ।
বিচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রিয়ে মরণ উচিত ॥
প্রজ্বলিত প্রেমানলে প্রদক্ষিণ হয়ে ।
প্রবেশ করিব প্রিয়ে নির্ভয় উভয়ে ॥
দুজনে নারিয়া দিন বিচ্ছেদেরে ফাঁকি ।
যাবত জীবন রবে মিলনেতে থাকি ॥
যতক্ষণ বেঁচে থাকা সকলে সবার ।
নয়ন মুদিত হলে কেহ নহে কার ॥
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত ঢেলে দেও ।
বিধুমুখী বিধুমুখে হেসে কথা কও ॥
বদন চুম্বন করি ধরি দুই করে ।
রাজবালা সহ যান শয়নের ঘরে ॥

তাহা হেরি সহচরী যে যেখানে ছিল।
চিত্রের পুত্তলি ন্যায় সে স্থানে রহিল॥
রসবতী রসরাজ প্রবেশিয়া ঘরে।
দুই জনে বসিলেন পালঙ্ক উপরে॥
মনোগত মনমথে করিয়া দমন।
মনে ভাবে পিরীতের হলো উজ্জাপন॥
মদন নিধন হলে বাগে রাগ ক্ষয়।
অবশেষ উভয়ের আতঙ্ক উদয়॥
যামিনী অর্দ্ধেক গত অনুমান হয়।
সখী যত নিদ্রাগত জাগ্রত উভয়॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে শুনহ কথন।
আমি এক সংযুক্তি করেছি মনন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই না করে পূরণ।
হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ সেইত মরণ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা এই ত্যজিবে জীবন।
অনুকল্প তার বিধি করা পলায়ন॥
পলায়ন মৃত্যু তুল্য নাহি কোন ভেদ।
অগোচর নাহি তার দৃশ্য যার বেদ॥
উভয়ে অদৃশ্য হব হয়ে ছদ্মবেশ।
মহারাজ রাজ্য ছেড়ে যাব অন্য দেশ॥
যদ্যপি মরণ হয় তবে দেহ যায়।
রসবতী কর কিবা আদেশ তোমায়॥

যুক্তি যাহা উপযুক্ত করহ ইহার।
হইব স্বীকার তাহে নহে অস্বীকার ॥
পলায়ন করা যদি হয় যুক্তিসিদ্ধ।
[illegible] ভাব মনে হইবে সুসিদ্ধ ॥
সত্বরে সত্বর হও শুন মহাশয়।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা হয় শ্রেয় ॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে ধৈর্য্য কর মন।
করেছি মানস যাহা করি সমার্জন ॥
অতঃপর রাজপুত্র স্থির করি চিত্র।
লেখনী করেতে ধরি আরম্ভিলা চিত্র ॥
আপনার প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া কুমার।
সকল বৃত্তান্ত পরিচয় লিখে তার ॥
সেই চিত্রপট রাখি পালঙ্কের পরে।
দ্বারবন্ধ করি দোঁহে পলায়ন করে ॥
উত্তর্য্য ব্যতীত আর অন্য নাহি জানে।
অশ্বশালা প্রবেশিয়া দুই অশ্ব আনে ॥
হয়পরে আরোহণ হয়ে দুই জন।
সদাগর বেশ ধরি অমনি গমন ॥

—:::—

প্রমথ ও তরঙ্গিণী সদাগরের বেশ ধরি অবন্তিরাজ্যে গমন।

।

গমনে বামনদেব করেন স্মরণ।
বেগেতে চলিল অশ্ব নক্ষত্র যেমন॥
নদ নদী পার হয়ে গিয়ে অবশেষ।
একেবারে উপনীত অবন্তির দেশ॥
সে রাজ্যের অধিপতি ধর্ম্মপরায়ণ।
অধার্ম্মিক প্রতি যেন দ্বিতীয় শমন॥
রামরাজ্য ন্যায় রাজ্য পালে ক্ষিতিপতি।
দরিদ্র দুঃখীর প্রতি দয়ান্বিত অতি॥
তাহা দেখি দুজনার হয় মনোগত।
সেই স্থলে থাকিবারে বাঞ্ছা দিন কত॥
বড় এক বটবৃক্ষ গ্রাম মধ্যে ছিল।
অশ্ব বান্ধি দুই জনে তথায় বসিল॥
কোতয়াল আসি কয় বাজায়ে সেলাম।
কাঁহাছে পৌঁহুছ বাবু কেদর মোকাম॥
জানে হোগা জলদি মুল্ক কহ কেয়া নাম।
কেস্থ রাস্তে আয়া হিঁয়া হায় কোহি কাম॥
হামলোক পরদেশী কহে সদাগর।
উপর মুলুক ঘর সুরঙ্গ সহর॥

এ সব বৃত্তান্ত নাহি জানে কোন জন।
রাজা রাণী বিবাহের করে আয়োজন ॥
বিশ্বম্ভর হইবেন তরঙ্গিণী পতি।
লগ্ন স্থির করি পত্র করেন ভূপতি ॥
আহ্লাদে আহ্লাদে ঢেলে বিশ্বম্ভর তায়
মনোগত ছিল যত মনেতে বাড়ায় ॥
বাসর ঘরেতে যেন কথোপকথন।
তেমতি প্রকার মন সর্ব্বদা চালন ॥
বিবাহের পূর্ব্বে হয় সেপ্রকার মন।
ভেবে দেখ সকলেতে আপন আপন ॥
পাগল হয়েছে ছেলে বিবাহের দায়।
আশায় আস্থায় হরি যামিনী পোহায় ॥
প্রভাত সময় রাণী ডাকি আয়োগণ।
গায়েতে হরিদ্রা দেবে উল্লাসিত মন ॥
যতনপূর্ব্বক অতি বরে আনাইয়া।
বাটীর ভিতরে লন শঙ্খ বাজাইয়া ॥
গায়েতে হরিদ্রা স্পর্শ করি হুলুধ্বনি।
কানমুটি দেন তারে কোন কোন ধনী ॥
এক এক ছুঁড়ি থাকে বড়ই বজ্জাত।
কানমুটি দিয়া শালা করে রক্তপাত ॥
বিশ্বম্ভর পড়ে এক বজ্জাতির ঠাঁই।
খোলা দিয়া কানমলে তার দয়া নাই ॥

আমড়াথেকো মুখ করে রন বিশ্বম্ভর ।
তাম্রমেসে কীল পড়ে পৃষ্ঠের উপর ।।
গায়েতে হরিদ্রা তার কাঁতি যেন করে ।
কিঞ্চিৎ হরিদ্রা লন তরঙ্গিণী তরে ।।
হরষিত হয়ে যান যথা তরঙ্গিণী ।
অগ্রগামী মহারাণী পশ্চাৎ নন্দিনী ।।
কন্যার প্রকোষ্ঠে গিয়া চাহি চারিপানে ।
প্রাঙ্গণে কন রাণী কন্যা কোনখানে ।।
সখীগণ সবে কয় করি নমস্কার ।
নিদ্রাগত আছে মাতঃ কুমারী তোমার
অধিক অবধি দিবা ভ্রমি নিদ্রা যান ।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি হয় করি অনুমান ।।
আমরা ওঘরে যেতে নিষেধ তাঁহার ।
একাকি থাকেন রাত্রে বন্ধ করি দ্বার ।।
সখিগণে নাহি জানে রাণী তারে মনে ।
কালামুখী সব কর্ম করেছে গোপনে ।।
যাহা হোক চন্দ্রিমায় থুথু দিলে পরে ।
উলটিয়া পড়িবেক আপনার পরে ।।
তরঙ্গিণী বলি সবে ডাকে উচ্চস্বরে ।
খালি ঘর রহিয়াছে উত্তর কে করে ।।
অনেক ডাকেতে যদি না পান উত্তর ।
ডাকাডাকি করি সবে হন নিরুত্তর ।।

কপাট ভাঙ্গিতে রাণী দেন অনুমতি।
পদাঘাতে খোলে দ্বার যতেক যুবতী॥
প্রবেশ করিয়া সবে নিরীক্ষণ করে।
রহিয়াছে দ্বার বন্ধ কেহ নাহি ঘরে॥
গৃহমধ্যে তরঙ্গিণী দেখিতে না পায়।
দুর্ব্বল হলেন রাণী বল নাহি পায়॥
সবে কন দেবগণ করি আগমন।
তরঙ্গিণী হরিলেন কেন লয় মন॥
মনুষ্য এখানে নাহি প্রবেশয় ডরে।
দেবতা হইয়া এই নীচ কর্ম্ম করে॥
বিলাপ করেন রাণী করি হাহাকার।
হৃদয়ে কে শেলাঘাত করিল আমার॥
কিবা ধন কার আমি করেছি হরণ।
আমার জীবন ধন কে করে হরণ॥
বংসহারা হয়ে রাণী চারিদিগে চান।
পালঙ্ক উপরে পট দেখিবারে পান॥
করেতে করিয়া পট করি নিরীক্ষণ।
অবাক্ হইয়া কন এ আর কেমন॥
ভাবিলেন রাজদত্ত চিত্রপট খানি।
এখানি পূর্ব্বেতে আমি কভই বাখানি॥
এই চিত্রপট ছিল তুরঙ্গভিতরে।
তুরঙ্গের চাবি আছে আমার কোমরে॥

চিত্রপট সেইখানি কে রাখিল আনি।
ঘটে সব অসম্ভব কি হবে না জানি॥
এখন কি কব আমি দিয়া বিশ্বহরে।
সে আছে হরিদ্রা মাখি [illegible]ীর ভিতরে॥
ধর্ম্ম গেল জাতি গেল গেল অহঙ্কার।
কলঙ্কে পূরিল দেশ শেষ রক্ষা ভার॥
বুদ্ধির সাগর রাজা অতি বিচক্ষণ।
অবিলম্বে চলিলেন নিজ নিকেতন॥
এমন সময় যেন যায় তুরঙ্গেতে।
দেখিলেন চিত্রপট আছে তুরঙ্গেতে॥
পট হেরি রাজ্যেশ্বরী হন অসাকুল।
দুই থাকি দোহে রাণী দুঃখ অবিকল॥
তখনি গমন করি রাজার নিকট।
একেবারে ফেলে দেন দুই খানি পট॥
কহেন বৃত্তান্ত সব নৃপতি সদন।
দেবতা আসিয়া কন্যা করিল হরণ॥
গৃহমধ্যে তরঙ্গিণী নাহিক আমার।
সকলি অদৃষ্টে করে দোষ দিব কার॥
বিনামেঘে অকস্মাৎ হলো বজ্রপাত।
বলি বাণী শিরে রাণী করে করাঘাত॥
দুই পট মহারাজ করিতে মিলন।
এক প্রতিমূর্ত্তি আছে দুপটে লিখন॥

নিরখিয়া চিত্রপত্র করেন মনন।
বিক্রমকেশরী কৃত দুখানি প্রেরণ ॥
প্রমথ কর্ত্তৃক পট দেখিতে দেখিতে।
তাহার নিজের লেখা দৃষ্ট আচম্বিতে ॥
এঘটনা সঙ্ঘটন সকলি বিস্তার।
আপনার পরিচয় নিম্নে লিখি তার ॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি হয়েছে মিলন।
শঙ্কা আর সরমেতে করি পলায়ন ॥
পড়ি পাতি নরপতি হইয়া বিস্ময়।
মহিষীর প্রতি কন দেবতা তো নয় ॥
দেবগণ আগমন ভেবেছ নিশ্চয়।
তাহা ভ্রম সে বিক্রমকেশরী তনয় ॥
করিয়াছি যার জন্যে পূর্ব্বে অন্বেষণ।
সে জন এ জন রাণী শুন বিবরণ ॥
গন্ধর্ব্ববিবাহ করি করেছে গ্রহণ।
অন্যথা করেন নাহি বেদের বচন ॥
চিত্রপট মধ্যে সব লিখি বিবরণ।
আতঙ্কেতে পলায়ন করেছে দুজন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী হাত দিয়া নাকে।
বলে বিধি হেন নিধি হারাই বিপাকে ॥
হায় রে বিধাতা এত করিয়াছি পাপ।
তাহার কারণে দিলি এই মনস্তাপ ॥

অক্লেশে বারেক যদি তরঙ্গিণী কয়।
তা হলে কি এ দুর্গতি তার ভাগ্যে হয়॥
সোণার পুতুলি বাছা রহিল কোথায়।
তোর জন্যে অভাগীর প্রাণ ফেটে যায়॥
কাহাকেও না কহিলি যাত্রার কারণ।
থাকিতে জীবন বাছা হারালি জীবন॥
এসব বৃত্তান্ত যদি নশিরা জানিত।
এতাবতে সবংশেই আপনাকে কাটিত॥
লজ্জা ত্যজে সখীদের সঙ্গ নৃপরাজ্ঞী।
সহচরী ভিন্ন দুর্গ হয়েছে একাগ্র॥
সখিগণে সব জানে কেবল বলা ভার।
অপ্রকাশ্য রাখিয়াছে ভয়েতে তোমার॥
চাপাচাপি দেখি যদি সকলি বলেছে।
দোষ ঘাটি কে কোথায় নিকাশ পায়েছে॥
ব্যাকুল কি কাজ রাণী স্থির কর মন।
অনুকূলে কুলান কুল শ্রীমধুসূদন॥
অবশ্য বাঁচিয়া আছে তারা দুই জন।
ত্বরিত আনিব দোঁহে করি অন্বেষণ॥
আপাতত বিশ্বম্ভরে কি করি উপায়।
এখানে কর্ত্তব্য নয় রাখিতে উহায়॥
কি করিব মন দুঃখ হলো বিশ্বম্ভরে।
বিদায় করিব নহে ধরি দুটি করে॥

রাণী কন যাহা জান কর সেই কায।
ভাল মন্দ আমি নাহি জানি মহারাজ॥
ইহা বলি মহারাণী নিজালয়ে যান।
মহারাজ বিশ্বম্ভরে ডাকিয়া পাঠান॥

মহারাজ নির্ব্বাণের বিশ্বম্ভরের সহিত কথোপকথন।

পয়ার।

পুরোহিত পুত্র আসি আশীর্ব্বাদ করে।
তাহারে কহেন রাজা আন বিশ্বম্ভরে॥
রাজ আজ্ঞা অনুসারে পুরোহিত যান।
আবাহন নৃপতির করেন প্রধান॥
বিশ্বম্ভর কন লগ্ন স্থির কর রাজে।
পুরোহিত পুত্র কন আগমন মাঝে॥
বর পুন কহে লগ্ন ভ্রষ্ট পাছে হয়।
অগৌণে যাউন বিধি চল মহাশয়॥
দিবসে বিবাহ হবে অনুমান হয়।
পুরোহিত পুত্র কন গরুজেতে কয়॥
চলিলেন বিশ্বম্ভর যথায় রাজন।
রাজা কন মিষ্টভাষে শুন বাছাধন॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা আছে তুমি যান।
তাহার অন্যথা আমি না করি কখন॥

সত্যত্যাগী রাজা তুমি মিথ্যার গোঁসাই ।
অনুগত হলে তব পরিত্রাণ নাই ॥
যে না জানে সেই জনে করে অনুরাগ ।
কপট প্রকৃত তুমি তুলসি বনে বাঘ ॥
পিতা হয়ে দুহিতার ধর্ম্ম নষ্ট করে ।
তার মত পাপী নাই ধরণি উপরে ॥
আমারে বরিতে তব কন্যার মনন ।
প্রতিবাদী হয়ে তুমি কর নিবারণ ॥
ভূপতি কহেন বাপু কত বল আর ।
হইয়া গিয়াছে রাত্রে বিবাহ কন্যার ॥
ইচ্ছাবরী হয়ে কন্যা কারে যদি বরে ।
সেই সে হইল পতি আছে পূর্ব্বাপরে ॥
সে কর্ম্ম দ্বিতীয় বার আর নাহি হয় ।
নিশুম্ভ চলে যাও আপন আলয় ॥
একথা শুনিয়া রাজা এক দৃষ্টে রন ।
বজ্রাঘাত হৈল যেন মস্তকে পতন ॥
নিশুম্ভ শিশুপাল হয়ে ফিরে যান ঘরে ।
নয়ন যুগলে ধারা অবিশ্রাম ঝরে ॥

প্রমথতরঙ্গিণীর মৃগয়া যাওনের কথোপকথন ।

পয়ার ।

রাজপুত্র রাজকন্যা হয়ে সদাগর ।
ছদ্মবেশে আছে দোঁহে অবন্তি নগর ॥

দামোদর নদ আছে দক্ষিণে তাহার ।
তাহার দক্ষিণ স্থান বড় চমৎকার ॥
দেখিতে সুন্দর অতি নিবিড় কানন ।
প্রবেশ করিতে নারে রবির কিরণ ॥
ঋষির আশ্রম তাহে আছে দীপ্যমান ।
দ্বিতীয় নৈমিষারণ্য কেবল তুলনা স্থান ॥
হেরিয়া প্রমথ সেই মনোরম বন ।
যাইতে চাহিল মন মৃগয়া কারণ ॥
তরঙ্গিণী সম্বোধনে কন সজনীতে ।
তরঙ্গিণী কহিলেন যাইব দেখিতে ॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে কেমন বিধান ।
রমণী স্বীকার স্থলে কে করে পয়ান ॥
ভয়ানক পশু পক্ষী অরণ্য ভিতরে ।
কখন কি উপসর্গ শুনে ভয় করে ॥
বিশেষ আমার তাতে শান্তি সুনিশ্চয় ।
তাহার কারণে প্রিয়ে সর্ব্বদাই ভয় ॥
একেত রমণী তুমি গর্ব্ভিণী তায় ।
সতত পরত শত্রু ফিরে পায় পায় ॥
পথে নারী বিবর্জ্জিতা সাধুর বচন ।
তোমারে লইয়া যেতে নাহি সরে মন ॥
শ্রীরাম বনিতা সহ অরণ্যে গমন ।
তাহার জানকী হরে পাপিষ্ঠ রাবণ ।

অরণ্যে উৎপাত কত সংখ্যা নাহি তার।
মুনির গৃহিণী হয়ে আমি কোন ছার॥
কাননে লইয়া গেলে তোমার ভাবনা।
বহুক্ষ শীকারে গিয়ে আসিতে থাকনা॥
রাজার দুহিতা কত করিয়া ক্রন্দন।
বারেক দেখিব নাথ কানন কেমন॥
মুনিগণে তপোবনে করেন সাধনা।
শুনিয়াছি দেখি নাই দেখিতে বাসনা॥
পথে নারী বিবর্জ্জিতা এখন যে ভয়।
পূর্ব্বে কেন নাহি মনে হইল উদয়॥
তবে কেন সদাগর সাজাইলা নারী।
কি কারণে আনিলেন বুঝিবারে নারি॥
সেই ভাব এই ভাব করি অনুভব।
অগ্রেতে যে ভাব ছিল ব্যত্যয় সেভাব॥
পুরাতন আরো হলে আর বা কি হবে।
খুঁজে ছল করে বধ না জানি কি কবে॥
এখন অন্তরে এই উপজয় ভয়।
আর কত দিন গেলে আর বা কি হয়॥
যদ্যপি আমার কথা করহ হেলন।
পরাণ ত্যজিব আমি করি অনশন॥
এই মত কথা কত কামিনীর মুখে।
তাহা শুনি রাজপুত্র মহা মনোদুখে॥

করেন রাজার সুত করিয়া আক্ষেপ।
যদি কালী কুল দেন বাঁচিব এ খেপ॥
হয়েছি পুরুষ হয়ে নারীর অধীন।
এ সঙ্কটে অব্যাহতি পাওয়া সুকঠিন॥
দুঃখিত হইয়া পরে রাজার কুমার।
শীকারে লইয়া যেতে হইল স্বীকার॥

প্রমথতরঙ্গিণীর মৃগয়া গমন॥

পয়ার।

যামিনাতে রাজপুত্র আছেন স্বীকার।
প্রভাত সময় যান দেখাতে শীকার॥
চলিলেন যুবরাজ যুবতি সংহতি।
অকস্মাৎ উঠে গেল ভয়ানক আতি॥
নিশ্চয় মজেছি মনে জানিয়া কুমার।
অমঙ্গল দৃশ্য হয় তথাচ স্বীকার॥
পূর্ণকুম্ভ লয়ে কক্ষে অগ্রভাগে যায়।
শকুনি গৃধিনী সর্প সম্মুখে বেড়ায়॥
না মানিয়া বাধা দোঁহে করিয়া গমন।
প্রবেশি কাননে হন হরষিত মন॥
যোগীগণ যোগাসনে করেন সাধন।
ধ্যানস্থ হইয়া আঁখি রহিত স্পন্দ॥

অতি রম্য স্থান হেরি তরঙ্গিণী কন।
কিছু দিন জন্য হেথা থাকিতে মনন॥
মুনির পত্নীরে করি মাতৃ সম্বোধন।
অভিলাষ করি বাস এই তপোবন॥
ইহা ভাবি তরঙ্গিণী যান ধীরে ধীরে।
উপনীত হন এক মুনির কুটিরে॥
দরশন করি মুনিপত্নী মুনিবরে।
রাজ বালা নত শিরে নমস্কার করে॥
মুনিপত্নী আশীর্ব্বাদ করি তারে কন।
সিদ্ধি হোক্ মনে যাহা করেছ মনন॥
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য কে পারে খণ্ডিতে।
পতিব্রতা সতী তাহে মুনির বনিতে॥
তরঙ্গিণী ভাবি অঙ্গ হইল স্পন্দন।
রমণীর পক্ষে যাহা অতি অলক্ষণ॥
তথা হৈতে দুই জন করিয়া গমন।
প্রবেশ করেন ক্রমে নিবিড় কানন॥
মহিষ ভল্লুক বরা গণ্ডার।
পালে পালে ফিরে ব্যাঘ্র শঙ্খ্যা করা ভার॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ডাকে উচ্চস্বরে।
গর্ভিণীর গর্ভপাত ভূমি কম্প ভরে॥
তাহা হেরি তরঙ্গিণী ভয়ে আশঙ্কিত।
নয়ন মুদ্রিত করি হইল মূর্চ্ছিত॥

বিবর্ণ হইল বর্ণ স্থির চক্ষুদ্বার।
নিঃশ্বাস রহিত হলো যেন শবাকার॥
সে সব হেরিয়া সব কেশরি নন্দন।
হইলেন যেন শিব শক্তির কারণ॥
সমূহ বিপদ গ্রস্ত হলেন কুমার।
হেনকালে ঝড় বৃষ্টি হয় অনিবার॥
অকস্মাৎ বজ্র পাত হইতেছে ঘন।
অন্ধকার দিবা যেন করিলেন ঘন॥
কে কোথায় উড়ে যায় পশু পক্ষিগণ।
প্রমথ পড়েন গিয়া অর্দ্ধেক যোজন॥
অরণ্য ভিতর পথ খুঁজে নাহি পান।
যে দিগে ফিরিয়া চান চৌদিগ সমান॥
দিকের নির্ণয় নাই যেই দিগে যান।
দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব স্থির নাহি পান॥
যে দিগে উত্তর দিগ ভাবেন নিশ্চয়।
সে দিগ সে দিগ নয় বিপরীত হয়॥
অরণ্য ভিতর ভ্রমি রাজার কুমার।
কন কোথা তরঙ্গিণী রহিলে আমার॥
ম্রিয়মাণ নাহি জ্ঞান কন তরুগণে।
প্রাণাধিক তরঙ্গিণী এসেছে এ বনে॥
আর কি দেখিতে পাব সেই বিধুমুখ।
তাহার বিচ্ছেদে খেদে ফেটে যায় বুক॥

এমত প্রমথ বনে করেন ভ্রমণ।
পূর্ব্বস্থানে রাজকন্যা পাইয়া চেতন ॥
সম্মুখে নাহিক হেরি রাজার কুমারে।
রাজকন্যা অচেতন হন বারে বারে ॥
জ্ঞান শূন্যে রাজ কন্যে অতি ক্ষুন্ন মন।
পড়ি ধরা বহে ধারা গলিতে নয়ন ॥
কন কোথা প্রাণনাথ দেখা দেও আসি।
হইল হইল সারা তব প্রিয়দাসী ॥
হাহাকার করি কন রাজার নন্দিনী।
কি দোষে ত্যজিয়া গেলে কহে অনাথিনী ॥
দুঃখেতে পরাণ ফাটে কব কার কাছে।
দোসর আমার আর নাহি আগে পাছে ॥
পাপিনী আমার তুল্য আছে কোন জন।
রমণী হইয়া কার পতিরে নিধন ॥
ইহকাল পরকাল দুই খোয়ালেম।
আপনি মজিয়া নাথ তোরে মজালেম ॥
করিতাম তব বাক্য যদ্যপি শ্রবণ।
দুর্দ্দশা কি তাহা হলে হইত এমন।
প্রাণনাথ খেদ নাই আমি মরি মরি।
তোমারে কুশলে যেন রাখেন শ্রীহরি ॥
কপালেতে করাঘাত করে অনুক্ষণে।
পরাণ ত্যজিব প্রাণ নাথের বিহনে ॥

প্রসন্ন ভল্লুক ব্যাঘ্র হও অতঃপরে।
অভাগিরে স্থান দেও উদর ভিতরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তরঙ্গিণী পাগলের প্রায়।
যেই দিগে চক্ষু যায় সেই দিগে যায়॥
অন্তঃপুরে একা তায় রাজার নন্দিনী।
কাননে ফেরেন যেন হয়ে অনাথিনী॥
একেবারে পড়েছেন অকূল পাথারে।
বিনা কাজে ক্ষুধাতুরা কেবা ভাবে তারে॥
চলিলেন তরঙ্গিণী কেঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
জয়হরা ভবদারা ভাবিয়া অন্তরে॥
গমনে অশক্ত অতি যান ধীরে ধীরে।
উপনীত হৈলে সেই মুনির কুটীরে॥
জনক গৃহিণী তিনি নাম উমাবতী।
আছেন বিষাদ চিত্তে চিন্তান্বিতা অতি॥
সকলি জানেন মনে থাকি নিজ স্থানে।
এখন এজন্য কন্যা চান পথ পানে॥
হেনকালে তরঙ্গিণী করিয়া প্রণাম।
কন মা তোমার আমি কন্যা আইলাম।
জনক জনক তুমি জননী সমান।
নিরাশ্রয়ে দয়াশ্রয়ে দেও প্রাণ দান॥
নয়নেতে বারিধারা বহে অবিশ্রাম।
লক্ষ্মণের শক্তিশেলে যেমন শ্রীরাম॥

সেইরূপ তরঙ্গিণী হয়ে জ্ঞান হারা।
পতির বিচ্ছেদে খেদে বহে অশ্রুধারা॥
কান্দিতে অসক্ত বাক্য স্ফূর্ত্তি হওয়া দায়
স্বর্ণলতা রাজসুতা পতিত ধরায়॥
স্নেহকরি মুনিপত্নী কোলে করি লন।
লইলেন শিরঘ্রাণ করিয়া যতন॥
নেত্রের অঞ্চলে তার মুছায়ে বদন।
কন্যা ভাবে কন তারে করোনা রোদন॥
আশীর্ব্বাদ করি বাছা হবে পুত্রবতী।
হইবেন তব পুত্র পৃথিবীর পতি।
শান্তনা করিতে নাহি পারিলেন তিনি।
জনক নিকটে যান লয়ে তরঙ্গিণী॥
তরঙ্গিণী জনকের বন্দিয়া চরণ।
করজোড়ে কন পিতা আছে নিবেদন॥
ত্রিভুবন মধ্যে আমি অতি অভাগিনী।
আমার সমান আর কে আছে দুখিনী॥
দুখিনীর দুঃখ বার্ত্তা করিলে শ্রবণ।
পাষাণ বিদরে খেদে কাঁদে পশুগণ॥
জনক আমার যিনি নির্ব্বাহের পাত্র।
প্রমথ জামাতা তাঁর অভাগীর পতি॥
বিক্রমকেশরি হন আমার শ্বশুর।
যাঁর ভরে এ সংসারে কাঁপে সুরাসুর॥

সকলের অগোচরে আসিয়া এখানে।
বিপাকে হারাই প্রাণ কেহ নাহি জানে॥
স্বামীহারা হয়ে বনে হই পাগলিনী।
রামের গৃহিণী যেন জনক নন্দিনী॥
তরঙ্গিণী পরিচয় দেন ঋষিবরে।
স্নেহ করে মুনিবর কন তদুত্তরে॥
সুস্থির হইয়া বৎসে থাক কিছু দিন।
পতিসহ দেখা হবে রবেনা এ দিন॥
পিতা মাতা স্বামী আর সকলের সনে।
একেবারে হবে দেখা ভেবনা মা মনে॥
চিন্তা ত্যজি চিত্ত স্থির করগো এখন।
অতিঅল্প দিন মধ্যে হইবে মিলন॥
রহিলেন রাজকন্যা মুনির আশ্রমে।
রাজসুত অবিরত অরণ্যেতে ভ্রমে॥
বালিকা জনক প্রতি জনক সমান।
জনক ভাবেন তাঁরে কন্যা করি জ্ঞান॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী হন তরঙ্গিণী।
পঞ্চামৃত দেন তারে জনক গৃহিণী॥
যে মাসে যে দিব্য দেয় রমণীরা জানে।
মুনিপত্নী দেন তাহা পরম যতনে॥
নয়মাস গর্ভবতী রাজকন্যা হন।
সাধ করে মুনিবরে মুনিপত্নী কন॥

তুমি তারে দিব সাধ কর আহরণ।
মুনির বনিতাগণে করি আবাহন॥
মুনি কন সর্ব্ব দ্রব্য আনিব এখন।
নিমন্ত্রণ করি সবে করাও ভোজন॥
বনমধ্যে প্রবেশিয়া সেই তপোধন।
ফল মূল আনিলেন করি পর্য্যটন॥
আনিলেন নানাবিধ ফল মূল কত।
যে যাহা প্রার্থন করে দেন তারে তত॥
নূতন বসন কিনে দিলেন কাহনে।
তরঙ্গিণী পরিধান করেন যতনে॥
মুনিপত্নী মুনিকন্যা আসি তপোবনে।
ভোজন করেন সবে হরষিত মনে॥
রাজকন্যা হেরি সবে হৃষ্টচিত্ত অতি।
আশীর্ব্বাদ করি কন হবে পুত্রবতী॥
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হয়।
রাজার নন্দিনী এক পুত্র প্রসবয়॥
বিন্দু নামে ধাত্রী আসি নাড়িচ্ছেদ করে।
যথাশক্তি দিয়া তারে পরিতোষ পরে॥
বিন্দুর বড়ই আছে চক্ষের শীলতা।
যে যা দেয় তুষ্ট তায় স্বভাব ধীরতা॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন শশধর।
সময়ে ওদন মুখে দেন ঋষিবর॥

দেখিতে সুন্দর অতি হইল নন্দন।
শ্রীগোপাল নাম তায় দেন ঋষিগণ ॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কুমার যখন।
জগন্নাথ দরশনে মুনির গমন ॥
আপনার পত্নী ডাকি কন ঋষিবর।
নীলাচলে যাই চলে নিতান্ত অন্তর ॥
মুনিপত্নী কন প্রভু আমি ছাড়া নয়।
মুনি কন তরঙ্গিণী কার কাছে রয় ॥
সেই বাণী তরঙ্গিণী করিয়া শ্রবণ।
পড়িয়া ধরণীপরে করেন ক্রন্দন ॥
অশোকতরু সমূলে হইল উৎপাটন।
রোপণ করিলে পুনঃ পায় কি জীবন ॥
বিধাতা আমায় দেখ হলেন বৈমুখ।
এত দুঃখ পাই তবু তদুপরে দুখ ॥
নারায়ণ বিড়ম্বন হন যারপরে।
অন্যের সাহায্য তার কি সুসার করে ॥
তাহারে সাহায্য যদি কোন জন করে।
বিধাতার কোপ হয় তাহার উপরে ॥
ইহার প্রমাণ এই প্রত্যক্ষ ফলিল।
আমারে আশ্রয় দিয়া জনক মজিল ॥
যাহা হউক ছিল এক পত্রের কুটীর।
আমার কারণে ত্যাগ হইল মুনির ॥

নয়ন মুদিলে যেই হেরে হৃষীকেশ।
তাহার বাসনা যেতে ত্যজিয়া এ দেশ॥
কর্দ্দম হইল পৃথ্বী নয়নের জলে।
প্রবেশ করিব আমি প্রজ্বলিতানলে॥
তরঙ্গিণী এ প্রকার করেন রোদন।
তপোধন তাঁরে কন করিয়া শ্রবণ॥
কেন বাছা কান্দ তুমি চল সমিভ্যার।
তোমায় রাখিয়া যেতে ইচ্ছা কি আমার॥
ঋষিবর পূর্ব্বাপর জানেন অন্তরে।
নীলাচলে যাওয়া মাত্র তরঙ্গিণী তরে॥

জনক ঋষি সস্ত্রীক ও তরঙ্গিণী সংহতি নীলাচলে গমন।

তখনি পঞ্জিকা দেখি দিন স্থির করি।
অমনি মনন যাত্রা ভাবিয়া শ্রীহরি।
অগ্রভাগে যান মুনি মধ্যে তরঙ্গিণী।
পশ্চাৎ চলিয়া যান মুনির গৃহিণী॥
ধীরে ধীরে আগমন করে আনন্দিত।
কত দিনে যাজপুরে হন উপনীত॥
মহা মহা পুণ্যক্ষেত্র নাভিগয়া স্থান।
সে স্থানে গয়াতে হয় একই সমান॥

সেই স্থলে শ্রাদ্ধ আদি করি সমাপন
পার হয়ে বৈতরণী করেন গমন ॥
আঠারো নালায় ক্রমে হন উপস্থিত।
যেই স্থলে ইন্দ্রদ্যুম্ন কীর্ত্তি বিপরীত ॥
সেই স্থান হৈতে ধ্বজা করি দরশন।
স্তুতি করে কর যোড়ে মহাতপোধন ॥

জনক ঋষি কর্ত্তৃক জগন্নাথের স্তব।

কে জানিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার।
বুদ্ধরূপে নীলাচলে হলে অবতার ॥
অগতির গতি তুমি অনাথের নাথ।
জলনিধি কূলে আসি হলে জগন্নাথ ॥
স্থির রয় লয় হয় সকলি ইচ্ছায়।
নতুবা বাজারে লোক অন্ন কিনে খায় ॥
বর্ণাবর্ণ ভেদ নয় এক বর্ণময়।
বিধবা আসিলে সেথা উপবাসী নয় ॥
দেবতা মানবরূপ করিয়া ধারণ।
উচ্ছিষ্ট একান্ত চিত্তে করেন গ্রহণ ॥
অতুর বধির অন্ধ যে যেখানে রয়।
তোমার কৃপায় কেহ উপবাসী নয় ॥

বাজারেতে অন্ন আদি বিকাইছে সব।
এখানে বিমলা পীঠ আপনি ভৈরব ॥
একবার জীব যদি করে দরশন।
আর না আসিবে ভবে তোমার বচন ॥
তাহার নাহিক আর যমের আশঙ্কা।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় বাজাইয়া ডঙ্কা ॥
স্তব করি ঋষিবর হন অগ্রসর।
প্রবেশ করেন ক্রমে পুরীর ভিতর ॥
শ্রীমন্দির দ্বারে গিয়া হেরিয়া শ্রীপতি।
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে ভূমে করেন প্রণতি ॥
মুনিপত্নী তরঙ্গিণী হেরি যদুপতি।
প্রণাম করিয়া দোঁহে করেন মিনতি ॥
চক্রতীর্থ তীরে গিয়া করিলেন বাস।
এমন বাসনা মনে বাস চতুর্ম্মাস ॥

প্রমথের নীলাচলে গমন

রাজপুত্র তরঙ্গিণী করে অন্বেষণ।
নগর পর্ব্বত গুহা বন উপবন ॥
উন্মাদ হইয়া ফিরে করে হায় হায়।
অবিশ্রামে কেঁদে বলে প্রেয়সী কোথায় ॥

অন্তরে জাগে রে প্রিয়ে সে বিধুবদন।
শয়নে স্বপনে হেরি মুদিলে নয়ন॥
শক্তি বিনা শক্তি নাই হয়েছি দুর্ব্বল।
দিনান্তে নাহিক হয় মুখে দেওয়া জল॥
সকলের অগ্রে এই করি নিবেদন।
হয় কি না হয় বল এ প্রকার মন॥
স্ত্রীবিয়োগ মনে শোক যত টুকু হয়।
তাহার অধিক ক্লেশ কিছুমাত্র নয়॥
প্রকারে কান্দিতে নারে লজ্জার কারণ।
তার সঙ্গে সঙ্গি হয় এই তার মন॥
বাস্তবিক কিসে স্থির হইবেক জীব।
শক্তির কারণে ক্ষিপ্ত হয়েছেন শিব॥
মনুষ্য করিতে নারে ক্ষোভ নিবারণ।
বৃদ্ধকালে বিয়ে করে ইহার কারণ॥
তথাপি পূর্ব্বের কথা হইলে স্মরণ।
শোকসিন্ধু বারি হয় চক্ষে আকর্ষণ॥
রাজপুত্র তরঙ্গিণী না পায়ে উদ্দেশ
শরীর ত্যজিব স্থির কৈলা অবশেষ॥
সর্ব্বদেশ অন্বেষণ করিয়া বিকল।
অবশেষ দেখিবারে যান নীলাচল॥
সেই স্থানে তরঙ্গিণী যদি নাহি রয়।
তথায় ত্যজিব প্রাণ প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥

নিশ্চয় করিয়া মনে রাজার নন্দন।
হইলেন অগ্রসর করিয়া ক্রন্দন॥
বনিতা বিচ্ছেদে অতি উচাটন মন।
চলিলেন অতি বেগে নক্ষত্র যেমন॥
একেবারে উপনীত জলনিধি তীরে।
যেখানে শ্রীপতি স্থিতি কন শ্রীমন্দিরে॥
প্রবেশ করিয়া পুরী হেরি গদাধরে।
মনের বিষাদে হৃদে করাঘাত করে॥
এত দুঃখ দিননাথ দিতেছ আমায়।
সর্ব্ব জীবে সমভাব কে বলে তোমায়॥
দিবা নিশি ভেবে ভেবে হইয়াছি ক্ষীণ।
ঘাটে ঘাটে পড়ে থাকি যেন দীনহীন॥

নির্ব্বাহ রাজার পাত্রের প্রতি রাজ্য সমর্পণ।

সে স্থানে নির্ব্বাহ রাজা চিন্তাযুক্ত মন।
জামাতা কন্যার নাহি পান অন্বেষণ॥
রাজা রাণী দুই জনে করেন ক্রন্দন।
কোন মতে প্রবোধিতে নারে কোনজন॥
রাজ কর্ম্ম না দেখেন নির্ব্বাহের পতি।
নাহি রব যেন সব সকাতর অতি॥

রাণী কন নিবেদন শুন নরপতি ।
নীলাচলে যাই যদি কর অনুমতি ॥
হয়েছে আমার চিত্ত উচাটন অতি ।
বারেক হেরিয়া আসি আখণ্ডলের পতি ।
এ কথা শুনিয়া রাজা ভাসি আঁখিনীরে ।
প্রেমবাক্যে উত্তর করেন রাণীরে ॥
সস্ত্রীক হইয়া যাব পুরীর ভিতরে ।
দেখিব নয়নভরে দেব দামোদরে ॥
রাজারাণী অভিপ্রায় বুঝি পরস্পর ।
[illegible] ভরে উত্তর কন চলহ তৎপর ॥
পাত্র মিত্র ডাকি রাজা রাজ্যভার দিয়া ।
চলিলেন নীলাচলে রাণী সঙ্গে নিয়া ॥

মহারাজা নির্ব্বাহ রাণী চন্দ্রকলা সমভিব্যাহারে
নীলাচলে গমন ।

রথ রথী পদাতিক চলে অগণন ।
রাজা রাণী গজ পৃষ্ঠে হন আরোহণ ॥
খাদ্য দ্রব্য লন সঙ্গে কত স্তূপাকার ।
চলিলেন সমভিব্যাহারে লইয়া ভাণ্ডার ॥

জামাতা কন্যার কথা স্মরণ করিলে।
অমনি বয়ান ভাসে নয়ন সলিলে॥
তুলসী চৌরার কাছে হয়ে উপনীত।
গজ হতে রাজা রাণী নামেন ত্বরিত॥
পদব্রজে চলিলেন লয়ে সৈন্যগণ।
হেনকালে পাইলেন ধ্বজা দরশণ॥
সর্ব্বারম্ভে পুরীমধ্যে করেন গমন।
যেই খানে শ্রীমন্দিরে শ্রীমধুসূদন॥
হয়েছেন জনার্দ্দন বুদ্ধ অবতার।
সাথে তার ভদ্রা আর রোহিণীকুমার॥
রাজা রাণী দুই জনে করি দরশন।
আত্মবর্গ আদি লয়ে পারিষদগণ॥
ধরাতে লুণ্ঠিত হয়ে করিয়া প্রণাম।
বাস করি রহিলেন লইয়া মোকাম॥

মহারাজা বিক্রমকেশরীর পাত্রের প্রতি রাজ্য সমর্পণ।

বিক্রমকেশরী রাজা সুরঙ্গের পতি।
একমাত্র পাটরাণী নাম চিত্রবতী॥

রাজা রাণী খেদান্বিত প্রমথ কারণে।
অবিশ্রাম বহে বারি যুগল নয়নে॥
সবে মাত্র এক পুত্র হয়েছে বিরাগী।
মহারাজ সর্ব্বত্যাগী প্রমথের লাগি॥
দশরথ রাজা যেন শ্রীরামের শোকে।
পরমায়ু থাকিতেও যান পরলোকে॥
বিক্রমকেশরী রাজা তেমতি প্রকার।
থাকিয়া না থাকা ভুল্য গমন আকার॥
দিবা নিশি সমভাব যেন অন্ধকার।
রাজ্যধন পুত্র বিনা সকলি অসার॥
রাণীকে ডাকিয়া কন লহ রাজ্যভার।
নীলাচলে গমনের বাসনা আমার॥
কিছু দিন সেই খানে থাকিবার মন।
হইবে পশ্চাতে যাহা ললাটে লিখন॥
রাণী কন সকরুণে ভূপতির কাছে।
মহারাজ আমার কি সুখ ইচ্ছা আছে॥
যদবধি হারায়েছি প্রমথ রতন।
বাঁচিয়া থাকন বৃথা জীবন্ত মরণ॥
সুখের আশার আর নাহি প্রয়োজন।
পুত্র হেতু দুঃখানলে দহিছে জীবন॥
বেঁচে থেকে রাজ্যসুখে নাহি সুখলেষ।
কর্ম্মফলে এ কপালে এই হৈল শেষ॥

রাজ্যধন স্বীয়জন কিছু নাহি কাজ।
সমিভ্যার লয়ে চল যাব মহারাজ॥
গমন হইবে যথা আমি তব সাথি।
অবজ্ঞা করিলে অগ্রে হব আত্মঘাতী॥
রাজা কন রাণী যদি যাহ সমিভ্যার।
আসিলে এখানে পুনঃ রাজ্য পাওয়া ভার॥
অন্য রাজা আসি রাজ্য করিবে হরণ।
পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে নিরূপণ॥
হীন বল হলে রাজা রাজ্য নাহি রয়।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা জানিহ নিশ্চয়॥
রাজ্য লয়ে থাক তুমি মম অভিলাষ।
কিছু দিন জন্য আমি তীর্থে করি বাস॥
মহারাণী অনুমানি ভূপতি আশয়।
ফিরে আসা নহে আশা হেন বোধ হয়॥
ভূপতি নয়ন প্রতি নিরখিয়া রাণী।
অক্ষি জলে ধরা গলে মুখে নাহি বাণী॥
সে ভাব দেখিয়া রাজা কন বারম্বার।
সমিভ্যার যাইবার বাসনা তোমার॥
শুভ কর্ম্ম অবিলম্বে করা হয় বিধি।
পশ্চাৎ হইবে যাহা করিবেন বিধি॥
বার দিয়া বসিলেন বিক্রম কেশরী।
গগনে মগন যাত্রা ভাবিয়া শ্রীহরি॥

মন্ত্রীকে আনিতে দূত পাঠান তৎপর।
শ্রুতমাত্র উপনীত হন মন্ত্রীবর॥
ভূপতি কহেন শুন বচন আমার।
কিছু দিন জন্য তুমি লহ রাজ্য ভার॥
দরশনে যাব আমি জগতের পতি।
মহারাণী যাইবেন আমার সংহতি॥
উপদেশ করি এই শুন দিয়া মন।
ইহা হলে রাজ্যে বিঘ্ন না হবে কখন॥
হিংসক ব্যতীত নহে পর ছিদ্র কয়।
সে ছিদ্র কি বল ছিদ্র শ্রুত জক্ষ নয়॥
অধার্ম্মিক জন প্রতি করিলে বিশ্বাস।
বিশ্বাস ঘাতক কর্ম্ম করিবে নির্যাস॥
পরদ্বেষী পর নিন্দা শুনাবে যে জন।
নিশ্চয় জানিবে সেই জন অভাজন॥
অগ্রেতে ভাবিয়া কর্ম্ম পশ্চাৎ করিবে।
তাহা হলে সব দিক্ বজায় থাকিবে॥
বিচক্ষণ অতি সেই রাজ মন্ত্রীবর।
নিবেদন করে যোড় করি দুটি কর॥
দরশন করিবার হইয়াছে মন।
আমার অসাধ্য হয় করিতে বারণ॥
তবে এক নিবেদন করি রাজ্যেশ্বর।
আগমন পুনঃ যেন করেন তৎপর॥

অনুমতি মত কর্ম্ম করিবে অধীন।
আজ্ঞার অন্যথা নাহি হবে এক দিন॥
হইয়া বিদায় মন্ত্রী করেন রোদন।
রাণী সহ রাজ্যেশ্বর পুরীতে গমন॥
অগনন চলে সৈন্য ভূপতি সহিত।
গগণমণ্ডল রেণু উড়ে আচ্ছাদিত॥
রথ রথী পদাতিক অগণ্য কিঙ্কর।
সহস্র সহস্র অশ্ব অযুত কুঞ্জর॥
কিছু দিন পরে হন মহানদ পার।
আঠার নালায় রথ পৌছিল রাজার॥
রথ হৈতে রাজারাণী নামিয়া আপনি।
পদব্রজে চলিলেন উভয়ে অবনি॥
শ্রীমন্দিরে শ্রীকান্তেরে পায়ে দরশন।
ভক্তি করি করিলেন চরণ বন্দন॥
কানাতে কাণ্ডার পড়ে সমুদ্রের তীর।
করিলেন বাস স্থল বানায়ে শিবির॥

মুনিপত্নীর সহিত রাণী চন্দ্রকলা ও প্রমথের
কথোপকথন।

যোগেতে জনক যোগি আছেন সংযোগ
হেনকালে সেই স্থলে সব যোগাযোগ॥

যোগে ভরে দেখিলেন মহা তপোধন।
হইয়াছে সভাকার পুরি আগমন॥
ভাবিলেন আর কেন করেছি সময়।
বিলম্ব অবধি বিধি হলেন সদয়॥
আর গৌণ করা নহে কর্ত্তব্য আমার।
তরঙ্গিণী দুঃখ হতে হলেন উদ্ধার॥
আপনার পত্নী ডাকি কহেন তখন।
শ্রীগোপালে দেখি কেন বিষণ্ণ বদন॥
একবার বালকেরে কোলেতে করিয়া।
ভ্রমণ করিয়া আন খাদ্য দ্রব্য দিয়া॥
মুনিরূপী মুনিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
বালকে কোলেতে করি করেন গমন॥
যেখানে চন্দন গড উপনীত আসি।
বালক সহিত বাক্য কন হাসি হাসি॥
হেনকালে চন্দ্রকলা বিবাহ রাজন।
দরশন করি ফিরে যান নিকেতন॥
দেখিলেন মুনিপত্নী কোলেতে কুমার।
হেরে তারে নরেশ্বরে হয় চমৎকার॥
সুলক্ষণ সর্ব্বচিহ্ন আছে শ্রীগোপালে।
অবশেষ দৃষ্ট হয় রাজদণ্ড ভালে॥
মুনিপত্নী প্রণমিয়া মহারাজ কন।
তোমার কোলেতে মাতা কাহার নন্দন॥

মুনিপত্নী কন এটি দৌহিত্র আমার।
তরঙ্গিণী কন্যা মম তনয় তাহার॥
তরঙ্গিণী নাম শুনি রাণী চন্দ্রকলা।
অগ্রসর যেন শর তেমতি চঞ্চলা॥
বালকের মুখশশী করি নিরীক্ষণ।
আপনার কোলে লন্ করিয়া যতন॥
মুনিপত্নী প্রতি কন রাজার গৃহিণী।
কন্যা কোথা আছে মাতা নামে তরঙ্গিণী॥
দৌহিত্র হেরিয়া তব স্নিগ্ধ হৈল মন।
কন্যাকে হেরিলে হবে না জানি কেমন॥
অন্য কেহ মাতা কিম্বা তুমি প্রসবিনী।
সত্য করি কহ মাতা কোথা তরঙ্গিণী॥
মুনিপত্নী কন কহ কিসের কারণ।
পরিচয় এত লও কোন প্রয়োজন॥
রাজার মহিষী তুমি অনুমান হয়।
দুঃখি জনে এযতনে কিবা ফলোদয়॥
মুনিপত্নী মনে মনে ভাবেন তখন।
তরঙ্গিণী প্রসবিনী হবে এই জন॥
চন্দ্রকলা কন কথা রাজায় চাহিয়া।
নয়ন সলিলে যার হৃদয় ভাসিয়া॥
মহারাজ ত্রেতাযুগে শ্রীরাম বনিতা।
বাল্মীক আশ্রমে ছিলা জনক দুহিতা॥

কুশী লব পুত্র হন রামের তনয়।
কিঞ্চিৎ দিবস অন্তে হয় পরিচয়॥
তোমার কন্যার যদি হয় এ তনয়।
তা হইলে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হয়॥
এই বাণী কন রাণী হেরিয়া গোপালে।
বিধি কি সদয় হবে অভাগিনী কপালে॥
ভূপতি কহেন এত ভাগ্য কি হইবে।
হারাধন হরি কেন পুনঃ মিলাইবে॥
শ্রীগোপালে কোলে করি চন্দ্রকলা কন।
ইচ্ছা করে লয়ে যাই নিজ নিকেতন॥
প্রমথ এমতকালে আসি সেই থানে।
এক দৃষ্টে চেয়ে রন শ্রীগোপাল পানে॥
কহেন কোলেতে তব কাহার তনয়।
এ তনয় দেখে কেন এত স্নেহ হয়॥
পিতা মাতা স্থিতি কোথা কাহার তনয়।
সত্যকথা কহি মাতা দেহ পরিচয়॥
রাণী কন নাহি জানি কোন পরিচয়।
তরঙ্গিণী পুত্র যদি তবে নাতি হয়॥
তরঙ্গিণী নাম শুনি রাজার কুমার।
দুনয়নে জলধারা বহে অনিবার॥
ভূপতি প্রমথ পানে করি নিরীক্ষণ।
চিত্রলেখা চিত্তমধ্যে হইল স্মরণ॥

ভাবেন অবাক হয়ে চিত্রপট প্রায়।
অবয়ব এই সেই চিত্রপট প্রায়॥
যদিচ লাবণ্য বর্ণ বিবর্ণ হয়েছে।
শীর্ণমাত্র সব চিহ্ন প্রত্যক্ষ রয়েছে॥
জ্ঞান হয় অভিপ্রায় এই সে প্রমথ।
বলা নয় সে না হয় জিজ্ঞাসি কিমত॥
এ ভাবনা মনে মনে ভাবেন রাজন।
অন্তরে স্থিরতা হৈল জামাতা এখন॥
বিক্রম কেশরী রাজা চিন্তান্বিত অতি।
উপনীত সেই স্থলে সহ চিত্রবতী॥
পুত্র বিনা উভয়ের দগ্ধ হয় মন।
দিবানিশি সমভাব সদা সর্ব্বক্ষণ॥
প্রমথ অনন্ত যেতে রন সেই স্থানে।
চিত্রাবতী রাণী তার চান মুখ পানে॥
যদিচ সাক্ষাৎ হলো বহু দিনান্তরে।
আপনার পুত্র সে কি চিনিবারে নারে॥
তথাচ রমণী লজ্জাভয়ে করে জয়।
নয়নে না ধরে বারি বহে অতিশয়॥
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বলে প্রমথ আমার।
অভাগিনী আমি বাছা জননী তোমার॥
কেমনে পাসরে মায়ে ছিলে যাদুধন।
তোমার কারণে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন॥

বিধি কি সদয় হলো এত দিন পরে।
হারান মাণিক আনি তুলে দিল করে॥
চন্দ্র সূর্য্য একেবারে উদিত হইল।
অরণ্য হইতে রাম অযোধ্যা আইল॥
পঙ্গুর হইল অঙ্গ অন্ধের নয়ন।
বধিরের হলো কর্ণ দারিদ্রের ধন॥
চন্দ্রকলা রাণী কন নির্ব্বাহ রাজন।
কি কথা প্রসঙ্গ হয় শুন দিয়া মন॥
প্রমথ হইল এই ভাবে বোঝা যায়।
তবে বল তরঙ্গিণী রহিল কোথায়॥
এক দৃষ্টে রন রাজা হয়ে জ্ঞান হত।
কন রাণী সত্যবাণী এই সে প্রমথ॥
স্থির হও কি পর্য্যন্ত অবশেষ হয়।
এই খানে তরঙ্গিণী আছেন নিশ্চয়॥
মনে এই অনুমান হতেছে আমারি।
মুনিপত্নী কাছে আছে তোমার কুমারী॥
চন্দ্রকলা রাণী আর নির্ব্বাহ রাজন।
দুই জনে হইতেছে কথোপকথন॥
কুটীর মধ্যেতে যোগে থাকি তপোধন।
জানেন ধ্যানস্থ হয়ে সব বিবরণ॥
তরঙ্গিণী ডাকি মুনি মৃদু স্বরে কন।
শ্রীপদে লয়ে পত্নী যান বহুক্ষণ॥

চল বাছা অন্বেষণ করিগে তাহার।
মনেতে ভাবেন এই বিদায় তোমার॥

প্রমথ তরঙ্গিণীর মিলন।

তরঙ্গিণী সমিভ্যারে লয়ে তপোধন।
চলিলেন যেই খানে হইবে মিলন॥
রাজসুতা কন পিতা কিসের কারণ।
অকস্মাৎ বাম আঁখি হতেছে স্পন্দন॥
মুনি কন শুন বৎসে কহি সে কথন।
স্পন্দন হওন আঁখি অনেক কারণ॥
রমণীর বাম আর নরের দক্ষিণ।
স্পন্দন হইলে দুঃখ অবসান দিন॥
তরঙ্গিণী কন তাত যাবত জীবন।
তাবত ভুঞ্জিব দুঃখ কপালে লিখন॥
হজিল আমায় ধাতা দুঃখের কারণ।
ছাড়িয়া আমারে তাঁর নাহি যেতে মন॥
দুঃখের নিকটে কত ধারে বদ্ধ আছি।
আমি তাঁর সে আমার স্থির জানিয়াছি॥
তাঁহার নিকট এই দেহ আছে বোধ।
তাঁর ঋণ চিরদিন নাহি হবে শোধ॥

ঋণের সহিত হলে এ দেহ পতন।
তখন জানিব দুঃখ হলো বিমোচন॥
আমি ভিন্ন অন্য নারী প্রতি এবিধান।
স্পন্দন দক্ষিণ বাম আমার সমান॥
মুনি কন বাছা আর করনা রোদন।
হইয়া গিয়াছে তব দুঃখ বিমোচন॥
চল শীঘ্র কোন স্থানে গেছেন বনিতা।
শ্রীগোপালে নাহি হেরে হই দুঃখান্বিতা॥
চলিলেন তরঙ্গিণী জনকের সনে।
যেই খানে ঋষিপত্নী আর সর্ব্বজনে॥
উপনীত হয়ে রম এক দৃষ্টে চেয়ে।
চন্দ্রকলা হেরিলেন আপনার মেয়ে॥
মা বলিয়া ধরিলেন তরঙ্গিণী গলে।
বসন ভিজিয়া যায় নয়নের জলে॥
কহেন জননী কোথা ছিলে এত দিন।
তোমায় না দেখে অঙ্গ হইয়াছে ক্ষীণ॥
ঋষিবর প্রতি চান ঋষির গৃহিণী।
প্রমথের মুখ পানে চান তরঙ্গিণী॥
চন্দ্রকলা প্রতি চান নির্ব্বাহের পতি।
বিক্রম কেশরী মুখ চান চিত্রাবতী॥
একবারে সর্ব্বারম্ভে হইল মিলন।
উর্ব্বশীর অষ্ট বজ্র যেমন দর্শন॥

সবাকার সর্বাকার ঘুচে একেবারে।
শূন্য দেহে প্রাণ যেন হইল সঞ্চার ॥
কে কার গলায় ধরি কান্দে উভরায়।
ক্বচিত্ত কাহার ভাগ্যে এ প্রকার হয় ॥
হইলেন সকলেতে সন্তুষ্ট এমন।
তাপিত জীবনে যেন সুধা বরিষণ ॥
ধারাধন প্রাপ্ত হলে কত সুখোদয়।
আপনা আপনি ভেবে দেখ মহাশয় ॥
চন্দ্রকলা তরঙ্গিণী কোলে করি লয়।
তাহার কোলেতে বৈসে তাহার তনয় ॥
বিত্রাবতী কোলে বসে রাজার কুমার।
সবাকার অশ্রু ধারা বহে অনিবার ॥
উথলিল শোকসিন্ধু সুখ সিন্ধুদয়।
ধরা যেন প্লাবিত প্রলয় সময় ॥
সেই স্থলে সমারোহ হইল এমন।
শ্রীমন্দির মধ্যে নাই লোক এক জন ॥
শ্বশুর সাসুড়ি বলে হয় পরিচয়।
বৈবাহিকে কোলাকুলি উভয়ে উভয় ॥
রাজরাণী দুই পক্ষ ঘুচিল বিষাদ।
হস্তগত হলো যেন আকাশের চাঁদ ॥
পিতা মাতা প্রণমিয়া রাজার তনয়।
শ্বশুর সাসুড়ি পদে প্রণাম করয় ॥

তরঙ্গিণী সেইমত বন্দিয়া সবায়।
দণ্ডবৎ করিলেন মুনিপত্নী পায়॥
হরিষে রোদন তারা সকলেতে করে।
বিষাদিত মুনিপত্নী চক্ষে জল ঝরে॥
খেদ করি কন বাছা মম তপোবনে।
পাইয়াছ কত কষ্ট করোনা মা মনে॥
তরঙ্গিণী স্তুতি বাক্যে কহিছেন তায়।
সকল পেলেম মাতা তোমার কৃপায়॥
চন্দ্রকলা মুনিবরে বন্দিয়া চরণ।
করযোড়ে কন গুরু আছে নিবেদন॥
তব দয়া অনুসারে হয়েছে বৈভব।
সন্তান বিহনে প্রভু অকারণ সব॥
মহারাজ পান তাপ সন্তানের তরে।
দুঃখানল প্রজ্বলিত দুঃখিনী অন্তরে॥
প্রসন্ন হইয়া তারে কন তপোধন।
সংবৎসর মধ্যে তব হইবে নন্দন॥
মুনিপত্নী মুনিবর ভাসি আঁখিনীরে।
খেদান্বিত হয়ে দোঁহে চলেন কুটীরে।
চক্রপাণি কন শুন উদন্ত রাজন।
যাগ যজ্ঞ হতে নানা মুনির বচন॥

প্রমথ তরঙ্গিণীর কথোপকথন।

তরঙ্গিণী প্রমথরে কত স্তুতি করে।
বলে নাথ এ দুর্গতি অভাগিনী তরে॥
মনে মনে স্থির আমি করেছি নিশ্চয়।
তব বাক্য হেলনেতে এ বিপদ হয়॥
কাননে যাইতে তব ছিলনাকো মন।
কেবল গমনমাত্র আমার কারণ॥
সতী হয়ে পতিবাক্য না শুনে শ্রবণে।
ইহ কাল এ দুর্দ্দশা কি দশা মরুণে॥
এত ক্লেশ পাইলেন দাসীর কথায়।
অপরাধ ক্ষম নাথ ধরিলাম পায়॥
প্রমথ কহেন প্রিয়ে জানত সকল।
সুখ দুঃখ আপনার কর্ম্ম ফলাফল॥
তোমার কি দোষ তায় ঘটে গ্রহ জন্যে।
কোথা হবে রামরাজা সে যায় অরণ্যে॥
কপালে যা লেখা আছে হবে ভুগিবারে।
কার সাধ্য বিধিলিপি খণ্ডিবারে পারে॥
পতিব্রতা সতী তুমি জানকী সমান।
তোমার সতীত্ব জন্য পাইলাম ত্রাণ॥
এই মত অবিরত কথোপকথন।
শ্রীগোপালে লয়ে কোলে সহস্র চুম্বন॥

এক স্থানে বাসা করি রন দুইজন।
বিক্রমকেশরী আর নির্ব্বাহ রাজন॥
রথেতে বামনদেব করি দরশন।
স্বদেশ গমনে হয় উভয়ের মন॥
নির্ব্বাহ রাজন কন ব্যাই মহাশয়।
সর্ব্বারম্ভে যেতে হবে আমার আলয়॥
অনুগ্রহ করি ব্যাই পুরাও বাসনা।
ইহার অন্যথা হলে মনের বেদনা॥
বিক্রমকেশরী কন ব্যানের কি মন।
রাজি তিনি হলে আমি যাব ততক্ষণ॥
নির্ব্বাহ রাজন কন ব্যান হন রাজি।
কেবল নারাজ তিনি আপনি না রাজি॥
এই মত রসালাপ কথায় কথায়।
নির্ব্বাহের আকিঞ্চনে গমন তথায়॥
বড়র বড়াই গুণ তার জন্য কয়।
ছোট লোকে হলে যেতে অস্বীকার হয়॥

মহারাজা নির্ব্বাহ সর্ব্বারম্ভে স্বরাজ্যে গমন

গমনে উভয় সৈন্যে বাড়ে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যেন সাজে কুরুদল॥

সকলেতে উল্লাসিত হৈল হেন মনে।
পাণ্ডু সৈন্য তুষ্ট যেন কর্ণের নিধনে॥
নদ নদী পার হয়ে কত দূর যান।
প্রমথ আপন সেই ঐরাবত পান॥
পূর্ব্বে যেই ঐরাবত দেছেন খোঁনারে।
সেই হস্তী যেন অস্তি সমুদ্রের ধারে॥
প্রথমে দেখিয়া গজ হইয়া বিকল।
বরষার ধারা যেন চক্ষে বহে জল॥
কহিতে না পারে বাক্য পশু করিবর।
সেইখানে ছিল এক বালক ভূধর॥
প্রমথ নিকটে কয় আসি সাবধানে।
এই হস্তী খোঁনা রাজা পান কোন স্থানে॥
যতন করিয়া রাখে দিন পাঁচ ছয়।
সিকল ছিঁড়িয়া আসি এইখানে রয়॥
নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া বারণ।
রাজপথ পানে আছে করি নিরীক্ষণ॥
এ কথা শুনিয়া অতি দুঃখিত অন্তরে।
প্রথম দিলেন কর গজবর পরে॥
করীপৃষ্ঠে আরোহণ হন যুবরাজ।
গমন পবনবেগে করে গজরাজ॥
নির্ব্বাহের রাজধানী যান অল্প ক্ষণে।
সমাচার দিল দূত মন্ত্রির সদনে॥

পাত্রমিত্র সকলেতে হন আগুয়ান।
রাজগৃহ মধ্যে সবে করেন পয়ান॥

নির্ব্বাহ রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন।

রাজ্যেশ্বর উপনীত রাজ্যের ভিতর।
জামাতা সহিত কন্যা হরিষ অন্তর॥
আসিয়া দেখিয়া যায় কত শত জন।
বালক যুবক বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষগণ॥
স্বদেশে আসিয়ে রাজা উল্লাস অন্তরে।
দরিদ্র দ্বিজেরে ধন বিতরণ করে॥
অঞ্জলি পূরিয়া রত্ন দেন কত দান।
কল্পতরু হইলেন কর্ণের সমান॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু প্রচুর করিয়া।
অবিরত বিতরণ ডাকিয়া ডাকিয়া॥
দিন দশলক্ষ লোক করান ভোজন।
ক্রমাগত এই মত কে করে গণন॥
বিক্রমকেশরী কিছুদিন পরে কন।
স্বরাজ্য গমন জন্য হইয়াছে মন॥
পুত্রবধূ পুত্র আর পৌত্র শ্রীগোপাল।
লয়ে যাব রামিভ্যারে শুন মহীপাল॥

নির্ব্বাহ রাজন কন সকলি তোমার।
কিছু দিন আর শুন মানস আমার॥
বিক্রমকেশরী কন ব্যাই মহাশয়।
অধিক বিলম্ব করা উচিত না হয়॥
পূর্ব্বাপর এপ্রকার রাজার ব্যভার।
রাজ্যশূন্য শ্রুতমাত্র করে অধিকার॥
না জানি কি গোলযোগ হইবেক শেষে।
পশ্চাতে অসাধ্য হবে যাইবারে দেশে॥
এ কথা শুনিয়া রাণী হইলা অজ্ঞান।
ছিন্নতরু যেন হেন ভূমেতে লুটান॥
সান্ত্বনা করিয়া কন নির্ব্বাহ রাজন।
চিন্তা ত্যজি চন্দ্রকলা স্থির কর মন॥
বিদায় করহ সবে হয়ে হরষিতা।
কন্যা পুত্র যাতায়াত পূর্ব্বাপর রীত॥
বৈবাহিকে কোলাকুলি সজল নয়ন।
বিহানে বিহানে কথা বিষাদিত মন॥
জামাতা কন্যার দোঁহে করিয়া বিদায়।
খেদিত হইয়া রাণী কান্দে উভরায়॥
রাজপুরী সুদ্ধ কেঁদে ব্যাকুলিত হয়।
সকলে অসুখী সুখী কেহ মাত্র নয়॥
জহরত দেন কত আলমারি ভরি।
হীরা চুণি মতি পান্না রাশীকৃত করি॥

চন্দ্রমুখী কমলিনী সুধাংশুবদনী।
চতুরা নয়নতারা সদা হতে সিদ্ধি॥
চারিজনা সেই সখী চলিলেন সনে।
দাস দাসী আর যত কেবা কত গণে॥
রাজা রাণী করিলেন রথেতে গমন।
প্রমদা করার পূর্ব্বে হল আরোহণ॥
আনন্দে গমন রাজা লয়ে দাস দাসী।
আপনার রাজ্য মধ্যে উপনীত আসি॥

রাজা বিক্রমকেশরী স্বরাজ্যে গমন।

স্বরাজ্যে গমন রাজা মহা মহোৎসব।
দেখিবারে চলে লোক রাজ্য জুড়া সব॥
অকাতরে ধন দেন ভাণ্ডার ভাণ্ডার।
বিতরণ কত ধন সংখ্যা নাহি তার॥
সর্ব্বসুখে সুখী রাজা আনন্দে মোহিত।
সর্ব্বক্ষণ সদালাপ পণ্ডিত সহিত॥
একদিন মহারাজা আছেন শয়নে।
চিত্রাবতী রাণী কন সহাস্য বদনে॥
বহুদ্ধার পিতা যিনি নির্ব্বাহ রাজন।
লয়েছেন আপনাকে করিয়া যতন॥

আপন ভবনে লয়ে রাখেন সম্মান।
আবাহন কর তাঁরে তবে থাকে মান ॥
যত্ন করি লিপি দেহ বিলম্ব না হয়।
ব্যানসহ আইসেন ব্যাই মহাশয় ॥
আমার বুদ্ধিতে এই যুক্তি সিদ্ধ হয়।
কুটুম্বিতা ঐহিকের পারত্রিক নয় ॥
সর্ব্বদাই দেওয়া লওয়া গতায়াত হয়।
তাহা হৈলে কুটুম্বিতা বড় সুখোদয় ॥
এক এক নারী থাকে কুটুম্ব আলয়।
কুটুম্বের লোক এলে নাক তুলে রয় ॥
রাজা কন মহারাণী তোমারে সুধাই।
কেমনে তুলিবে নাক যার নাকি নাই ॥
মন্ত্রিরে ডাকিয়ে রাজা দেন অনুমতি।
ভাটেরে পাঠান [illegible] পাত্র [illegible] ॥
ভাট ভূপে নিবেদিয়া করেন আশীষ।
করিলেন যোড়া শাল ভাটেরে বক্সিস ॥
রাজা রাণী যাইবার করেন মনন।
রথ রথী পদাতিক যাবে অগণন ॥
বারণ উপর দোঁহে হয়ে আরোহণ।
পরদিন ঊষাকালে করেন গমন ॥

মহারাজা নির্ব্বাহ মহারাণী সহ মহারাজ বিক্রম-কেশরী রাজ্যে গমন।

ক্রমে ক্রমে সব দেশ করি অবশেষ।
বিক্রমকেশরী রাজ্যে হলেন প্রবেশ॥
সমাচার দিল দূত আসিয়া সত্বর।
ভূপতি শুনিয়া অগ্রে হন অগ্রসর॥
সমাদরে লইলেন বাটীর ভিতরে।
রাজারে বসান রাজা আপনার ঘরে॥
রাজার যতনে রাজা থাকি এক মাস।
যাইতে বাসনা হয় আপনার বাস॥
প্রথমে বিনয় বাক্য কহিয়া রাজায়।
রাজা-রাণী দুই জনে হলেন বিদায়॥
আপনার রাজ্যে আসি কিছু দিন পরে।
নির্ব্বাহের পুত্র হয় জনকের বরে॥
নির্ব্বিঘ্নে করেন রাজ্য ধর্ম্মপথে থেকে।
সর্ব্বদুঃখ দূরে গেল পুত্রমুখ দেখে॥

প্রমথ ও তরঙ্গিণীর স্বর্গযাত্রা।

বিদায় করিয়া রাজা নির্ব্বাহ রাজন।

কিছু দিন পরে ডাকি পাত্র মিত্রগণ।
কহেন বাসনা যাহা শুন সর্ব্বজন।।
প্রমথে করিব রাজা মনন আমার।
কহিছেন পাত্র মিত্র এই যুক্তি সার।।
আনি গুরু পুরোহিত পরামর্শ করি।
প্রমথে করেন রাজা বিক্রমকেশরী।।
রাজ্যধন পরিজন সকলি অনিত্য।
একান্ত চিত্তেতে চিন্ত পরমার্থ নিত্য।।
উপাসনা ব্রহ্মতত্ত্ব জানি দীপ্তিমান।
রাজা রাণী তপস্যায় অরণ্যে পয়ান।।
কিছু দিন রাজ্য করি রাজার নন্দন।
শ্রীগোপাল বিংশবর্ষ সম্পূর্ণ যখন।।
এমত বসিয়াছেন পূজার আসনে।
অকস্মাৎ দৈববাণী শুনেন শ্রবণে।।
মহামায়া আদ্যা যিনি অনাথের ধন।
কৃপাময়ী কৃপা করি দৈববাণী কন।।
পূর্ব্ব জন্মে ছিলে বাছা গন্ধর্ব্ব দুজন।
শাপেতে মানব দেহ হয়েছে ধারণ।।
পুরন্দর অভিশাপে মর্ত্ত্যে আগমন।
বিলম্ব নাহিক হৈল শাপ বিমোচন।।
কাল পূর্ণ হলে কাল-তুরঙ্গিনি আসিলে।

দেববাণী প্রমথর হইয়া শ্রবণ।
বিষয় বিষম চিন্তা অমনি বর্জ্জন॥
পাত্র করে কুমারেরে করি সমর্পণ।
গমন জাহ্নবীতটে সমাধি কারণ॥
রাজ্য সঁপি শ্রীগোপালে পরমার্থে মন।
তরঙ্গিণী প্রমথর স্বর্গ আরোহণ॥

গ্রন্থ সমাপ্তঃ।